CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৭২ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

JAGARAN ■ 72 Years ■ Issue-267 ■ 28 June, 2026 ■ আগরতলা ২৮ জুন, ২০২৬ ইং ■ ১৩ আষাঢ়, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ, রবিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

CMYK

একই দিনে দুই নারকীয় ঘটনা

গন্ডাছড়ায় দুই সন্তানকে পিটিয়ে খুন করল বাবা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আমবাসা, ২৭ জুন ।। ধলাই জেলার গণ্ডাছড়া মহকুমার উল্টাছড়া ব্রু পুনর্বাসন গ্রাম শনিবার সকালে এক হৃদয়বিদারক ঘটনার সাক্ষী হয়েছে। মদ্যপ অবস্থায় দুই সন্তানকে পিটিয়ে হত্যার অভিযোগ উঠেছে এক বাবার বিরুদ্ধে। অভিযুক্ত লালচুনাওমা ব্রু (৩৪)-কে আটক করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে গণ্ডাছড়া থানার পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, নিহতরা হল ১৩ বছর বয়সী রিশিকা খা হামতি ব্রু এবং ৪ বছরের প্রিহ স্মাইনা ব্রু। তারা অভিযুক্তেরই সন্তান। পুলিশের প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে, শনিবার সকালে মদ্যপানের পর লালচুনাওমা ব্রু ও তাঁর স্ত্রী রন্টারুং ব্রু (৩২)-র মধ্যে বচসা শুরু হয়। সেই সময় দুই শিশু কান্নাকাটি শুরু করলে উত্তেজিত হয়ে অভিযুক্ত একটি কাঠের টুকরো দিয়ে তাদের উপর হামলা চালায় বলে অভিযোগ। ঘটনাস্থলেই দুই শিশুর মৃত্যু হয়।

ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে অভিযুক্তকে আটক করে। ফরেনসিক দলকে খবর দেওয়া হয়েছে এবং ঘটনার তদন্ত চলছে। গণ্ডাছড়ার এসডিপিও ও থানার ওসি-সহ ঊর্ধতন পুলিশ আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে রয়েছেন। বর্তমানে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে বলে পুলিশ জানিয়েছে।

উত্তর রাঙামুড়ায় ছেলের লাঠির আঘাতে বাবার মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, কাঁঠালিয়া, ২৭ জুন ।। সোনামুড়া মহকুমার উত্তর রাঙামুড়া এলাকায় পারিবারিক অশান্তির জেরে এক মর্মান্তিক ঘটনার সৃষ্টি হয়েছে। অভিযোগ, ছেলের লাঠির আঘাতে প্রাণ হারিয়েছেন বাবা অয়াখী রায় ত্রিপুরা। ঘটনায় এলাকাজুড়ে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, অভিযুক্ত সমীর ত্রিপুরা দীর্ঘদিন ধরে নেশায় আসক্ত ছিল। নেশাগ্রস্ত অবস্থায় সে প্রায়ই তার বাবার সঙ্গে অশান্তি ও মারধোর করত বলে অভিযোগ। শনিবারও একই ধরনের এক ঘটনার সময় সমীর ত্রিপুরা লাঠি দিয়ে বাবাকে আঘাত করে। সেই আঘাত অয়াখী রায় ত্রিপুরার বুকে লাগলে তিনি ঘটনাস্থলেই মারা যান।

খবর পেয়ে যাত্রাপুর থানার পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। পরে এসডিপিও শশী মোহন দেববর্মাও ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

ইতিমধ্যেই অভিযুক্ত সমীর ত্রিপুরাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। বর্তমানে সে যাত্রাপুর থানার হেফাজতে রয়েছে। অন্যদিকে, নিহত অয়াখী রায় ত্রিপুরার মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য কাঁঠালিয়া সামাজিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের মর্গে রাখা হয়েছে। ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

টিএনজিসিএল'র বিরুদ্ধে থানায় মামলা

বিস্ফোরণে নিহত শুভ্রজিতের বাড়িতে গেলেন মানিক সরকার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ জুন ।। রামনগর ফ্ল্যাটে ভয়াবহ বিস্ফোরণকান্ডে মৃত শুভ্রজিত চৌধুরীর পরিবারের সঙ্গে আজ দেখা করেন রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা প্রাক্তন পলিটব্যুরো সদস্য মানিক সরকার।

প্রসঙ্গত, দুই দিন আগে রামনগর এলাকার একটি আবাসনের ফ্ল্যাটে শক্তিশালী বিস্ফোরণের ঘটনায় গুরুতর আহত হন শুভ্রজিত চৌধুরী। তাঁকে উদ্ধার করে জিবি হাসপাতালে ভর্তি করা হলেও চিকিৎসাধীন অবস্থায় গতকাল তাঁর মৃত্যু হয়। শনিবার প্রয়াত শুভ্রজিত চৌধুরীর বাড়িতে গিয়ে তাঁর স্ত্রী, মা এবং পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন মানিক সরকার। শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান তিনি। এ সময় তাঁর সঙ্গে ছিলেন সিপিআই(এম)-এর একাধিক নেতা, তাঁরাও পরিবারের সদস্যদের প্রতি সমবেদনা জানান। পরবর্তীতে মানিক সরকার ও সিপিআই(এম)-এর প্রতিনিধিদল রামনগর ৪ নম্বর এলাকার বিস্ফোরণস্থল পরিদর্শন করেন। সেখানে স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলে ঘটনার বিষয়ে খোঁজখবর নেন এবং বিস্ফোরণে হওয়া ক্ষয়ক্ষতির চিত্র পর্যালোচনা করেন। এই মর্মান্তিক ঘটনাকে ঘিরে এলাকাবাসীর মধ্যে উদ্বেগের সৃষ্টি হয়েছে। ইতিমধ্যেই বিস্ফোরণের প্রকৃত কারণ উদঘাটনে তদন্ত শুরু করেছে প্রশাসন।

এদিকে, ফ্ল্যাটে বিস্ফোরনের ঘটনায় টিএনজিসিএলের বিরুদ্ধে গাফিলতির অভিযোগ এনে পশ্চিম আগরতলা থানায় মামলা হয়েছে।

৫ কোটির ইয়াবা উদ্ধার চালক পলাতক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ জুন ।। মাদক পাচারের বিরুদ্ধে বড় সাফল্য পেল আসাম রাইফেলস ও কাস্টমস বিভাগ। যৌথ অভিযানে ত্রিপুরার মুঙ্গিয়াকামি এলাকায় একটি গাড়ি থেকে প্রায় ৫০ হাজার ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করা হয়েছে, যার আনুমানিক বাজারমূল্য প্রায় ৫ কোটি টাকা। আসাম রাইফেলস সূত্রে জানা গেছে, নির্দিষ্ট গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে যৌথ বাহিনী একটি মাহিন্দ্রা এক্সইউভি ৫০০ গাড়িকে আটকানোর চেষ্টা করে। নিরাপত্তা বাহিনীকে দেখতে পেয়ে চালক গাড়িটি ফেলে ঘন জনবসতি পূর্ণ এলাকায় পালিয়ে যায়। এরপর গাড়িটিতে তল্লাশি চালিয়ে প্রায় ৫০ হাজার ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করা হয়। উদ্ধার হওয়া মাদকদ্রব্য এবং গাড়িটি পরবর্তী তদন্ত ও প্রয়োজনীয় আইনি পদক্ষেপের জন্য কাস্টমস বিভাগের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।

☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

দিল্লিতে ত্রিপুরা গ্লোবাল পাইনাপেল ফ্যাস্টিভল, মোদির শুভেচ্ছাবার্তা

বিশ্বব্যাপী সমাদৃত ত্রিপুরার কুইন আনারস ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ জুন ।। ত্রিপুরা গ্লোবাল পাইনঅ্যাপেল ফেস্টিভ্যালকে ঘিরে রাজ্যের জন্য এল আরও এক গর্বের মুহূর্ত। উৎসব উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী-র শুভেচ্ছা ও উৎসাহব্যঞ্জক চিঠি পাওয়ায় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডা.) মানিক সাহা। আজ সামাজিক মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রী লেখেন, প্রধানমন্ত্রীর আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং অনুপ্রেরণামূলক বার্তা ত্রিপুরার কৃষকদের ক্ষমতায়ন, কৃষিক্ষেত্রে উৎকর্ষ সাধন এবং বিশ্ববাজারে রাজ্যের খ্যাতিমান কুইন আনারস-এর বাজার সম্প্রসারণের লক্ষ্যে নতুন উদ্দীপনা জোগাবে।

প্রধানমন্ত্রীর এই সমর্থন ত্রিপুরার কৃষি সম্ভাবনাকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে তুলে ধরার পাশাপাশি কৃষকদের আয় বৃদ্ধি এবং রপ্তানি আরও জোরদার করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলেও আশা প্রকাশ করা হয়েছে।

তিনি আরও বলেন, কৃষকদের আরও শক্তিশালী করা, কুইন আনারসের রপ্তানি বৃদ্ধি এবং বিশ্বমঞ্চে ত্রিপুরার কৃষি সম্ভাবনাকে তুলে ধরতে ভবিষ্যতেও নিরলসভাবে কাজ চালিয়ে যাওয়া হবে।

এদিকে, ত্রিপুরার সাংস্কৃতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে আনারসের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে। ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

অ্যাক্ট ইস্ট পলিসি কৃষিক্ষেত্রে নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচিত হয়েছে ঃ রতন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ জুন ।। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ভোকাল ফর লোকাল এবং আত্মনির্ভর ভারত উদ্যোগকে বাস্তবায়িত করার লক্ষ্যেই নয়াদিল্লিতে আয়োজন করা হয়েছে ত্রিপুরা গ্লোবাল পাইনঅ্যাপল ফেস্টিভ্যাল ২০২৬। এই উৎসবের মাধ্যমে ত্রিপুরার বিশ্ববিখ্যাত আনারসকে আন্তর্জাতিক বাজারে আরও শক্তিশালীভাবে তুলে ধরার পাশাপাশি রাজ্যের পর্যটন, সংস্কৃতি, বাঁশশিল্প ও অন্যান্য সম্ভাবনাময় ক্ষেত্রকে দেশ-বিদেশের প্রতিনিধিদের সামনে তুলে ধরা হচ্ছে।

শনিবার উৎসবের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে ত্রিপুরার কৃষি ও কৃষক কল্যাণমন্ত্রী রতন লাল নাথ এই কথা বলেন বলেন।

ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডাঃ) মানিক সাহা এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চল উন্নয়ন মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী ড. সুকান্ত মজুমদারের উপস্থিতিতে এই উৎসবের সূচনা হয়েছে।

কৃষি মন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির অ্যাক্ট ইস্ট পলিসি কৃষিক্ষেত্রে নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করেছে। এর সুফল হিসেবে আজ ত্রিপুরার আনারস আন্তর্জাতিক বাজারে বিশেষ পরিচিতি লাভ করেছে। রাজ্যের অনুকূল আবহাওয়ার কারণে উৎপাদিত ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

হরমুজ প্রণালী দিয়ে ভারতীয় জাহাজ চলাচলের উপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার

কলকাতা, ২৭ জুন (আইএএনএস)।। হরমুজ প্রণালী দিয়ে ভারতীয় জাহাজ চলাচলের ওপর আরোপিত বিধিনিষেধ প্রত্যাহার করেছে ডিরেক্টরেট জেনারেল অফ শিপিং (ডিজিএস)। তবে জাহাজের ক্যাপ্টেন, নাবিক এবং সংশ্লিষ্ট সব পক্ষকে সর্বোচ্চ সতর্কতা বজায় রেখে নির্ধারিত নিরাপত্তা প্রোটোকল কঠোরভাবে মেনে চলার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

২৬ জুন জারি করা এক বিজ্ঞপ্তিতে ডিজিএস জানিয়েছে, আন্তর্জাতিক সামুদ্রিক সংস্থা উপকূলবর্তী দেশ এবং শিল্পক্ষেত্রের অংশীদারদের সঙ্গে সমন্বয় করে আটকে পড়া নাবিকদের উদ্ধারের ব্যবস্থা করেছে। এই প্রক্রিয়ায় আইএমও, ইউকেএমটিও, মিকা কেন্দ্র এবং উপকূলবর্তী দেশগুলি একযোগে কাজ করছে।

ডিজিএস জানিয়েছে, বন্দর, জাহাজ চলাচল ও জলপথ মন্ত্রক, বিদেশ মন্ত্রক, ভারতীয় নৌবাহিনী, বিদেশে ভারতীয় মিশন এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সংস্থার সঙ্গে সমন্বয় রেখে পরিস্থিতির উপর নজর রাখা হচ্ছে, যাতে ভারতীয় নাবিকদের নিরাপত্তা ও কল্যাণ নিশ্চিত করা যায়।

বিজ্ঞপ্তিতে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে, উপকূলবর্তী দেশগুলির নিরাপত্তা নির্দেশিকা ও সংশ্লিষ্ট নিরাপত্তা সংস্থার প্রোটোকল মেনে পারস্য উপসাগর অঞ্চলে ভারতীয় জাহাজ পরিচালনা বা ভারতীয় নাবিকদের নিয়োগের ক্ষেত্রে কোনও নিষেধাজ্ঞা নেই।

তবে পারস্য উপসাগর, হরমুজ প্রণালী এবং সংলগ্ন জলসীমায় চলাচলকারী জাহাজগুলির ক্যাপ্টেনদের ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

প্রাইভেট প্র্যাকটিস বন্ধে

সরকারের সিদ্ধান্তকে নীতিগত সমর্থন ডক্টর টিচার্স ফোরামের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ জুন ।। আগরতলা সরকারি মেডিক্যাল কলেজ (এজিএমসি) ও জিবি হাসপাতালের সিনিয়র চিকিৎসকদের প্রাইভেট প্র্যাকটিস বন্ধের রাজ্য সরকারের সিদ্ধান্তকে নীতিগতভাবে সমর্থন জানিয়েছে ডক্টর্স টিচার্স ফোরাম। এ বিষয়ে শনিবার ফোরামের এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে সরকারের সিদ্ধান্তসহ চিকিৎসকদের বিভিন্ন দাবি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে টিচার্স ফোরামের সভাপতি ও বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ডা. তপন মজুমদার জানান, মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনায় ফোরামের পক্ষ থেকে একাধিক দাবি উত্থাপন করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে ২০ শতাংশ এনপিএ বেসিক বেতনের সঙ্গে যুক্ত করে তার উপর মহার্ঘ ভাতা (ডিএ) প্রদান, ফ্যাকাল্টি ও চিকিৎসকদের পদোন্নতির সুনির্দিষ্ট নীতি প্রণয়ন, মেডিক্যাল এডুকেশন সার্ভিস রুলস সংশোধন এবং বেতন কাঠামো পুনর্বিবেচনা।

ডা. মজুমদার বলেন, সরকার যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে তা চিকিৎসকদের মেনে নিতে হবে। তাঁর মতে, সরকার উন্নত চিকিৎসা পরিষেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যেই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সেই কারণেই ফোরাম সরকারি সিদ্ধান্তকে নীতিগতভাবে মেনে নিয়েছে এবং শনিবার থেকেই প্রাইভেট প্র্যাকটিস বন্ধ করার সিদ্ধান্ত কার্যকর হয়েছে।

তবে তিনি স্পষ্টভাবে বলেন, শুধুমাত্র প্রাইভেট প্র্যাকটিস বন্ধ করলেই জিবি হাসপাতাল ও এজিএমসি-র চিকিৎসা পরিষেবার সামগ্রিক উন্নতি সম্ভব নয়। উন্নত পরিষেবার জন্য পর্যাপ্ত সংখ্যক চিকিৎসক, নার্স ও অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মী নিয়োগের পাশাপাশি অবকাঠামোগত উন্নয়নও জরুরি। বর্তমানে হাসপাতালে কর্মী সংকট রয়েছে, ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

হাসপাতালের সাইনবোর্ড থেকে গ্রামের নাম বাদ ঃ ক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২৭ জুন ।। লালসিংমুড়া প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের সাইনবোর্ড থেকে 'শিখরিয়া' গ্রামের নাম বাদ দেওয়াকে কেন্দ্র করে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। শনিবার সকালে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে তাঁরা রাজ্য সরকারের কাছে সাইনবোর্ডে পুনরায় গ্রামের নাম অন্তর্ভুক্ত করার দাবি জানান।

স্থানীয়দের বক্তব্য, প্রায় দশ বছর আগে শিখরিয়া গ্রামে এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রটি নির্মিত হয়। তখন হাসপাতালের নাম ছিল "লালসিংমুড়া প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র (শিখরিয়া)"। তবে সম্প্রতি মুখ্যমন্ত্রীর হাতে স্বাস্থ্যকেন্দ্রটির উদ্বোধনের পর নতুন সাইনবোর্ডে শুধুমাত্র "লালসিংমুড়া প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র" লেখা হয়েছে। এতে 'শিখরিয়া' গ্রামের নাম আর রাখা হয়নি। ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট দাবিতে সোনাপুরে সিপিএমের প্রতিবাদ মিছিল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কাঁঠালিয়া, ২৭ জুন ।। পেট্রোপণ্যের মূল্যবৃদ্ধি, বিদ্যুতের বাড়তি মাশুলসহ জনজীবনের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে শনিবার সন্ধ্যায় সোনাপুর বাণিজ্যিক এলাকায় প্রতিবাদ মিছিল ও পথসভার আয়োজন করে সিপিআই(এম)-এর রবীন্দ্রনগর অঞ্চল কমিটি।

সন্ধ্যা প্রায় ৬টা নাগাদ সোনাপুর বাজার এলাকায় একটি সুসংগঠিত মিছিল বের হয়। মিছিল শেষে বাজার চৌমুহনীতে অনুষ্ঠিত হয় পথসভা। কর্মসূচিতে দলীয় নেতা-কর্মীদের পাশাপাশি এলাকার সাধারণ মানুষেরও উল্লেখযোগ্য উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়।

সভায় প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সিপিআই(এম)-এর মহকুমা কমিটির সম্পাদক ও বিধায়ক শ্যামল চক্রবর্তী। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন সোনামুড়া ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

বিশালগড় বার অ্যাসোর নির্বাচনে জয়ের পাল্লা ভারি উন্নয়ন মঞ্চের

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড়, ২৭ জুন ।। শান্তিপূর্ণ পরিবেশে সম্পন্ন হয়েছে বিশালগড় বার অ্যাসোসিয়েশনের ২০২৬ সালের নির্বাচন। শনিবার সকাল ১১টা থেকে দুপুর ১টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে আইনজীবীদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে উৎসবমুখর পরিবেশের সৃষ্টি হয়। ভোট গণনা শেষে নির্বাচনের রিটার্নিং অফিসার অ্যাডভোকেট সজল সিং আনুষ্ঠানিকভাবে ফলাফল ঘোষণা করেন।

এবারের নির্বাচনে মূল লড়াই হয় প্রগ্রেসিভ অ্যাডভোকেটস প্যানেল এবং আইনজীবী উন্নয়ন মঞ্চের মধ্যে। সম্পাদক, কোষাধ্যক্ষ ও সদস্য-সহ বিভিন্ন পদে মোট সাতজন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। সম্পাদক পদে আইনজীবী উন্নয়ন মঞ্চের প্রার্থী সুমন ভৌমিক ৫১টি বৈধ ভোটের মধ্যে ৩৪টি ভোট পেয়ে বিজয়ী হন। তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী প্রগ্রেসিভ অ্যাডভোকেটস প্যানেলের জাকির হোসেন ১৭টি ভোট পান।

অন্যদিকে, কোষাধ্যক্ষ পদে প্রগ্রেসিভ অ্যাডভোকেটস প্যানেলের প্রার্থী রাজেশ দেববর্মা ২৬টি ভোট পেয়ে জয়ী হন। তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী আইনজীবী উন্নয়ন মঞ্চের তপন রায় পান ২২টি ভোট।

সদস্য পদেও দুই প্যানেলের মধ্যে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হয়। ফলাফলে আইনজীবী উন্নয়ন মঞ্চ সম্পাদক পদ-সহ মোট পাঁচটি আসনে জয়লাভ করে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। অন্যদিকে, প্রগ্রেসিভ অ্যাডভোকেটস প্যানেল কোষাধ্যক্ষ পদসহ একটি সদস্য পদে বিজয়ী হয়ে নিজেদের উপস্থিতি বজায় রাখে।উল্লেখ্য, সভাপতি পদে অ্যাডভোকেট মহেশ্বর সিং আগেই বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছিলেন। ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

ধর্মনগরে মশাল মিছিল

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ২৭ জুন ।। ভারতের গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশন (ডিওয়াইএফআই)-এর ২২তম ধর্মনগর মহকুমা সম্মেলনকে সামনে রেখে শনিবার সন্ধ্যায় উত্তর ত্রিপুরার ধর্মনগর শহরে এক বিশাল মশাল মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। রাজ্যে বেকারত্ব, মূল্যবৃদ্ধি এবং জ্বালানির ঊর্ধমুখী দামের প্রতিবাদে আয়োজিত এই কর্মসূচিতে সংগঠনের বিপুল সংখ্যক নেতা-কর্মী ও সমর্থক অংশগ্রহণ করেন।

শনিবার সন্ধ্যা ৭টায় শহরের ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

ঘোষপাড়া সড়কের বেহাল দশা, কাউন্সিলারের বিরুদ্ধে ক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ জুন ।। শহরের বিভিন্ন ওয়ার্ডে নাগরিক পরিষেবা নিয়ে অভিযোগের মাঝেই এবার বেহাল রাস্তার প্রতিবাদে সরব হলেন আগরতলার আড়ালিয়া এলাকার ২৭ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দারা। শনিবার সকালে ৫৮ নম্বর বুথের ঘোষপাড়া এলাকায় রাস্তার দুরবস্থা নিয়ে বিক্ষোভ ও ক্ষোভ প্রকাশ করেন স্থানীয়রা।

এলাকাবাসীর অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে ঘোষপাড়া এলাকার রাস্তার অবস্থা অত্যন্ত খারাপ। বর্ষাকালে কাদাজল ও বড় বড় গর্তের কারণে চলাচল কার্যত বিপজ্জনক হয়ে পড়েছে। বহুবার বিষয়টি ওয়ার্ডের কাউন্সিলর সুভাষ ভৌমিকের নজরে আনা হলেও কোনও স্থায়ী সমাধান মেলেনি বলে দাবি করেন বাসিন্দারা।

স্থানীয়দের কথায়, বর্তমানে রাস্তাটি 'মরণফাঁদে' পরিণত হয়েছে। প্রতিদিন স্কুলপড়ুয়া, প্রবীণ ও সাধারণ মানুষকে চরম দুর্ভোগের মধ্যে যাতায়াত করতে হচ্ছে। দ্রুত রাস্তার সংস্কার না হলে বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটতে পারে বলেও আশঙ্কা প্রকাশ করেন তারা।

এলাকাবাসী জানান, তারা এবার রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ কামনা করছেন। তাঁদের আবেদন, দ্রুত ঘোষপাড়া এলাকার রাস্তা সংস্কারের ব্যবস্থা করে সাধারণ মানুষকে এই দুর্ভোগ থেকে মুক্তি দেওয়া হোক।

উল্লেখ্য, সাম্প্রতিক সময়ে শহরের একাধিক ওয়ার্ডে রাস্তা, নিকাশি ও অন্যান্য নাগরিক পরিষেবা নিয়ে অভিযোগ সামনে এসেছে। বিভিন্ন ওয়ার্ড পরিদর্শনও করছেন আগরতলা পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার। এরই মধ্যে ঘোষপাড়া এলাকার বাসিন্দাদের এই অভিযোগ নতুন করে নাগরিক পরিষেবার প্রশ্নকে সামনে নিয়ে এসেছে।

CMYK

Page 1.pmd 1

28-06-2026, 00:51

CMYK

জাগরণ আগরতলা ২৮ জুন, ২০২৬ ইং
১৩ আষাঢ়, রবিবার, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ

পর্যাপ্ত বৃষ্টি থেকে বঞ্চিত

সমুদ্রে শক্তিশালী নিম্নচাপের অভাব এবং এল নিনোর সক্রিয়তার কারণে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু দেশে প্রবেশ করিলেও অধিকাংশ অঞ্চলে পর্যাপ্ত বৃষ্টিপাত হইতেছে না। মৌসুমি বায়ু সময়মতো এগোলেও তাহা বর্তমানে অনেকটাই দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে।সাধারণত মৌসুমি বায়ুকে দেশের অভ্যন্তরে টানিয়ানে আনিতে এবং সক্রিয় করিতে বঙ্গোপসাগরে শক্তিশালী নিম্নচাপ বা ঘূর্ণাবর্তের প্রয়োজন হয়। বর্তমানে এমন কোনো শক্তিশালী আবহাওয়া ব্যবস্থা তৈরি না হওয়ায় বায়ুর গতি থমকিয়া গেছে এবং পর্যাপ্ত জলীয় বাষ্প দেশের ভেতরে ঢুকিতে পারিতেছে না।প্রশান্ত মহাসাগরে এল নিনো পরিস্থিতি সক্রিয় থাকার কারণে ভারতীয় উপমহাদেশে মৌসুমি বায়ু দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে। এটি বর্ষার স্বাভাবিক বৃষ্টিপাতের প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করিতেছে।উত্তর ও পশ্চিম ভারতের আকাশ পরিষ্কার এবং শুষ্ক থাকার কারণে মৌসুমি বায়ু মেঘ তৈরির প্রয়োজনীয় আর্দ্রতা ও তাপমাত্রা পাইতেছে না, ফলে বৃষ্টির অনুকূল পরিবেশ তৈরি হইতেছে না। আবহাওয়াবিদদের মতে এই পরিস্থিতি সাময়িক। ভারত মহাসাগরে একটি নতুন ক্রান্তীয় আবহাওয়া ব্যবস্থা তৈরি হইতেহইতেছেহা আগামী কয়েকদিনের মধ্যে বঙ্গোপসাগরে প্রবেশ করিলে মৌসুমি বায়ু আবার শক্তিশালী হইবে এবং বৃষ্টিপাতের ঘাটতি মিটিবে।

দেশে বর্ষা অনেক আগেই ঢুকিয়া গিয়াছে। কিন্তু তাহার পরেও বেশির ভাগ অঞ্চলকে পর্যাপ্ত বৃষ্টি থেকে বঞ্চিত হইতে হইতেছে কেন? ইনস্যাট ৩ডিআর উপগ্রহচিত্রে ধরা পড়িয়াছে, দেশের মধ্য, পশ্চিম এবং উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের উপরে বর্ষণ-সহায়ক মেঘের পরিমাণ কমিয়া গিয়াছে। মৌসম ভবন জানাইয়াছে, গুজরাত, মধ্যপ্রদেশ, ঝাড়খণ্ড, বিহার, উত্তরপ্রদেশ এবং উত্তরাখণ্ডে আগামী তিন-চার দিনের মধ্যে বর্ষা নামিবে। কিন্তু দেখা যাইতেছে দেশের যে অংশে বৃষ্টি হইতেছে সেখানে বৃষ্টির পরিমাণ পর্যাপ্ত নয়। স্বাভাবকি ভাবেই প্রশ্ন উঠিয়াছে, তিন-চার দিন পরে বর্ষা নামিবার কথা বলা হইলেও, সেখানেও কি পর্যাপ্ত বৃষ্টি হইবে?মৌসম ভবন জানিয়েছে, উপগ্রহচিত্রে ধরা পড়িয়াছে, বর্ষণ-সহায়ক মেঘ মূলত মধ্যভারত, বঙ্গোপসাগর, উত্তর-পূর্ব ভারত এবং দক্ষিণ উপদ্বীপে ঘনীভূত রহিয়াছে। কিন্তু উত্তর এবং পশ্চিম ভারতের আকাশ সম্পূর্ণ পরিষ্কার। ফলে দিল্লি-এনসিআর, পশ্চিম উত্তরপ্রদেশ, হরিয়ানা, পঞ্জাব এবং রাজস্থান বৃষ্টি থেকে বঞ্চিত হইতেছে। মৌসম ভবন জানিয়েছে, ৪ জুন থেকে ২৬ জুনের মধ্যে দেশে ৪৫ শতাংশ বৃষ্টির ঘাটতি রহিয়াছে।আবহবিদেরা বলিয়াছেন, বঙ্গোপসাগরের উপর কোনও শক্তিশালী নিম্নচাপ সৃষ্টি হইতেছে না। এর ফলেই মৌসুমি বায়ুর অগ্রগতি ত্বরান্বিত হয় এবং দেশে বর্ষা সক্রিয় হইতে সাহায্য করে। প্রচুর পরিমাণে জলীয় বাষ্প দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। বৃষ্টির অনুকূল পরিবেশ তৈরি হয়। কিন্তু এ ক্ষেত্রে সেই পরিস্থিতি তৈরি না হওয়ায় মৌসুমি বায়ুও দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে। বৃষ্টিও পর্যাপ্ত হইতেছে না তাহার জেরে। তবে এই পরিস্থিতি বেশি দিন থাকিবে না বলিয়া আশাবাদী আবহবিদেরা। আবহাওয়া মডেলগুলি ইঙ্গিত দিয়াছে, পূর্ব ভারত মহাসাগরে একটি বৃহৎ ক্রান্তীয় আবহাওয়া ব্যবস্থা তৈরি হইতে পারে, যাহা আগামী ৪ থেকে ৭ দিনের মধ্যে বঙ্গোপসাগরে প্রবেশ করিতে পারে। ফলে মৌসুমি বায়ুকে আরও সক্রিয় করিতে সহায়তা করিবে।

নরেন্দ্র মোদী: দীর্ঘদিনেরদায়িত্ব পালনকারী 'সরাসরি নির্বাচিত' প্রধানমন্ত্রী

শর্মিষ্ঠা মুখোপাধ্যায়

ভারতের দীর্ঘকালীন সময় ধরে দায়িত্ব পালনকারী প্রধানমন্ত্রীকে নিয়ে যখন জোর বিতর্ক চলছে, তখন ২০১৪ সালে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বিপুল জয় সম্পর্কে আমার বাবাপ্রয়াত প্রণব মুখোপাধ্যায়েরএকটি আকর্ষণীয় পর্যবেক্ষণের কথা আমার মনে পড়ে। সে সময় বাবা ভারতের ত্রয়োদশ রাষ্ট্রপতি ছিলেন। ভিন্ন রাজনৈতিক মতাদর্শের অনুসারী হওয়া সত্ত্বেও তাঁদের মধ্যে চমৎকার একটা সুসম্পর্ক ছিল, যা সম্ভবত প্রকৃত গণতন্ত্রেরই এক অনন্য বৈশিষ্ট্য।

নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পর মোদীজি রাষ্ট্রপতি ভবনে বাবার সাথে দেখা করতে আসেন। আলোচনার সময় বাবা মোদীজির কাছে জানতে চান নির্বাচন নিয়ে তাঁর বিশ্লেষণ কী। তিনি উত্তরে বলেন, তিন দশক পর কোনো রাজনৈতিক দল একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেছে। এরপর বাবা তাঁর স্বভাবসুলভ অধ্যাপকোচিত ভঙ্গিতে প্রশ্ন করেন, 'আর কী?' মোদীজি যখন চুপ থাকেন, তখন বাবা উল্লেখ করেন যে, লোকসভা নির্বাচনের ইতিহাসে ২০১৪ সাল ছিল এক অনন্য ঘটনা। কারণ সেইসময় প্রধানমন্ত্রী পদের প্রার্থী হিসেবে আগেই এক নতুন মুখকে ঘোষণা করা হয়েছিল। বিজেপিকে দেওয়া জনগণের বিপুল রায় কেবল দলের প্রতিই ছিল না, বরং তা ছিল ভারতের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নরেন্দ্র মোদীর প্রতি জনগণের সরাসরি রায়। অন্যান্য নির্বাচনের ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রীর মুখটি কেবল অনুমান করা হয়, কিন্তু আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করা হয় না; অথবা প্রথা অনুযায়ী নবনির্বাচিত সাংসদরা তাঁকে বেছে নেন; কিংবা জোট রাজনীতির সমীকরণের ওপর ভিত্তি করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। অর্থাৎ পুরো প্রক্রিয়াটিই নির্বাচনের পরে সম্পন্ন করা হয়। মোদীজির পূর্বসূরি ড. মনমোহন সিং, যিনি কখনোই গণনেতা ছিলেন না, তাঁকে তৎকালীন কংগ্রেস সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধী মনোনীত করেছিলেন। ভারতের দু'জন প্রধানমন্ত্রী- পি ভি নরসিমা রাও এবং দেবেগৌড়াপ্রধানমন্ত্রী হওয়ার সময় সংসদের সদস্যও ছিলেন না। সহজ কথায়, তখন প্রবীণ রাজনীতিবিদরাই প্রধানমন্ত্রী নির্বাচন করতেন। ২০১৪ সাল ছিল ভারতীয় রাজনীতির নির্বাচনী সমীকরণে এক আমূল পরিবর্তনের সময়, যখন দেশের মানুষ প্রায় 'প্রেসিডেন্সিয়াল ইলেকশন' বা রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের ধাঁচে নরেন্দ্র মোদীকেই তাঁদের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে স্পষ্টভাবে ও দ্ব্যর্থহীনভাবে বেছে নিয়েছিলেন। এটিও উল্লেখযোগ্য যে, ২০১৪ সালের আগে নরেন্দ্র মোদী 'জাতীয়' রাজনীতিতে ছিলেন নতুনমুখ। গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে দীর্ঘ কার্যকালে তিনি নিজের একটা বিশেষ ভাবমূর্তি গড়ে তুলেছিলেন এবং নিজের ছাপ রেখেছিলেন ঠিকই, কিন্তু ২০১৪ সালটিই ছিল তাঁর প্রথম লোকসভা নির্বাচন। একজন নবনির্বাচিত সাংসদ হিসেবে জীবনের প্রথমবারই ভারতের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে সংসদ ভবনে প্রবেশ করার ঘটনাটি ছিল অভূতপূর্ব। (পুরানো) সংসদ ভবনের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে তাঁর 'প্রণাম' করার বিষয়টি ছিল অত্যন্ত আবেগঘন এক মুহূর্ত, যা কোটি কোটি ভারতবাসীর হৃদয় স্পর্শ করেছিল।

নির্বাচনে জয়লাভকরার বিষয়টি কখনোই কোনো একটি নির্দিষ্ট কারণের ওপর নির্ভর করে না; বরং এটি বহুবিধ বিষয় জড়িত থাকার মতো একটি জটিল প্রক্রিয়া। বিজেপির তৃণমূল স্তরের শক্তিশালী সংগঠন, বিভিন্ন জাতি ও সম্প্রদায়ের মানুষের কাছে নিরন্তর পৌঁছানোর কৌশল এবং নিজেদের ভুল দ্রুত শনাক্ত করে তা অবিলম্বে সংশোধনের মানসিকতা- এসবই দলটিকে এমন এক অপ্রতিরোধ্য নির্বাচনী শক্তিতে পরিণত করেছে, যা বর্তমানে অজেয় বলে মনে হয়। তবে এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, নরেন্দ্র মোদীই সম্ভবত বিজেপির সবচেয়ে বড় তুরুপের তাস। মানুষ তাঁর মধ্যে এমন এক বলিষ্ঠ নেতাকে দেখতে পান, যিনি কোনো বংশানুক্রমিক উত্তরাধিকারের সুবিধা বা পারিবারিক আধিপত্যবাদী আঞ্চলিক দলগুলোর কঠোর নিয়ন্ত্রণ ছাড়াই শুধুমাত্র নিজের যোগ্যতা ও কঠোর পরিশ্রমের জোরেতৃণমূল থেকে উঠে এসেছেন। এক অর্থে, নরেন্দ্র মোদী যেন বিজেপির সমার্থক হয়ে উঠেছেন। সদ্য সমাপ্ত বিধানসভা নির্বাচন নিয়ে বাংলার বন্ধুদের সাথে আমার কিছু কথোপকথনের কথা এখানে বলি। আমার নিজের আত্মীয়রা এখনও কট্টর কংগ্রেস সমর্থক এবং বাংলায় কংগ্রেসের প্রাপ্ত সেই সামান্য ২.৯ শতাংশ ভোট শেয়ারের পেছনে তাঁদেরও অবদান ছিল। অথচ আমার অধিকাংশ বন্ধু ও পরিচিতজন ভোট দিয়েছিলেন বিজেপিকে। নির্বাচনের আগে আমি তাঁদের জিজ্ঞেস করতাম, তাঁরা কোন দলকে ভোট দেবেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই উত্তর আসত- তাঁরা 'মোদী'কে ভোট দেবেন। আমি তাঁদের মনে করিয়ে দিতাম যে, এটি বিধানসভা নির্বাচন এবং মোদীজি নিজে তো আর নির্বাচনে লড়ছেন না। জবাবে তাঁরা সবসময়ই বলতেন- 'ওই একই ব্যাপার'।

নরেন্দ্র মোদীজি কেবল দেশের দীর্ঘতম সময় ধরে দায়িত্ব পালনকারী নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রীই নন, বরং স্বাধীনতার পর থেকে এ পর্যন্ত দেখা অন্যতম শক্তিশালী প্রধানমন্ত্রীও বটে। টিকে থাকার জন্য জোটের ওপর নির্ভরশীল সরকারের নানা অনিশ্চয়তা বা প্রায়শই দেখা দেওয়া ব্ল্যাকমেলিংয়ের কৌশলের কাছে নতি স্বীকার না করেও তিনি একটি শক্তিশালী ও স্থিতিশীল সরকার উপহার দিতে সক্ষম হয়েছেন। তাঁর অনেক নীতি বা কর্মপদ্ধতি নিয়ে কারও দ্বিমত থাকতেই পারে- গণতন্ত্রে যা অত্যন্ত স্বাভাবিক। কিন্তু তাঁর ব্যক্তিত্বের আকর্ষণ এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষী ভারতের কাছে অনুপ্রেরণার উৎস হিসেবে ভারতীয় ভোটারদের সাথে তাঁর যে নিবিড় সংযোগ রয়েছে, তা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই। ২০১৯ এবং ২০২৪ সালের নির্বাচনে এর প্রতিফলন ঘটেছে। নরেন্দ্র মোদীকে আপনি পছন্দ করুন বা অপছন্দ, 'ব্র্যান্ড মোদী'-কে কোনোভাবেই উপেক্ষা করতে পারবেন না। বিপুল ক্ষমতার সাথে আসে আরও বড় দায়িত্ব। একজন সাধারণ নাগরিক হিসেবে আমি প্রার্থনা করি, জনগণ তাঁকে যে বিপুল ম্যান্ডেট বা জনরায় সরাসরি প্রদান করেছে, তিনি যেন তার প্রতি পূর্ণ সুবিচার করেন এবং আমাদের দেশকে আরও উচ্চতর শিখরে নিয়ে যান।

(লেখক একজন কলামিস্ট এবং 'প্রণব মাই ফাদার: এ ডটার রিমেম্বারস' বইটির রচয়িতা। বর্তমানে তিনি 'প্রণব মুখার্জি লিগ্যাসি ফাউন্ডেশন' পরিচালনা করছেন।)

বিকশিত ভারত ২০৪৭ লক্ষ্য সামনে রেখে এমএসএমই-তে বৈপ্লবিক পরিবর্তন হচ্ছে

শ্রীমতী শোভা করন্দলাজে

এক দশক আগে যেকোনো সরকারি জেলা অফিসে ঢুকলে পরিচিত দৃশ্যই চোখে পড়ত- কাগজের ফাইলের স্তূপ, ব্যস্ত কেরানি এবং উদ্যোক্তারা একটি নিবন্ধন সনদ বা অর্থ পরিশোধ সংক্রান্ত বিরোধের শুনানির জন্য দিন, এমনকি সপ্তাহ ধরে অপেক্ষা করছেন। আজ, দেশের যেকোনো প্রান্তের একজন কারিগর তার ফোন থেকেই মিনিটের মধ্যে নিজের প্রতিষ্ঠান নিবন্ধন করতে পারেন, একটি জাতীয় মার্কেটপ্লেসে তার পণ্য তালিকাভুক্ত করতে পারেন এবং নিজের ওয়ার্কশপ না ছেড়েই বকেয়া আদায়ের জন্য তাগাদা দিতে পারেন। এটি কোনো সামান্য প্রশাসনিক উন্নয়ন নয়, বরং একটি কাঠামোগত রূপান্তর।

ভারতের ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি শিল্পোদ্যোগগুলো জাতীয় হিসাবের পাতায় সামান্য স্থান পায় না। ২০২৬ সালের এমএসএমই দিবসে এদের প্রকৃত ব্যাপ্তি নিয়ে ভাবাটা যুক্তিযুক্ত, কারণ এরা জিডিপিতে প্রায় ৩১.১ শতাংশ ,উৎপাদন খাতের ৩৫ শতাংশেরও বেশি অবদান রাখে, মোট রপ্তানির প্রায় ৪৮.৫৮ শতাংশ যা প্রায় ৩৮ কোটি কর্মীকে কর্মসংস্থান দেয়, যা বিশ্বের বেশিরভাগ দেশের জনসংখ্যার চেয়েও বেশি। তবুও কয়েক দশক ধরে, এই শিল্পোদ্যোগগুলো প্রাতিষ্ঠানিক অর্থায়নের অভাবে, বৃহৎ ক্রয় বাজার থেকে বিচ্ছিন্ন থেকে এবং এমন এক নিয়মকানুনের গোলকধাঁধায় পরিচালিত হয়েছে যা ছোটদের চেয়ে বড়দেরই বেশি সুবিধা দিয়েছে। ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগের (এমএসএমই) যাত্রাপথের প্রতিটি নির্দিষ্ট প্রতিবন্ধকতাকে লক্ষ্য করে নির্মিত একগুচ্ছ ডিজিটাল পোর্টালের আবির্ভাবে এই পরিবর্তন সুস্পষ্ট। এটি নীরবে রাজ্য এবং তার ক্ষুদ্রতম উদ্যোক্তাদের মধ্যকার সম্পর্ককে নতুন রূপ দিচ্ছে। প্রথম এবং সবচেয়ে মৌলিক বাধাটি ছিল যে, আনুষ্ঠানিক নিবন্ধন ছাড়া কোনো প্রতিষ্ঠান সরকারি প্রকল্প, ব্যাংক ঋণ বা সরকারি চুক্তি পেত না। উদ্যম পোর্টালের মাধ্যমে কাগজবিহীন, আধার-প্রমাণিত এবং স্ব-ঘোষণা-ভিত্তিক নিবন্ধন একটি বহু-ধাপের জটিলতাকে একটিমাত্র অনলাইন সেশনে কমিয়ে এনেছে। আজ, এই পোর্টালের মাধ্যমে ৮.৭ কোটি প্রতিষ্ঠান আনুষ্ঠানিক অর্থনীতিতে যুক্ত হয়েছে, যা উদীয়মান বাজারের ইতিহাসে খুব কম নজিরবিহীন একটি আনুষ্ঠানিকীকরণের ঢেউ তুলেছে। তবুও, "অন্তর্ভুক্তি ছাড়া আনুষ্ঠানিকীকরণ" সবচেয়ে দুর্বলদের পিছিয়ে পড়ার ঝুঁকি তৈরি করে। তাই, উদ্যম অ্যাসিস্ট প্ল্যাটফর্মটি এমন সব অপ্রাতিষ্ঠানিক ক্ষুদ্র উদ্যোগের জন্য তৈরি করা হয়েছিল, যাদের নিবন্ধনের জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ছিল না। অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২৫-২৬ অনুসারে, এই প্ল্যাটফর্মটি ৩.২৮ কোটি এমন উদ্যোগকে অন্তর্ভুক্ত করেছে, যার ফলে রাষ্ট্রীয় সহায়তার পরিধি এমন সব ব্যবসা পর্যন্ত পৌঁছেছে, যেগুলো আগে কখনও কোনো সরকারি রেজিস্টারে তালিকাভুক্ত ছিল না। জেম মার্কেটের মাধ্যমে একটি সমতল প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র প্রাপ্তি

ঐতিহাসিকভাবে, ক্রেতাদের কাছে পৌঁছানোর পথ ভৌগোলিক অবস্থান, যোগাযোগ এবং ক্রয় সংক্রান্ত আমলাতান্ত্রিক জটিলতা সামলানোর ক্ষমতার দ্বারা সীমাবদ্ধ ছিল। গভর্নমেন্ট ই-মার্কেটপ্লেস অর্থাৎ জেম সরকারি ক্রয় ব্যবস্থার কাঠামো বদলে দিয়েছে।

একটি স্বচ্ছ প্ল্যাটফর্ম তৈরির মাধ্যমে, যেখানে যেকোনো নিবন্ধিত ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প সরকারি দপ্তর এবং সরকারি খাতের উদ্যোগগুলিতে পণ্য সরবরাহ করতে পারে, জেম কার্যকরভাবে ক্রয় ব্যবস্থাকে গণতান্ত্রিক করেছে।বর্তমানে, এই প্ল্যাটফর্মে ১১.১৪ লক্ষেরও বেশি এমএসএমই বিক্রেতা নিবন্ধিত আছেন (যার মধ্যে ২.০৩ লক্ষ নারী-মালিকানাধীন এবং ৬১,০০০ তফসিলি জাতি/উপজাতি- মালিকানাধীন)। জেম"এর মাধ্যমে মোট সংগ্রহের পরিমাণ ১৮.৪০ লক্ষ কোটি টাকা অতিক্রম করেছে, যা কেবল লেনদেনই নয়, বরং সুরক্ষিত জীবিকা, সুস্থায়ী ব্যবসা এবং বৈচিত্র্যময় সরবরাহ শৃঙ্খলেরও পরিচায়ক। এমএসএমই সংস্কারের মূল ভিত্তি,নগদ অর্থের প্রবাহের প্রাণশক্তি। বিলম্বে অর্থ পরিশোধ এবং বড় ক্রেতাদের ৬০, ৯০, এমনকি ১৮০ দিন পর্যন্ত এমএসএমই-এর চালান আটকে রাখার দীর্ঘস্থায়ী সমস্যা ঐতিহাসিকভাবে ক্ষুদ্র উদ্যোগগুলোকে ব্যয়বহুল অনানুষ্ঠানিক ঋণের দিকে ঠেলে দিয়েছে। ট্রেডস প্ল্যাটফর্ম (ট্রেড রিসিভেবলস ডিসকাউন্টিং সিস্টেম) এর একটি কাঠামোগত সমাধান প্রদান করে এবং এমএসএমই-গুলো এখন একটি ডিজিটাল মার্কেটপ্লেসে চালান আপলোড করতে পারে, যেখানে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো সেগুলো ডিসকাউন্ট করার জন্য বিড করে, যার ফলে তাৎক্ষণিকভাবে কার্যকরী মূলধন মুক্ত হয়। ট্রেডসএর মাধ্যমে ২০২১-২০২৬ সালের মধ্যে ৮.৩৫ লক্ষ কোটি টাকার ইনভয়েস ডিসকাউন্ট করা হয়েছে। এই প্রতিষ্ঠানগুলো কর্মীদের বেতন দিতে ব্যর্থ হয়নি, মহাজনের দ্বারস্থ হয়নি এবং কোনো বড় ক্রেতার অর্থ পরিশোধে বিলম্বের কারণে বন্ধও হয়ে যায়নি। অভিযোগ এবং ন্যায়বিচার এমনকি সেরা পরিকল্পিত ব্যবস্থাতেও সমস্যা তৈরি হয়। এমএসএমই চ্যাম্পিয়নস পোর্টাল একটি প্রযুক্তি- সক্ষম মাধ্যম হিসেবে কাজ করে, যেখানে উদ্যোক্তারা নির্দেশনা চাইতে, উদ্বেগ জানাতে এবং বিভিন্ন প্রকল্পের তথ্য পেতে পারেন। ২০২৬ সালের ২৪শে জুন পর্যন্ত, এটি ১,৮৫,২৫৩টি অভিযোগের সমাধান করেছে, যা প্রাপ্ত মোট অভিযোগের ৯৯.৬৬ শতাংশ।

এমএসএমই সমাধান পোর্টালটি ক্ষুদ্র সরবরাহকারীদের দীর্ঘদিন ধরে জর্জরিত করে আসা অর্থ পরিশোধ না করার সংস্কৃতির মতো একটি সুনির্দিষ্ট অবিচারকে লক্ষ্য করে। সমাধান পোর্টালের পরিপূরক হিসেবে রয়েছে এমএসএমই অনলাইন বিরোধ নিষ্পত্তি (ওডিআর) পোর্টাল, যা ডিজিটাল ন্যায়বিচারের ধারণাকে আরও এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে যায়। অনলাইন মধ্যস্থতা ও সালিশের মাধ্যমে বাণিজ্যিক বিরোধ নিষ্পত্তিতে এম এস এমই-দের সক্ষম করে তোলার মাধ্যমে ওডিআর পোর্টালটি ভারতের ক্ষুদ্রতম ব্যবসাগুলোর জন্য ন্যায়বিচারের সুযোগ প্রসারিত করেছে।

এই এমএসএমই দিবসটি শুধু একটি উদযাপনই নয়, বরং ডিজিটাল যাত্রার এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা, কারণ ভারত তার ডিজিটাল পরিকাঠামোকে আরও প্রসারিত করতে প্রস্তুত। পিএমইজিপি ২.০ পোর্টালটি আবেদন থেকে ভর্তুকি বিতরণ পর্যন্ত পুরো প্রক্রিয়াকে সহজ করে তুলছে, অন্যদিকে এম এস এমই সমাধান ২.০ বকেয়া পরিশোধের প্রক্রিয়াকে আরও ত্বরান্বিত করছে এবং এমএসএমই গ্লোবাল মার্ট ২.০ বি.টু.বি ও বি.টু.সি উভয় ধরনের বাণিজ্যের জন্য ওএনডিসি ইকোসিস্টেমের সাথে সমন্বিত একটি সরকার-সমর্থিত মার্কেটপ্লেস হিসেবে কাজ করছে, যা ভারতের ক্ষুদ্র ব্যবসাগুলোকে বিশ্বমঞ্চে নিয়ে আসছে। আমরা যখন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) এবং ডিজিটাল প্রযুক্তিকে গ্রহণ করছি, তখন এই রূপান্তরের যাত্রায় কোনো উদ্যোক্তাই যেন পিছিয়ে না থাকে, সেই সংকল্প অটল রয়েছে। বৃহত্তর প্রেক্ষাপট এই পোর্টালগুলো বিচ্ছিন্নভাবে কাজ করে না, বরং সম্মিলিতভাবে এগুলো একটি আন্তঃকার্যকরী ডিজিটাল বাস্তুতন্ত্র গঠন করে, যা নিয়মকানুন পালনের বোঝা কমায়, ডেটাবেসকে একীভূত করে এবং প্রতিষ্ঠান ও রাষ্ট্রের মধ্যে রিয়েল-টাইম তথ্য বিনিময় সক্ষম করে। এগুলো কেবল সুবিধাই আনেনি, বরং ঐতিহাসিকভাবে বৃহৎ, শহুরে এবং সুসংযুক্তদের অর্জিত কাঠামোগত সুবিধাগুলোকেও বিলুপ্ত করেছে।

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর 'বিকশিত ভারত ২০৪৭' রূপকল্পের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে এমএসএমই খাত। "সবকা সাথ, সবকা বিকাশ" শুধু একটি স্লোগান নয়, বরং একটি পরিচালন নীতি। এমএসএমই-তে ব্যাংক ঋণ ০১.০৪.২০১৪ তারিখের ১০.৪০ লক্ষ কোটি টাকা থেকে ৩১.১২.২০২৫ তারিখে ৩৬.৭৯ লক্ষ কোটি টাকায় উন্নীত হয়েছে, যা বারো বছরে ২৬৮ শতাংশ বৃদ্ধি এবং বৃহৎ উদ্যোগের ঋণ বৃদ্ধিকেও ছাড়িয়ে গেছে। সুতরাং, ডিজিটাল এমএসএমই পরিকাঠামো হলো সবচেয়ে বাস্তব অর্থে সেই প্রতিশ্রুতির পরিকাঠামো।

এমএসএমই-তেই অধিকাংশ নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে, গ্রামীণ শিল্পায়নের ভিত্তি স্থাপিত হবে এবং অনানুষ্ঠানিক থেকে আনুষ্ঠানিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে চূড়ান্ত রূপান্তর সম্পন্ন করতে হবে। তাই, এদের ঘিরে যে ডিজিটাল পরিকাঠামো গড়ে উঠছে, তা-ই হলো বিকশিত ভারতের মূল সংযোগকারী সূত্র এবং অনলাইনে প্রতিটি নিবন্ধন, প্রতিটি অর্থায়নকৃত চালান, প্রতিটি বিরোধ নিষ্পত্তি হলো ২০৪৭ সালের বিকশিত ভারতের দিকে এক অপরিবর্তনীয় ও দূরদর্শী পদক্ষেপ। লক্ষ লক্ষ ক্ষুদ্র উদ্যোগকে বাজার, অর্থায়ন এবং শাসনের সাথে সংযুক্তকারী পোর্টালগুলি কেবল ডিজিটাল সুবিধা নয়। এগুলি হলো এমন এক ভারতের জন্য, যেখানে কোনো উদ্যোক্তাই পিছিয়ে থাকবে না, আর সেই ভারতের স্বপ্নকে সত্যি করতে এগুলি হলো তিলে তিলে গড়ে ওঠা এক আকাঙ্ক্ষার স্থাপত্য।

(লেখক : কেন্দ্রীয় ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি শিল্প এবং শ্রম ও কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী)

মাই ভারত মাদকের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচার রোধে আন্তর্জাতিক দিবস উপলক্ষে জাতীয় নেশা মুক্ত কুইজ প্রতিযোগিতা চালু করবে

নতুন দিল্লি, ২৭ জুন ২০২৬।। দেশ জুড়ে বিকশিত ভারতের লক্ষ্যে নেশা মুক্ত যুব সম্প্রদায় গড়ে তুলতে মাদকের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচার রোধে আন্তর্জাতিক দিবস উপলক্ষে কেন্দ্রীয় যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া মন্ত্রক মাই ভারত পোর্টালে জাতীয় নেশা মুক্ত কুইজ ২৬ জুন শুরু করবে। প্রতিযোগিতা চলবে ১৫ জুলাই পর্যন্ত। স্বাস্থ্যকর জীবনশৈলীর লক্ষ্যে যুব সম্প্রদায়ের মধ্যে মাদকের ক্ষতিকারক প্রভাব সম্পর্কে সচেতনতা গড়ে তুলতে এই কুইজ প্রতিযোগিতার আয়োজন।

ডিজিটাল মাধ্যমে অংশ নিয়ে মাদক প্রতিরোধে নেশা মুক্ত ভারত গঠনের লক্ষ্যে সংঘবদ্ধ সচেতনতা গড়ে তোলাই এর লক্ষ্য। সেই সঙ্গে স্বাস্থ্য ও সামাজিক ক্ষেত্রে এর প্রভাবকে তুলে ধরাও উদ্দেশ্য। কুইজ প্রতিযোগিতায় জয়ীরা এই অভিযানে অংশগ্রহণকারীর বিশেষ স্বীকৃতি পাবেন।

বিকশিত ভারত ২০৪৭-এর লক্ষ্য পূরণে দেশ জুড়ে যুব সম্প্রদায়কে অনুপ্রাণিত করতে মন্ত্রকের পক্ষ থেকে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তৃণমূল স্তরে অংশগ্রহণকে এর মাধ্যমে সুনিশ্চিত করা হবে।

এই অভিযানে সৃষ্টিশীল নানা চিন্তা ভাবনা নিয়ে যাতে যুবসম্প্রদায় অংশগ্রহণ করতে পারেন সেই লক্ষ্যে মন্ত্রক মাই ভারত পোর্টালে ২৬ জুন থেকে ৬ জুলাই ২০২৬ পর্যন্ত নেশামুক্ত অ্যান্থেম প্রতিযোগিতার আয়োজন করছে। মাদক মুক্ত ভারত গড়ে তোলার বার্তা ছড়িয়ে দিতে এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারীরা তাঁদের নানা সৃষ্টিশীল ধারণা, বিষয় এবং শ্লোগান তুলে ধরতে পারবেন।

মাই ভারত পোর্টালের মাধ্যমে জমা পড়া তাঁদের নানা সৃষ্টিশীল ভাবনা সাংস্কৃতিক এবং সঙ্গীত জগতের খ্যাতনামা ব্যক্তিদের নিয়ে গঠিত জাতীয় বিচারকমণ্ডলী মূল্যায়ন করবেন। নির্বাচিত অ্যান্থেমটিকে সরকারিভাবে নেশা মুক্তি অ্যান্থেম হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে প্রচারাভিযানের কাজে লাগানো হবে। নির্বাচিতরা জাতীয় প্রচারাভিযানে অংশগ্রহণের বিশেষ স্বীকৃতি পাবেন। কুইজ প্রতিযোগিতার পাশাপাশি অন্য নানা প্রতিযোগিতামূলক বিভাগে লোকসংগীত, মূকাভিনয়, স্বল্পদৈর্ঘ্যের চলচ্চিত্র ও রিল প্রতিযোগিতা, চিত্রাঙ্কন, বিতর্ক এবং স্লোগান লেখারও সংস্থান থাকছে। ১৩ জুলাই থেকে ২৩ জুলাই পর্যন্ত তা চলবে। সর্বস্তরে সচেতনতা ছড়িয়ে দিতে ধারাবাহিক প্রচারাভিযানের অঙ্গ হিসেবে নেশা মুক্ত ভারত শপথ, ইউথ ক্লাব,

ফিট ইন্ডিয়া মুভমেন্ট-এর আওতায় ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, বিশেষজ্ঞের মত বিনিময়, পরামর্শ প্রদান, অধিবেশন ছাড়াও সামাজিক মাধ্যমে প্রচারাভিযানও চলবে। নতুন দিল্লিতে ১৪ আগস্ট জাতীয় নেশা মুক্তি যুব সম্মেলন শেষ হবে। এতে দেশের নানা প্রান্ত থেকে খ্যাতনামা ব্যক্তিরা যোগ দেবেন। যুব সম্প্রদায়কে অনুরোধ করা হচ্ছে তাদের নাম মাই ভারত পোর্টাল (https// mybharatƒgovƒin/) -এ নথিভুক্ত করে জাতীয় নেশা মুক্তি কুইজ এবং নেশা মুক্তি অ্যান্থেম তৈরির কাজে যোগ দিতে।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

ত্রিপুরা স্টেট কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের বার্ষিক সাধারণ সভায় অর্থমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায় ও মন্ত্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া। ছবি নিজস্ব।

প্রধানমন্ত্রীর দূরদর্শিতার ফলেই উত্তরপ্রদেশে মোবাইল উৎপাদনে বিপ্লব: যোগী আদিত্যনাথ

গৌতম বুদ্ধ নগর, ২৭ জুন (আইএএনএস): উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ শনিবার বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর দূরদর্শী নেতৃত্বের ফলেই রাজ্য আজ মোবাইল ফোন উৎপাদনের অন্যতম প্রধান কেন্দ্র হিসেবে উঠে এসেছে।

গৌতম বুদ্ধ নগরে একটি সৌরবিদ্যুৎ প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি শিল্পোন্নয়নে কেন্দ্রীয় সরকারের সহযোগিতার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

যোগী আদিত্যনাথ বলেন, ''উত্তরপ্রদেশে একটি বৃহৎ শিল্পনগর গড়ে তুলতে কানপুর ও ঝাঁসির মধ্যে ৫৬ হাজার একর জমিতে নতুন শিল্প করিডর গড়ে তোলা হচ্ছে। এই প্রকল্পের পরিবেশগত ছাড়পত্রের প্রস্তাব কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পাঠানোর পর কেন্দ্রীয় পরিবেশমন্ত্রী ভূপেন্দ্র যাদব নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই সমস্ত আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করে অনুমোদন দেন।''

তিনি বর্তমান সরকারের আমলের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির সঙ্গে অতীতের তুলনা টেনে বলেন, ''শক্তিশালী আইনশৃঙ্খলার কারণেই আজ জেওয়ার 'জঙ্গলরাজ' থেকে 'মঙ্গলরাজ'-এ পরিণত হয়েছে।''

মুখ্যমন্ত্রীর দাবি, উন্নত আইনশৃঙ্খলা, বিভিন্ন শিল্পখাতের জন্য পৃথক নীতি এবং ৭৫ হাজার একরের ল্যান্ড ব্যাঙ্কের ফলে উত্তরপ্রদেশ এখন দেশ-বিদেশের বিনিয়োগকারীদের আকৃষ্ট করছে।

সবুজ শক্তি প্রসঙ্গে যোগী বলেন, গত নয় বছরে রাজ্যে নবায়নযোগ্য শক্তির প্রসারে উল্লেখযোগ্য কাজ হয়েছে। বর্তমানে ৬,০০০ মেগাওয়াট নবায়নযোগ্য বিদ্যুৎ উৎপাদন হচ্ছে এবং আগামী তিন বছরের মধ্যে তা বাড়িয়ে ২০,০০০ মেগাওয়াটে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে।

তিনি জানান, সৌরশক্তির পাশাপাশি কৃষিজ অবশিষ্টাংশ থেকে সিএনজি, ইথানল ও কমপ্রেসড বায়োগ্যাস উৎপাদনের ওপরও জোর দেওয়া হচ্ছে, যাতে খড় পোড়ানোর প্রবণতা কমানো যায়।

ইথানল উৎপাদনের ক্ষেত্রে উত্তরপ্রদেশের সাফল্যের কথাও তুলে ধরে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ইথানল নীতি কার্যকর হওয়ার পর রাজ্য দেশের মোট ইথানল উৎপাদনের ৫৫ শতাংশের জোগান দিচ্ছে। এর ফলে রাজ্যের চিনিকলগুলিও আর্থিকভাবে স্বনির্ভর হয়েছে এবং কার্যত দেউলিয়া অবস্থা থেকে বেরিয়ে এসেছে।

তিনি আরও জানান, গত নয় বছরে আখচাষিদের বকেয়া পরিশোধের জন্য উত্তরপ্রদেশ সরকার সরাসরি তাঁদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে মোট ৩.২২ লক্ষ কোটি টাকা স্থানান্তর করেছে।

গাজা ইস্যুতে সনিয়া গান্ধীর সমালোচনার জবাবে এনডিএ: 'ওঁর কাছ থেকে শংসাপত্রের প্রয়োজন নেই'

নয়াদিল্লি, ২৭ জুন (আইএএনএস): গাজা সংঘাত নিয়ে কেন্দ্রের অবস্থানকে প্রশ্ন তুলে কংগ্রেস সংসদীয় দলের চেয়ারপার্সন সনিয়া গান্ধীর মন্তব্যের কড়া জবাব দিলেন এনডিএ নেতারা। তাঁদের দাবি, ভারত সব দেশের স্বার্থ বিবেচনা করে এবং বিশ্বশান্তির পক্ষে অবস্থান নিয়েছে। এ বিষয়ে সনিয়া গান্ধীর কাছ থেকে কোনও 'শংসাপত্রের' প্রয়োজন নেই।

একটি মতামতধর্মী প্রবন্ধে সনিয়া গান্ধী অভিযোগ করেন, গাজা পরিস্থিতি নিয়ে মোদী সরকারের 'নীরবতা' ও 'নিষ্ক্রিয়তা' শুধু নৈতিক দিক থেকেই নয়, জাতীয় স্বার্থের দৃষ্টিতেও ব্যাখ্যাতীত।

এ প্রসঙ্গে বিজেপি নেতা টি.আর. শ্রীনিবাস আইএএনএস-কে বলেন, ''সনিয়া গান্ধী বিষয়টিকে সংকীর্ণ তুষ্টিকরণের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখছেন। তিনি শুধু মুসলিমদের কথাই বলছেন। কিন্তু আমরা গোটা বিশ্বের কথা বলি। আমরা বিশ্বশান্তি, হিংসা বন্ধ এবং আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধানের পক্ষে।''

তিনি আরও বলেন, ''একটি পক্ষকে দোষারোপ করে লাভ নেই। শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য সকলেরই সম্মিলিত দায়িত্ব রয়েছে। বহুমেরু বিশ্বের বাস্তবতায় এটাই ভারতের অবস্থান।''

বিজেপি নেতা মনমিত সিং বলেন, ''সনিয়া গান্ধী বরাবরই বিভাজনের রাজনীতি করেছেন। ইন্দিরা গান্ধী, জওহরলাল নেহরু থেকে রাজীব গান্ধী কংগ্রেসের নেতৃত্ব বরাবরই বিভাজনের রাজনীতি করেছে।''

শিবসেনা মুখপাত্র শায়না এনসি বলেন, ''সম্ভবত সনিয়া গান্ধী জানেন না যে বিদেশ মন্ত্রক দুই পক্ষের মধ্যে শান্তি বজায় রাখতে কূটনৈতিক স্তরে নিয়মিত উদ্যোগ নিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী গাজায় মানবিক সহায়তাও পাঠিয়েছেন। ভারত সবসময়ই কূটনৈতিক সম্পর্কের মাধ্যমে গঠনমূলক ভূমিকা পালন করেছে।''

জেডি(ইউ)-এর নেতা নীরজ কুমার বলেন, ''ভারত বরাবরই ফিলিস্তিনকে সমর্থন করেছে। এ বিষয়ে সনিয়া গান্ধীর কাছ থেকে আমাদের কোনও শংসাপত্রের প্রয়োজন নেই।''

তিনি আরও বলেন, ''ভারতের বিদেশনীতি নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই সর্বদলীয় ঐকমত্য রয়েছে।''

অন্যদিকে, কংগ্রেস নেতা পবন খেরা বলেন, ''সনিয়া গান্ধী অত্যন্ত ভারাক্রান্ত মন নিয়ে এই প্রবন্ধ লিখেছেন। এই সরকার ফিলিস্তিন প্রশ্নে ভারতের ঐতিহ্যগত অবস্থান থেকে সরে এসেছে। গাজায় নিরীহ শিশুদের হত্যার ঘটনায় প্রধানমন্ত্রী এখনও প্রকাশ্যে নিন্দা জানাননি।''

ভোটব্যাঙ্ক রাজনীতির অভিযোগের জবাবে খেরা বলেন, ''মানবিক মূল্যবোধের কথা বলা কি ভোটের রাজনীতি? গাজার দৃশ্য দেখে হিন্দুরাও ব্যথিত হয়েছেন। একজন হিন্দুর হৃদয়ও সহানুভূতিতে পূর্ণ। বিজেপি যদি এটাকে ভোটব্যাঙ্কের রাজনীতি বলে, তাহলে এর চেয়ে লজ্জাজনক ও অযৌক্তিক মন্তব্য আর হতে পারে না।''

তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ সৌগত রায়ও সনিয়া গান্ধীর বক্তব্যকে সমর্থন করে বলেন, ''আমেরিকা ও ইজরায়েল যখন ইরানের বিরুদ্ধে হামলা চালিয়েছিল, তখনও ভারত নীরব ছিল। গাজায় নিরীহ শিশুদের মৃত্যু হয়েছে, সেই ঘটনায় সরকারের আরও জোরালো অবস্থান নেওয়া উচিত ছিল।''

পরিবেশ রক্ষায় জনঅংশগ্রহণ অপরিহার্য, উন্নত ভারত গড়তে চাই উন্নয়ন ও প্রকৃতির ভারসাম্য: জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া

ভোপাল, ২৭ জুন (আইএএনএস): পরিবেশ সংরক্ষণকে জনআন্দোলনে পরিণত করার আহ্বান জানিয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া শনিবার বলেন, অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রেখেই উন্নত ভারত গড়ে তোলা সম্ভব।

মধ্যপ্রদেশের গুনা জেলার কুনো নদীর উৎসস্থলে 'জল গঙ্গা সংবর্ধন অভিযান — জন সংরক্ষণ কা জন আন্দোলন''-এর সূচনা অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন, জল, বন ও ভূমি সংরক্ষণে জনসাধারণের সক্রিয় অংশগ্রহণই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

সিন্ধিয়া বলেন, 'পরিবেশ সংরক্ষণ শুধু একটি কর্মসূচি নয়, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের প্রতি আমাদের দায়িত্ব। জল, বন ও ভূমি রক্ষা শুধুমাত্র মানুষের অংশগ্রহণের মাধ্যমেই সম্ভব। প্রতিটি নাগরিকের উচিত গাছ লাগানো এবং জলাশয় সংরক্ষণে সক্রিয় ভূমিকা নেওয়া।'

এই কর্মসূচির সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ''এক পেড় মা কে নাম'' উদ্যোগের আওতায় বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিও পালন করা হয়। এদিন গুনার কানজা গ্রামে সিন্ধিয়া ৭০০টি চারা রোপণ করেন। এই অভিযানের লক্ষ্য জল সংরক্ষণে জনসচেতনতা বৃদ্ধি এবং সবুজায়ন সম্প্রসারণ।

কেন্দ্রের পরিবেশ সংক্রান্ত উদ্যোগের উল্লেখ করে তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রীর বৃক্ষরোপণ অভিযান এখন দেশব্যাপী এক গণআন্দোলনে পরিণত হয়েছে। তবে শুধু গাছ লাগালেই হবে না, সেগুলির সুরক্ষা ও পরিচর্যাও নিশ্চিত করতে হবে।

অনুষ্ঠানে সিন্ধিয়া চিনেরা গ্রামে ১৭.৯৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্মিত একটি চেক ড্যামের উদ্বোধন করেন। তিনি বলেন, বৃষ্টির জল সংরক্ষণ এবং প্রাকৃতিক জলাশয় রক্ষা ভূগর্ভস্থ জলের স্তর উন্নত করতে ও গ্রামীণ এলাকায় জল নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। এছাড়া খুটিয়াওয়াদে ২০ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত ৪.৫ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন একটি সৌরবিদ্যুৎ কেন্দ্রেরও উদ্বোধন করেন তিনি। এই প্রকল্প থেকে বছরে প্রায় ৭৫ লক্ষ ইউনিট পরিচ্ছন্ন বিদ্যুৎ উৎপাদিত হবে, যা দেশের নবীকরণযোগ্য জ্বালানি উৎপাদন বাড়াতে সহায়ক হবে।

নবীকরণযোগ্য জ্বালানির গুরুত্ব তুলে ধরে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বলেন, পরিচ্ছন্ন জ্বালানি প্রকল্প জীবাশ্ম জ্বালানির ওপর নির্ভরতা কমানোর পাশাপাশি আত্মনির্ভর ভারতের লক্ষ্য পূরণেও সহায়তা করবে।

তিনি বলেন, 'সবুজায়ন বৃদ্ধি, জলসম্পদ সংরক্ষণ এবং নবীকরণযোগ্য জ্বালানির প্রসারই টেকসই উন্নয়নের ভিত্তি। উন্নয়ন ও পরিবেশ সংরক্ষণের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রেখেই উন্নত ভারত গড়ে তোলা সম্ভব।'

বিয়ে ভাঙার বদলে খুনের পথ বেছে নিয়েছিলেন বাগদত্তা! পুনে রিয়েলটর হত্যা মামলায় চাঞ্চল্যকর দাবি পুলিশের

পুনে, ২৭ জুন (আইএএনএস): পুনের রিয়েলটর কেতন আগরওয়ালের মৃত্যুর তদন্তে চাঞ্চল্যকর তথ্য সামনে এসেছে। পুলিশের দাবি, অভিযুক্ত সিয়া গোয়াল বিয়ে ভাঙার পরিবর্তে বাগদত্তাকে খুনের পথ বেছে নিয়েছিলেন, কারণ তিনি পারিবারিকভাবে ঠিক হওয়া বিয়ে ভাঙতে চাননি এবং পরিবারের মন ভাঙুক, সেটাও চাননি।

তদন্তকারী সূত্রের দাবি, জিজ্ঞাসাবাদের সময় সিয়া গোয়াল নাকি স্বীকার করেছেন যে, বিয়ে ভাঙার কথা পরিবারকে জানানোর চেয়ে কেতন আগরওয়ালকে সরিয়ে দেওয়াই তাঁর কাছে সহজ মনে হয়েছিল।

এই মামলায় সিয়া গোয়াল এবং সহ-অভিযুক্ত চেতন চৌধুরীর ভূমিকা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। পরিবারের সদস্যদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে এবং ডিজিটাল তথ্যপ্রমাণও পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে বলে জানা গিয়েছে।

পুলিশের দাবি, গত ১৮ জুন লোহাগড় দুর্গে একটি খাদে পড়ে কেতন আগরওয়ালের মৃত্যু হয়। তদন্তকারীদের অভিযোগ, নভেম্বরে নির্ধারিত বিয়ে এড়াতেই সিয়া গোয়াল এবং তাঁর কথিত প্রেমিক চেতন চৌধুরী পরিকল্পনা করে এই হত্যাকাণ্ড ঘটান।

পুনে গ্রামীণ পুলিশের সূত্রের দাবি, সিয়া গোয়াল জেরায় জানিয়েছেন, পরিবারের আবেগে আঘাত না করতেই তিনি বিয়ে ভাঙার সিদ্ধান্ত জানাননি।

তদন্তের অংশ হিসেবে পুনে ও লোনাভলা পুলিশ ছয়টি বিশেষ তদন্তকারী দল গঠন করেছে। সিয়ার বাবা-মাকে লোনাভলা সিটি থানায় জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। তাঁর ভাই সাহিল গোয়ালকেও দ্বিতীয় দফায় জেরা করা হয়েছে।

প্রায় ১০ ঘণ্টার জিজ্ঞাসাবাদে সাহিল জানিয়েছেন, তিনি চেতন চৌধুরীকে চিনতেন এবং তাঁর বোনের সঙ্গে চেতনের প্রথম পরিচয় হয়েছিল একটি ক্রিকেট ম্যাচে। পরে গত বছরের দীপাবলির সময় এক বন্ধুর পার্টিতে তাঁদের পুনরায় দেখা হয় এবং সেখান থেকেই ঘনিষ্ঠতা বাড়ে বলে তদন্তকারীদের দাবি।

পুলিশের দাবি, কল ডিটেল রেকর্ড (সিডিআর) অনুযায়ী, চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে সিয়া গোয়াল ও চেতন চৌধুরীর মধ্যে ২,০০০-রও বেশি বার ফোনে কথা হয়েছে, যার মোট সময় প্রায় ২৩৮ ঘণ্টা।

তবে সিয়ার বাবা-মা দাবি করেছেন, তাঁরা কখনও চেতন চৌধুরীর সঙ্গে দেখা বা কথা বলেননি। অন্যদিকে, সিয়ার আইনজীবীর বক্তব্য, চেতন কেবল তাঁর বন্ধু ছিলেন।

পুলিশ জানিয়েছে, দুই অভিযুক্তের মোবাইল ফোন থেকে মুছে ফেলা তথ্য পুনরুদ্ধারের চেষ্টা চলছে। তদন্তকারীদের বিশ্বাস, এই তথ্যপ্রমাণ থেকেই কথিত ষড়যন্ত্রের বিষয়ে আরও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য মিলতে পারে।

গুজরাতে কুরিয়ার-ভিত্তিক মাদকচক্রের তদন্তে আরও এমডি উদ্ধার, মোট বাজেয়াপ্ত ৭০১ গ্রাম

আমদাবাদ, ২৭ জুন (আইএএনএস): গুজরাতে কুরিয়ারের মাধ্যমে মাদক পাচারচক্রের তদন্তে আরও ৩২৯.৫৫ গ্রাম মেফেড্রোন (এমডি) উদ্ধার করেছে আমদাবাদ ক্রাইম ব্রাঞ্চ। এর ফলে এই মামলায় মোট উদ্ধার হওয়া সিন্থেটিক মাদকের পরিমাণ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৭০১.১০ গ্রাম, যার আনুমানিক বাজারমূল্য ৭০.১১ লক্ষ টাকা।

পুলিশ জানিয়েছে, গ্রেফতার অভিযুক্ত আসুরাম ওরফে অশোককুমার ভাদু (বিষ্ণোই) (৩২)-কে জিজ্ঞাসাবাদের সময় এই নতুন তথ্য সামনে আসে। রাজস্থানের বালোত্রা জেলার বাসিন্দা ওই ব্যক্তিকে এর আগে মাদকদ্রব্য ও মনঃপ্রভাবকারী পদার্থ আইন (এনডিপিএস)-এর ৮(সি), ২২(সি) এবং ২৯ ধারায় গ্রেফতার করা হয়েছিল।

গ্রেফতারের সময় তাঁর কাছ থেকে ৩৭১.৫৫ গ্রাম মেফেড্রোন উদ্ধার হয়, যার বাজারমূল্য প্রায় ৩৭.১৫ লক্ষ টাকা। এটি আইনের নিরিখে বাণিজ্যিক পরিমাণের মাদক।

পুলিশি হেফাজতে জিজ্ঞাসাবাদের সময় অভিযুক্ত জানান, ওঢাভ এলাকার এস.পি. রিং রোডের কাছে আদীনাথ নগরের যমুনা পার্ক সোসাইটিতে ভাড়া বাড়িতে থাকতেন তিনি। সেই তথ্যের ভিত্তিতে পুলিশ সেখানে তল্লাশি চালিয়ে আরও ৩২৯.৫৫ গ্রাম মেফেড্রোন, ৩৫ হাজার টাকা নগদ এবং পাচারচক্রে ব্যবহৃত বিভিন্ন সামগ্রী উদ্ধার করে।

উদ্ধার হওয়া সামগ্রীর মধ্যে রয়েছে দুটি ডিজিটাল ওজন মাপার যন্ত্র, ২৩৯টি জিপ-লক প্যাকেট, একটি নোটবই, অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল, খাম, রুপোলি রঙের বাক্স তৈরির বোর্ড, ব্যাঙ্কের পাসবই, এটিএম কার্ড, পরিচয়পত্রের প্রতিলিপি এবং অন্যান্য প্যাকেজিং সামগ্রী।

সর্বশেষ উদ্ধার মিলিয়ে মামলায় মোট বাজেয়াপ্ত সম্পত্তির মূল্য দাঁড়িয়েছে প্রায় ৭০.৪৬ লক্ষ টাকা। ক্রাইম ব্রাঞ্চের ডিসিপি অজিত রাজিয়ান জানান, এই মাদক রাজস্থান থেকে এনে আমদাবাদের বাপুনগর এলাকার কয়েকটি কুরিয়ার সংস্থার মাধ্যমে শুধু গুজরাত নয়, বেঙ্গালুরুর মতো অন্যান্য শহরেও অল্প অল্প করে পাঠানো হত।

তাঁর কথায়, ''প্রতিটি পার্সেল পরীক্ষা করা সম্ভব নয়, এই সুযোগকেই কাজে লাগাচ্ছিল পাচারকারীরা।''

পুলিশের দাবি, অভিযুক্তরা ফোন এবং মেসেজিং অ্যাপের মাধ্যমে ক্রেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে কুরিয়ারের সাহায্যে মাদক সরবরাহ করত, যাতে ধরা পড়ার ঝুঁকি কম থাকে।

পুলিশ জানিয়েছে, মাদকের উৎস, এই চক্রের সঙ্গে জড়িত অন্যান্য ব্যক্তিদের পরিচয় এবং সরবরাহ নেটওয়ার্ক সম্পর্কে জানতে তদন্ত অব্যাহত রয়েছে।

দুই বিধানসভা ও একটি লোকসভা আসনে দ্রুত উপনির্বাচনের দাবি বঙ্গ বিজেপির

কলকাতা, ২৭ জুন (আইএএনএস): পশ্চিমবঙ্গের দুটি বিধানসভা এবং একটি লোকসভা কেন্দ্রের শূন্যপদে দ্রুত ও একসঙ্গে উপনির্বাচন করার দাবি জানাল রাজ্য ভারতীয় জনতা পার্টি।যে লোকসভা কেন্দ্রে এখনও উপনির্বাচন বাকি রয়েছে, সেটি হল বসিরহাট লোকসভা কেন্দ্র। ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস-এর হাজি নুরুল ইসলাম প্রায় ৩.৭০ লক্ষ ভোটে জয়ী হলেও, ২০২৪ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর তাঁর আকস্মিক মৃত্যুর পর আসনটি শূন্য রয়েছে। এখনও সেখানে উপনির্বাচনের দিন ঘোষণা করা হয়নি।সম্প্রতি বিজেপির রাজ্য সভাপতি ও রাজ্যসভার সাংসদ শমীক ভট্টাচার্য বসিরহাট সাংগঠনিক জেলায় বৈঠক করেন। দলীয় সূত্রের খবর, ওই বৈঠকে তিনি বসিরহাট লোকসভা কেন্দ্রের পাশাপাশি রাজ্যের দুটি বিধানসভা আসনেও দ্রুত এবং একইসঙ্গে উপনির্বাচনের প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দেন। সেই সঙ্গে সংগঠনকে নির্বাচনী প্রস্তুতি এবং প্রার্থী বাছাইয়ের কাজ শুরু করার নির্দেশও দেন।

বিজেপির রাজ্য মুখপাত্র দেবজিৎ সরকার বলেন, ''প্রায় দু''বছর ধরে বসিরহাট লোকসভা কেন্দ্র শূন্য পড়ে রয়েছে। একটি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় এত দীর্ঘ সময় কোনও লোকসভা কেন্দ্রের জনপ্রতিনিধি না থাকা কাম্য নয়। তাই নির্বাচন কমিশনের কাছে আমাদের দাবি, আর দেরি না করে অবিলম্বে উপনির্বাচনের দিন ঘোষণা করা হোক।''যে দুটি বিধানসভা কেন্দ্রে উপনির্বাচন হওয়ার কথা, সেগুলি হল নন্দীগ্রাম বিধানসভা কেন্দ্র এবং রেজিনগর বিধানসভা কেন্দ্র।সাম্প্রতিক পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনে বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ভবানীপুর ও নন্দীগ্রাম দুই কেন্দ্র থেকেই জয়ী হন। ভবানীপুর কেন্দ্রে তিনি প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়-কে ১৫ হাজারেরও বেশি ভোটে পরাজিত করেন। পরে তিনি ভবানীপুর আসনটি ধরে রাখায় নন্দীগ্রামে উপনির্বাচনের প্রয়োজন হয়।অন্যদিকে, আম জনতা উন্নয়ন পার্টি-র প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক হুমায়ুন কবীর নওদা ও রেজিনগর দুই কেন্দ্র থেকেই জয়ী হন। পরে তিনি নওদা আসনটি রাখায় রেজিনগর কেন্দ্রে উপনির্বাচনের পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে।

ট্রাম্প প্রধানমন্ত্রী মোদিকে ও ভারতকে সর্বোচ্চ সম্মান করেন: আইএএনএস-কে মার্কিন রাষ্ট্রদূত সার্জিও গর

ওয়াশিংটন, ২৭ জুন (আইএএনএস): ভারতে দায়িত্ব গ্রহণের ছয় মাস পূর্ণ হওয়ার পর মার্কিন রাষ্ট্রদূত সার্জিও গর বলেছেন, ভারত-মার্কিন সম্পর্ক বর্তমানে অত্যন্ত মজবুত অবস্থানে রয়েছে। তাঁর মতে, এই সম্পর্কের অন্যতম প্রধান ভিত্তি হল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিগত সম্পর্ক।

হোয়াইট হাউসে আইএএনএস-কে দেওয়া এক বিশেষ সাক্ষাৎকারে সার্জিও গর ভারত সফরের অভিজ্ঞতা, দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি, প্রতিরক্ষা সহযোগিতা, জ্বালানি নিরাপত্তা, এইচ-১বি ভিসা, জনগণের মধ্যে সম্পর্ক এবং দুই দেশের কৌশলগত অংশীদারিত্বের সম্ভাবনা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন।

ভারতে গত ছয় মাসের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে তিনি বলেন, দেশের বিভিন্ন প্রান্তে সফর করে তিনি ভারতের অসাধারণ বৈচিত্র্য ও বিপুল সম্ভাবনা প্রত্যক্ষ করেছেন। ফার্মাসিউটিক্যাল, তথ্যপ্রযুক্তি, প্রতিরক্ষা-সহ প্রায় সব ক্ষেত্রেই ভারত ও আমেরিকা একসঙ্গে কাজ করে নতুন উচ্চতায় পৌঁছতে পারে বলে তিনি মন্তব্য করেন।

ভারতের বিভিন্ন শহর সফরের প্রসঙ্গে তিনি বলেন, হায়দরাবাদ, চেন্নাই, জয়পুর-সহ একাধিক জায়গা তাঁকে মুগ্ধ করেছে। তাঁর কথায়, 'ভারতের বিশেষত্ব হল, অল্প দূরত্ব পরপরই ভাষা, সংস্কৃতি, ইতিহাস ও ঐতিহ্যে বৈচিত্র্য দেখা যায়। বিশ্বের খুব কম দেশেই এমন বৈচিত্র্য রয়েছে।'

ভারত-মার্কিন সম্পর্ক নিয়ে প্রশ্নের জবাবে গর বলেন, 'আমরা খুব ভালো অবস্থানে আছি। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প এবং প্রধানমন্ত্রী মোদির সম্পর্ক সবসময়ই দৃঢ় ছিল। সংবাদমাধ্যমে নানা জল্পনা হলেও তাঁদের বন্ধুত্বে কোনও ভাটা পড়েনি। তাঁরা কথা বললেই ইতিবাচক অগ্রগতি হয়।'

ফ্রান্সে ট্রাম্প ও মোদির সাম্প্রতিক বৈঠকের প্রসঙ্গে তিনি জানান, বৈঠকটি এক ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে চলে এবং বাণিজ্য ও প্রতিরক্ষা-সহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে ফলপ্রসূ আলোচনা হয়। আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যে কিছু গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা হতে পারে বলেও ইঙ্গিত দেন তিনি।

ভারত-মার্কিন বাণিজ্য চুক্তি সম্পর্কে গর জানান, এখনও কয়েকটি বিষয়ের ভাষাগত খসড়া চূড়ান্ত করা বাকি রয়েছে। তবে আগামী কয়েক সপ্তাহ বা কয়েক মাসের মধ্যেই চুক্তি সম্পন্ন হবে বলে তিনি আশাবাদী। তাঁর কথায়, 'দেড় বছর ধরে এই চুক্তি নিয়ে কাজ চলছে। তুলনায় ইউরোপীয় ইউনিয়নের সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে দুই দশক ধরে আলোচনা চলছে।'

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের সম্ভাব্য ভারত সফর প্রসঙ্গে তিনি জানান, এখনও নির্দিষ্ট দিনক্ষণ ঠিক না হলেও ট্রাম্প ভারত সফরে অত্যন্ত আগ্রহী। প্রধানমন্ত্রী মোদির আমন্ত্রণ তিনি গ্রহণ করেছেন এবং উপযুক্ত সময়ে সফর করবেন।

প্রধানমন্ত্রী মোদির নেতৃত্ব সম্পর্কে গর বলেন, 'তিনি অত্যন্ত গতিশীল, নিজে সবকিছু তদারকি করেন এবং দ্রুত ফল চান। এই দিক থেকে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের সঙ্গে তাঁর অনেক মিল রয়েছে।'

প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের ভারত সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি বলেন, 'প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প প্রধানমন্ত্রী মোদি এবং ভারতকে সর্বোচ্চ সম্মান করেন। তিনি সবসময়ই প্রধানমন্ত্রীকে তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু বলে উল্লেখ করেন এবং ভারত সফরের স্মৃতি এখনও সযত্নে মনে রেখেছেন।'

এইচ-১বি ভিসা ও অভিবাসন নীতি নিয়ে উদ্বেগের প্রসঙ্গে মার্কিন রাষ্ট্রদূত বলেন, ভিসা সংক্রান্ত কঠোরতা ভারতের বিরুদ্ধে নয়, বরং সামগ্রিক অভিবাসন ব্যবস্থাকে সুশৃঙ্খল করার অংশ। তিনি জানান, ভারত এখনও বিশ্বের অন্যতম ব্যস্ত মার্কিন ভিসা মিশনের দেশ এবং জনগণের মধ্যে যোগাযোগ ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক অব্যাহত থাকবে।

জ্বালানি নিরাপত্তা প্রসঙ্গে গর বলেন, যুক্তরাষ্ট্র থেকে ভারতে জ্বালানি রপ্তানি ইতিমধ্যেই উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। তাঁর মতে, কোনও একটি উৎসের ওপর নির্ভর না করে বিভিন্ন উৎস থেকে জ্বালানি সংগ্রহ করাই নিরাপদ কৌশল।সাক্ষাৎকারের শেষে তিনি বলেন, 'এই ছয় মাস খুব দ্রুত কেটে গেছে। আমি ফলাফলমুখী কাজ করতে চাই। বাণিজ্য চুক্তি, প্রতিরক্ষা সহযোগিতা এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে বাস্তব অগ্রগতি নিশ্চিত করাই আমার লক্ষ্য। আগামী সপ্তাহেই আবার ভারতে ফিরছি।'

ছাত্র যুব ভবনে ইলেকট্রিসিটি এমপ্লয়িজ ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ার সম্মেলন। ছবি নিজস্ব।

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

অর্জুন পুরস্কারপ্রাপ্ত ভারতের প্রথম মহিলা ফুটবলার শান্তি মল্লিকের সঙ্গে কথোপকথনে অদিতি চট্টোপাধ্যায়

কথায় বলে, নিয়মিত মাঠে গিয়ে খেলাধূলা করলে শরীরের পাশাপাশি বিভিন্ন দিক দিয়ে মনেরও সঠিক বৃদ্ধি হয়। ছোট বয়স থেকেই নিয়মিত মাঠে গিয়ে খেলাধূলার মাধ্যমে শরীর চর্চা করলে মানব দেহের সঠিক বিকাশ ঘটে থাকে। আমাদের দেশে হাডুডু ক্রিকেট ফুটবল ব্যাডমিন্টন খো খো প্রভৃতি বিভিন্ন খেলা হয়ে থাকে। পুরুষদের পাশাপাশি মহিলারাও কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে বিভিন্ন ফেলাতে অংশগ্রহণ করেন। সম্প্রতি ফুটবলের বিভিন্ন খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে অর্জুন পুরস্কার প্রাপ্ত ভারতের প্রথম মহিলা ফুটবলার শান্তি মল্লিকের সঙ্গে কথা বললেন অদিতি চট্টোপাধ্যায়।

কত বছর বয়স থেকে ফুটবল খেলা শুরু করেছেন? খেলাধূলার অঙ্গই হচ্ছে অ্যাথলেটিক্স। সেই কারণে আড়াই বছর বয়স থেকে অ্যাথলেটিক্স শুরু করেছি। বাড়িতে ফুটবল খেলার কি কোনও চল ছিল ? বাড়িতে কি কেউ ফুটবল খেলার বিষয়ে উৎসাহিত করত ?

আমার বাবা খেলোয়ার ছিলেন। বাবা মায়ের প্রেরণা না থাকলে ছেলেমেয়েরা বড় হয় না। তার সঙ্গে সহযোগিতা করে আশেপাশের লোকজন।

পড়াশোনার পাশাপাশি ফুটবল খেলা চালিয়ে যেতে অসুবিধা হয়নি ? না না না। শরীর সুস্থ থাকলে পড়াশোনা সহ সবকিছুই ভালোভাবে হয়। শরীরটাকে আগে চর্চা করতে হবে। আমাদের সময় বাবা মায়েরা ডাইরেক্ট ঘর থেকে বার করে দিয়ে খেলার মাঠে পাঠাতো। সমাজে একটা সময়ের পর এমনিতেই মেয়েদের বিয়ের তাড়া দেওয়া হয় ? সেই সময় দাঁড়িয়ে আপনার ফুটবল খেলার বিষয়েও কি কোথাও বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছিল ?

আমরা যখন শুরু করেছিলাম তখন লড়াইটা খুবই কঠিন ছিল। এখনকার লড়াইটা খুবই সহজ। সেকালেও বাবা মায়েরা মাঠে পাঠাতো তবে এখন অনেক বেশি। এখনকার বাবা মায়েরা অনেক বেশি ছেলেমেয়েদের মাঠে পাঠায়।

আপনি প্রথম মহিলা ফুটবলার যিনি অর্জুন পুরস্কার পেয়েছেন। পুরস্কার পাওয়ার মুহূর্তের অনুভূতি সম্পর্কে যদি আমাদের কিছু বলেন ?

আমি শুধু ফুটবলার নই, আমি অরিজিনাল অ্যাথলেটিক্স। হ্যান্ডবল, ক্রিকেট, ফুটবল, হকি মোটামুটি সব খেলাতেই আমি ন্যাশনাল করেছি। ক্রিকেট ও ফুটবলের মধ্যে আমি ফুটবলকেই বেছে নিয়েছিলাম। খেলাধূলায় শরীরচর্চা একটা বিশেষ পাঠ। প্রত্যেকটি মানুষেরই যে যে খেলাতেই আগ্রহী তার সেটাই করা উচিত। পুরস্কার পেয়ে দায়-দায়িত্ব স্বভাবতই আরও অনেক বেড়ে যায়। বর্তমানে তো ফুটবল বিশ্বকাপ চলছে। রাত জেগে খেলা দেখেন ? কার খেলা দেখতে সবথেকে বেশি ভালো লাগে ?

বড় হবার পর থেকে বিশ্বকাপ অনেক দেখেছি। আর বিশ্বকাপ এমন একটা খেলা যেখানে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ দেশ সেরা খেলোয়াড়রা খেলেন। সেখানেও বিশাল প্রতিযোগিতা হয়। প্রতিযোগিতা গুলো থেকে বেস্ট টিমগুলো উঠে আসে, সেগুলোর টুর্নামেন্ট হয়। ফুটবলের জ্বরে মানুষ এখন জর্জরিত। সবার খেলাই কমবেশি দেখি। সারাদিনে কতক্ষণ প্র্যাকটিস করেন? আগে ৬ থেকে ৮ ঘন্টা প্র্যাকটিস করতাম। এখন প্র্যাকটিসের পাশাপাশি খেলা শেখাই। এখন কি কি ম্যাচ খেলছেন ? কলকাতায় বেশি খেলতে ভালো লাগে না গ্রামাঞ্চল, মফস্বল বা বিদেশে গিয়ে খেলতে বেশি ভালো লাগে ? না না এখন আমি বাচ্চাদের খেলা শেখাই। খেলায় আলাদা করে বিচার করলে হয় না। গ্রামেও খেলার প্রয়োজন আছে। গ্রামের ছেলেমেয়েরা আরও এগিয়ে আসবে। শহর মফস্বলের ছেলে মেয়েরাও খেলাধূলায় এগোচ্ছে। স্কুলে ফুটবল খেলাকে ডেভেলপ করতে হবে। বর্তমানে ইনডোর গেম তথা বাচ্চারা বেশি বেশি করে মোবাইলের প্রতি আসক্ত হচ্ছে। কী বলবেন এই বিষয়ে ? আউটডোর গেমসের প্রতিও বাবা মায়েরা অনেক বেশি আগ্রহী। ছেলেমেয়েদের মাঠে নিয়ে আসছেন তারা। ট্যালেন্ট অনেক আছে, বাবা মায়েরাও এখন ওষুধের বদলে মাঠে আনছে। ভালো খেলোয়াড় হলে ভালো মানসিকতা তৈরি হয়। তাই বাচ্চারা এখন অনেক বেশি বেশি করে খেলাধূলার প্রতি ইন্টাররেস্ট হচ্ছে। মাঠে আসছে তারা।

গ্রামেও ভালো ভালো ছেলে-মেয়েদের মধ্যে প্রতিভা লুকিয়ে আছে। যারা আগামীদিনে ভালো ফুটবলার হতে পারত। কিন্তু অনেক সময় সঠিক পরিকাঠামো ও অর্থনৈতিক দুরবস্থার জন্য ছেলেমেয়েরা যোগ্য ফুটবলার হওয়া থেকে দূরে চলে যায় বা প্রতিভা নষ্ট হয়ে যায়। এ বিষয়ে কী বলবেন আপনি ?

পজিটিভ চিন্তাধারা রাখতে হবে। ঠিকমতো খাওয়া-দাওয়া ফিটনেস স্কুলে যাচ্ছে কি না সেগুলো দেখতে হবে। এখন বলার লোক বেড়ে গেছে, দেখার লোক কমে গেছে। মারধর করে বকে লাভ হবে না, স্নেহ ভালোবাসা দিয়ে বাচ্চাদের মধ্যে খেলোয়াড়ের মানসিকতা গড়ে তুলতে হবে।

অবসর সময় কাটে কীভাবে ? বাচ্চাদের নিয়ে। বাচ্চারাই আমার সন্তান, এদের খেলা শেখানোর মধ্যে দিয়ে আমার অনেকটা সময় চলে যায়। প্রত্যেক কোচেরই উচিত ছেলেমেয়েদের হাতে করে শেখানো। সদ্য রাজ্য রাজনীতিতে পট পরিবর্তন হয়েছে। নতুন সরকারের কাছে একজন খেলোয়াড়ের পাশাপাশি একজন আম-নাগরিক হিসেবে প্রত্যাশা কী? অবশ্যই, আশা রাখি। ভালই হবে, নতুন সরকারে যারা ক্ষমতায় এসেছেন তাদেরকে বলব আপনারা আরও বেশি করে স্পোর্টসের বিষয়ে নজর দিন। ফুটবল খেলোয়াড়দের সুবিধার্থে রাজ্য সরকারের কি কি করা দরকার বলে আপনার মনে হয়? নতুন সরকারের চিন্তাধারা অনেক ভালো। আমার নতুন সরকারের কাজকর্ম দেখে ভালো লেগেছে। আমি আশাবাদী, নতুন সরকারের আমলের সব খেলাধূলার উন্নতি হবে।

জীবনে চাওয়া না পাওয়ার হিসাব সম্পর্কে যদি কিছু বলেন ?

এখনও পর্যন্ত জীবনে কোনও কিছুই চাইনি। হকি খেলে চাকরি করেছি। যা পেয়েছি তাতেই সন্তুষ্ট। নতুন প্রজন্ম অল্পতেই ভেঙে পড়ে, ডিপ্রেসড হয়ে যায়। কী বলবেন এই বিষয়ে ? খেলাধূলার মধ্যে দিয়ে থাকলে কিছু কি সুবিধা হবে?

খেলাধূলার মধ্যে দিয়ে থাকলে ডিপ্রেসড হবে না। ছোটবেলা থেকে বাবা মায়েরা যেন ভাবে না আমার ছেলেমেয়ে বড় হয়ে বিশাল কিছু হবে। আশা না রেখে জীবনে এগিয়ে যেতে হবে। পাহাড় সমুদ্র না জঙ্গল কোনটা বেশি আকর্ষণ করে ? আমি ট্রেকিং করেছি। ওয়ার্ল্ড কাপ দেখতে গিয়ে নিজেই ইংলিশ চ্যানেল পার করেছি। সবই ভালো লাগে।

বাথরুমে ভেজা জামাকাপড় রাখা বাস্তুশাস্ত্র হিসাবে ক্ষতি হয়

বাথরুমে দীর্ঘ সময় ধরে ভেজা বা নোংরা জামাকাপড় ফেলে রাখার অভ্যাস আমাদের অনেকেরই আছে। কিন্তু বাস্তুশাস্ত্র অনুযায়ী, এই একটি সাধারণ ভুল বাড়ির সুখ-শান্তি এবং সমৃদ্ধি এক নিমেষে কেড়ে নিতে পারে। বাথরুমে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ভেজা কাপড় রেখে দিলে কী কী ক্ষতি হয় এবং বাস্তুর নিয়ম কী জেনে নিন।

বাস্তুমতে, বাথরুম হল রাহু এবং কেতুর প্রভাবযুক্ত স্থান। সেখানে দীর্ঘ সময় ধরে নোংরা ও ভেজা কাপড়ের স্তূপ জমিয়ে রাখলে তা তীব্র নেতিবাচক শক্তি আকর্ষণ করে। এর ফলে বাড়ির পজিটিভ ভাইবস বা ইতিবাচক শক্তি নষ্ট হতে শুরু করে।

বাথরুমে ভেজা কাপড় ফেলে রাখা মানেই রাহুর কুপ্রভাবকে আমন্ত্রণ জানানো। বাস্তুশাস্ত্র অনুযায়ী, এই অভ্যাসের কারণে পরিবারে আর্থিক সংকট দেখা দেয়। উপার্জনের চেয়ে খরচের পরিমাণ বহুগুণ বেড়ে যায় এবং সঞ্চিত অর্থও জলের মতো খরচ হতে থাকে। জ্যোতিষ ও বাস্তু মতে, ভেজা কাপড় সরাসরি সূর্য দেবের সাথে সম্পর্কিত। বাথরুমে অন্ধকার বা স্যাঁতসেঁতে পরিবেশে দীর্ঘক্ষণ ভেজা কাপড় রেখে দিলে কুণ্ডলীতে সূর্য দুর্বল হয়। এর প্রভাবে সামাজিক মান-সম্মানহানি হতে পারে এবং কর্মক্ষেত্রে নানাবিধ বাধার সৃষ্টি হয়।

বাথরুমের জমা ভেজা কাপড় থেকে এক ধরণের ভারী এবং অশুভ শক্তির জন্ম হয়। এর সরাসরি প্রভাব পড়ে পরিবারের সদস্যদের মানসিকতার ওপর। ঘরে কোনও কারণ ছাড়াই খিটখিটে মেজাজ, একে অপরের প্রতি অবিশ্বাস এবং ভাই-বোন বা দম্পতিদের মধ্যে তুমুল অশান্তি তৈরি হতে পারে।

আপনি যদি কঠোর পরিশ্রম করেও ভাগ্যের সঙ্গ না পান, তবে খেয়াল করে দেখুন বাথরুমে কাপড় জমে থাকছে কিনা। বাস্তু মতে, বাথরুমের নোংরা বা ভেজা কাপড় বাড়ির সদস্যদের ভাগ্যকে অবরুদ্ধ করে দেয়। এর ফলে চাকরিতে পদোন্নতি বা ব্যবসায় উন্নতি থমকে যায়। অনেকেই অলসতাবশত

রাতে জামাকাপড় সাবান জলে ভিজিয়ে রেখে দেন এবং পরদিন সকালে কাচেন। বাস্তুশাস্ত্র এটি কঠোরভাবে নিষেধ করে। রাতের বেলা নেতিবাচক শক্তি বেশি সক্রিয় থাকে এবং ভেজা কাপড় সেই শক্তি শুষে নেয়, যা পরে পরিধান করলে শরীরে ও মনে অলক্ষ্মী ভর করে।

জামাকাপড় কাচার পর তা বাথরুমের ভেতরেই জল ঝরানোর জন্য দীর্ঘক্ষণ ঝুলিয়ে রাখবেন না। কাচা হয়ে গেলে তা দ্রুত ঘরের বাইরে রোদে বা খোলা বাতাসে শুকাতে দিন। বাথরুমের আর্দ্রতায় কাপড়ে নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। বাথরুম সবসময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও শুকনো রাখা উচিত। নোংরা কাপড় রাখার জন্য বাথরুমের বাইরে একটি নির্দিষ্ট ঝুড়ি বা লন্ড্রি বাস্কেট ব্যবহার করুন। কাপড় ধোয়ার পর বাথরুমের দরজা বন্ধ রাখুন এবং জল জমে থাকতে দেবেন না, যাতে রাহু-কেতুর দোষ কাড়ানো যায়।

বর্ষায় ঘরের ভ্যাপসা গন্ধ দূর করার সহজ উপায়

বর্ষায় ঘরের ভ্যাপসা গন্ধ দূর করার সহজ উপায় খুঁজছেন? বর্ষার মরসুমে স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়া আর রোদের অভাবে ঘর-দুয়ার থেকে শুরু করে আলমারির জামাকাপড়ে একটা ভ্যাপসা গন্ধ তৈরি হয়। এই আর্দতার কারণে ব্যাকটিরিয়া ও ফাঙ্গাস জন্ম নেয়, যা ঘরের পরিবেশকে অস্বাস্থ্যকর করে তোলে। তবে দামি রুম ফ্রেশনার ছাড়াই সস্তা ও সহজ কিছু ঘরোয়া উপাদানের সাহায্যে এই সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব। ঘরকে সারাক্ষণ সুগন্ধিত, ফ্রেশ এবং জীবাণুমুক্ত রাখার দারুণ ৮টি হ্যাকস দেখে নিন এই ফটোস্টোরিতে।

বর্ষার মরসুমে বাতাসে অতিরিক্ত আর্দ্রতার কারণে ঘর এবং আলমারির ভেতর একটা ভ্যাপসা গন্ধ তৈরি হয়। এই স্যাঁতসেঁতে গন্ধ দূর করতে ঘরের কোণে কিংবা আলমারির তাকে ছোট পাত্রে কিছুটা বেকিং সোডা রেখে দিতে পারেন। বেকিং সোডা বাতাস থেকে অতিরিক্ত আর্দতা ও সমস্ত দুর্গন্ধ নিমেষের মধ্যে শুষে নিতে দারুণ সাহায্য করে। আলমারির সাধের জামাকাপড় কিংবা ড্রয়ারকে ভ্যাপসা গন্ধের হাত থেকে বাঁচাতে কাঁচা কফি বিন বা কফি পাউডার ব্যবহার করুন। একটি ছোট সুতির কাপড়ের পুটলিতে কিছুটা কফি পাউডার বেঁধে কাপড়ের ভাজে রেখে দিলে স্যাঁতসেঁতে গন্ধ উধাও হয়ে যাবে। কফির কড়া ও মিষ্টি সুগন্ধ পুরো আলমারিকে দীর্ঘ সময় সতেজ এবং ফ্রেশ রাখতে সাহায্য করবে।

বর্ষাকালে ঘরের মেঝে মোছার সময় জলের মধ্যে সামান্য লবণের সঙ্গে কয়েক ফোঁটা লেমনগ্রাস বা ল্যাভেন্ডার এসেনশিয়াল অয়েল মিশিয়ে নিন। এটি মেঝেতে থাকা ক্ষতিকারক ব্যাকটেরিয়া ও ফাঙ্গাস দূর করার পাশাপাশি পুরো ঘরে একটা মনোরম সুবাস ছড়িয়ে দেবে। প্রাকৃতিক এই সুগন্ধ মন ভালো রাখার পাশাপাশি ঘরের স্যাঁতসেঁতে ভাবকেও নিমেষে কাটিয়ে দেয়।

আলমারির কোণে বা বইয়ের তাকে ফাঙ্গাস ধরা এবং ভ্যাপসা গন্ধ আটকানোর অন্যতম সেরা ও সস্তা উপায় হল খবরের কাগজ। আলমারির তাকে জামাকাপড় রাখার আগে নিচে খবরের কাগজ পেতে দিলে তা ভেতরের অতিরিক্ত আর্দ্রতা শুষে নেয়। এর সঙ্গে কয়েকটা ন্যাপথলিন বল বা কর্পূর রেখে দিলে আলমারি যেমন সুগন্ধিত থাকবে, তেমনই পোকামাকড়ের উপদ্রব কমবে।

ঘরকে কৃত্রিম কেমিক্যাল ছাড়াই সুগন্ধিত করে তুলতে ভিনিগার এবং লেবুর রসের একটি মিশ্রণ তৈরি

করে স্প্রে করতে পারেন। সমপরিমাণ জল ও সাদা ভিনিগারের সঙ্গে কিছুটা লেবুর রস মিশিয়ে ঘরের বাতাসে স্প্রে করলে দুর্গন্ধ সৃষ্টিকারী ব্যাকটিরিয়া ধ্বংস হয়ে যায়। ভিনিগারের নিজস্ব গন্ধ কিছুক্ষণ পর উড়ে গিয়ে ঘরকে একদম ফ্রেশ ও গন্ধহীন করে তোলে। বর্ষার দিনে ঘরের গুমোট ও স্যাঁতসেঁতে ভাব দূর করতে ঘরে পর্যাপ্ত আলো-বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা করা অত্যন্ত জরুরি। যেদিন বৃষ্টি কম থাকবে বা একটু রোদ উঠবে, সেদিন ঘরের জানলা-দরজা অন্তত আধ ঘণ্টার জন্য ভালো করে খুলে দিন। ঘরের ভেতরের আর্দ্র বাতাস বাইরে বেরিয়ে গেলে ভ্যাপসা গন্ধ তৈরি হওয়ার সুযোগ পায় না।

রান্নাঘর বা বাথরুমের মতো জায়গাগুলোতে আর্দ্রতা সবচেয়ে বেশি থাকে এবং এখান থেকেই দুর্গন্ধ সারা ঘরে ছড়িয়ে পড়ে। এই সমস্ত জায়গায় কাচের পাত্রে কিছুটা অ্যাক্টিভেটেড চারকোল বা কাঠকয়লা রেখে দিলে তা ঘরের সমস্ত ভ্যাপসা গন্ধ শুষে নেয়। চারকোল বাতাস পরিষ্কার রাখার পাশাপাশি ক্ষতিকারক গ্যাস ও আর্দ্রতা দূর করতে অত্যন্ত কার্যকরী ভূমিকা পালন করে।

লবঙ্গ এবং দারুচিনির মতো রান্নাঘরের কিছু চেনা মশলা ব্যবহার করেও ঘরকে নিমেষে সুগন্ধিত করে তোলা সম্ভব। একটা পাত্রে জল নিয়ে তাতে কয়েকটা লবঙ্গ ও দারুচিনির টুকরো দিয়ে কিছুক্ষণ ভালো করে ফুটিয়ে নিন। এই ফোটানো জলের সুগন্ধি ভাপ পুরো ঘরে ছড়িয়ে পড়লে বর্ষার চটচটে ভাব ও ভ্যাপসা গন্ধ উধাও হয়ে যাবে।

বাড়িতেই বানিয়ে ফেলুন, রেস্তোরাঁ স্টাইল বোবা টি

ইদানীং জেনারেশন জেডের অন্যতম পছন্দের পানীয় হয়ে উঠেছে বাবল টি বা বোবা টি। ক্যাফেতে গিয়ে চড়া দাম দিয়ে এই ট্রেন্ডি পানীয় না কিনে এবার খুব সহজেই তা বানিয়ে নেওয়া সম্ভব নিজের রান্নাঘরে। মাত্র কয়েকটি সহজ ধাপ আর সঠিক উপকরণ থাকলেই তৈরি হয়ে যাবে রেস্তোরাঁ স্টাইলের সুস্বাদু বোবা টি।

এই বিশেষ পানীয়টি তৈরির প্রধান উপাদান হল ট্যাপিওকা পার্লস বা সাবুদানার তৈরি ছোট ছোট কালো বল। প্রথমে একটি পাত্রে জল ভালো করে ফুটিয়ে নিয়ে তার মধ্যে এই পার্লসগুলো দিয়ে দিতে হবে। মাঝারি আঁচে প্রায় ১৫ থেকে ২০ মিনিট ফোটালে পার্লসগুলো নরম টেক্সচারের হয়ে উঠবে।

ট্যাপিওকা পার্লসগুলো সেদ্ধ হয়ে গেলে জল ছেঁকে নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে ঠান্ডা জলে ধুয়ে নিতে হবে যাতে সেগুলো একটার গায়ে অন্যটা লেগে না যায়। এবার অন্য একটি পাত্রে সামান্য জল ও ব্রাউন সুগার ফুটিয়ে একটি ঘন ক্যারামেল সিরাপ তৈরি করে নিতে হবে। এই মিষ্টি সিরাপে সেদ্ধ পার্লসগুলো ডুবিয়ে রাখলে বোবার আসল স্বাদ খোলে।

এবার আসা যাক বোবা টি-এর মূল তরল বা চা তৈরির পর্বে। এর জন্য কড়া করে লিকার চা বানিয়ে নিতে হবে, যেখানে ব্ল্যাক টি বা গ্রিন টি দুইই ব্যবহার করা সম্ভব। চা তৈরি হয়ে গেলে তা ঘরের তাপমাত্রায় এনে কিছুক্ষণ ফ্রিজে রেখে ভালো করে ঠান্ডা করে নেওয়া প্রয়োজন। বোবা টি সাজানোর জন্য প্রথমে একটি বড় কাঁচের গ্লাস নিয়ে তার নিচের অংশে চামচ দিয়ে পরিমাণমতো ব্রাউন সুগার সিরাপে ভেজানো ট্যাপিওকা পার্লস দিতে হবে। গ্লাসের চারদিকের দেওয়ালে সামান্য ক্যারামেল সিরাপ লাগিয়ে দিলে দেখতে হুবহু ক্যাফের মতো আকর্ষণীয় লাগে। এরপর গ্লাসের মধ্যে দিয়ে দিতে হবে বেশ কিছুটা বরফের টুকরো, কারণ বোবা টি ঠান্ডা খেতেই সবচেয়ে বেশি ভালো লাগে। বরফের ওপর এবার ঢেলে দিতে হবে আগে থেকে তৈরি করে রাখা সেই ঠান্ডা লিকার চা, যা এই পানীয়র ফ্লেভারকে দারুণ ব্যালেন্স করবে। শেষ ধাপে চায়ের ওপর যোগ করতে হবে ঘন ঠান্ডা দুধ বা কনডেন্সড মিল্ক, যা এই পানীয়কে দেবে এক ক্রিমি টেক্সচার। ভেগানরা চাইলে গরুর দুধের পরিবর্তে আমন্ড মিল্ক বা ওট মিল্কও অনায়াসে ব্যবহার করতে পারেন।

এবার একটি বড় বা চওড়া স্ট্র দিয়ে পুরো মিশ্রণটি হালকা হাতে ওপর-নিচ করে মিশিয়ে নিলেই তৈরি আপনার পছন্দের রিফ্রেশিং বোবা টি। বিকেলের আড্ডায় বা বন্ধুদের চমকে দিতে বাড়িতেই চটজলদি ট্রাই করে দেখুন এই অসাধারণ ও ট্রেন্ডি রেসিপি।

জল তেষ্টা পেলে নিজেই বলে দেয় গাছ

জল তেষ্টা পেলে গাছ কিন্তু চুপচাপ বসে থাকে না, বরং বৈজ্ঞানিক উপায়ে নিজেদের প্রয়োজনের কথা জানান দেয়। তেল আবিব বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা প্রমাণ করেছেন যে তীব্র জলের অভাব হলে গাছ এক ধরণের আল্ট্রাসনিক শব্দ তৈরি করে, যা মানুষ খালি কানে শুনতে পায় না। তবে ঘরের বা বাগানের গাছের ক্ষেত্রে এই শব্দ শোনার প্রয়োজন পড়ে না, কিছু সহজ চাক্ষুষ লক্ষণ দেখেই তাদের তৃষ্ণা বোঝা সম্ভব।

গাছের পাতা ও কচি ডালপালা ঝিমিয়ে পড়া বা নিচের দিকে ঝুঁকে যাওয়া হল জল তেষ্টার সবচেয়ে বড় এবং প্রাথমিক লক্ষণ। উদ্ভিদের কোষের ভেতরে থাকা জলের চাপ বা "টার্গার প্রেশার" কমে গেলে গাছ তার সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকার শক্তি হারিয়ে ফেলে। তবে এই সময়ে মাটিতে হাত দিয়ে দেখে নেওয়া ভালো, কারণ অনেক সময় অতিরিক্ত জল জমে শিকড় পচে গেলেও পাতা একইভাবে ঝিমিয়ে পড়ে। টবের মাটির অবস্থা পরীক্ষা করা হল গাছ তৃষ্ণার্ত কিনা তা নিশ্চিত করার সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য এবং সহজ ঘরোয়া উপায়। টবের মাটিতে আঙুল ঢুকিয়ে যদি দেখেন ওপরের অন্তত দুই ইঞ্চি অংশ একদম খটখটে শুকনো এবং ধুলোর মতো ওড়ছে, তবে বুঝবেন এবার জল দেওয়ার সময় এসেছে। তীব্র জলকষ্ট হলে মাটি সাধারণত পাত্রের দেওয়াল থেকে আলগা হয়ে ভেতরের দিকে গুটিয়ে আসে। পাতার স্বাভাবিক রঙের পরিবর্তন দেখেও আপনি আপনার গাছের শারীরিক কষ্ট বা জলের ঘাটতি খুব সহজে ধরে ফেলতে পারবেন। পর্যাপ্ত জল না পেলে গাছের সতেজ সবুজ পাতাগুলো আচমকাই কেমন যেন ফ্যাকাশে, নিস্তেজ বা কালচে রঙের দেখাতে শুরু করে। বিশেষ করে ইনডোর প্ল্যান্টের ক্ষেত্রে পাতার চিরচেনা উজ্জ্বল ভাব বা চকচকে ভাব হারিয়ে যাওয়া মানেই হল তার শরীরে জলের আকাল দেখা দিয়েছে।

পাতার কিনারা বা ডগাগুলো শুকিয়ে মচমচে হয়ে যাওয়া এবং বাদামি রঙ ধারণ করা উদ্ভিদের তীব্র জলকষ্টের অন্যতম বড় প্রমাণ। যখন শিকড় পর্যাপ্ত জল পায় না, তখন গাছ তার বেঁচে থাকার লড়াইয়ে সবার আগে পাতার শেষপ্রান্তে জল পাঠানো

পুরোপুরি বন্ধ করে দেয়। এর ফলে পাতার চারপাশটা রোদে পুড়ে যাওয়ার মতো দেখায় এবং স্পর্শ করলে একদম শুকনো ও খসখসে লাগে।

টবের ওজন কেমন লাগছে তা হাত দিয়ে পরখ করে দেখেও অভিজ্ঞ বাগানপ্রেমীরা নিমেষের মধ্যে গাছের জলের চাহিদা বুঝে নেন। জল দেওয়ার পর টবের মাটি স্বাভাবিকভাবেই বেশ ভারী থাকে, কিন্তু মাটি পুরোপুরি শুকিয়ে গেলে টবটি তুলতে গেলে আচমকা বেশ হালকা লাগে। নিয়মিত টব তোলার অভ্যাস থাকলে এই ওজনের সামান্য তারতম্য দেখেই আপনি জল দেওয়ার সঠিক সময় নির্ধারণ করতে পারবেন। গাছের স্বাভাবিক বৃদ্ধির গতি আচমকা থমকে যাওয়া বা নতুন পাতা ও কুঁড়ি না গজানো কিন্তু জলের অভাবেরই একটি বড় দীর্ঘমেয়াদি লক্ষণ। জল না পেলে উদ্ভিদ তার সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়া বা খাদ্য তৈরির কাজ ঠিকমতো চালাতে পারে না, যার ফলে তার সার্বিক বিকাশ থমকে যায়। এমনকি মরশুমের সময়েও যদি গাছে নতুন কুঁড়ি বা ফুল না আসে, তবে বুঝতে হবে গাছটি জলের অভাবে ভুগছে। গাছ ভালো রাখতে নিয়ম করে জল দেওয়া জরুরি, তবে পাত্রের নিচে জল নিষ্কাশনের বা ড্রেনেজের সঠিক ব্যবস্থা রাখা আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ। মাটির শুষ্কতা যাচাই করে তবেই জল দিন, কারণ কম জলের চেয়ে অনেক সময় অতিরিক্ত জল ঢেলে গাছ মেরে ফেলার ভুল বেশি হয়। গাছের এই ছোট ছোট নীরব সঙ্কেতগুলো নিয়মিত খেয়াল রাখলে আপনার সাধের বাগান সবসময় সবুজ ও প্রাণবন্ত থাকবে।

লোক ভবনে রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লুর সঙ্গে ত্রিপুরা অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের কর্মকর্তার সাক্ষাত করেন এবং বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিতে অংশ নেয়। ছবি নিজস্ব

প্রয়াত কিংবদন্তি চলচ্চিত্র নির্মাতা কে. ভাগ্যরাজ শোকপ্রকাশ মুখ্যমন্ত্রী বিজয় ও রাজ্যপালের

চেন্নাই, ২৭ জুন (আইএএনএস): প্রখ্যাত অভিনেতা, পরিচালক ও চিত্রনাট্যকার কে. ভাগ্যরাজ শনিবার চেন্নাইয়ে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে প্রয়াত হয়েছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৩ বছর।

তাঁর প্রয়াণে শোকপ্রকাশ করেছেন তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী সি. জোসেফ বিজয় এবং রাজ্যপাল রাজেন্দ্র বিশ্বনাথ আরলেকর। তাঁরা দু''জনেই ভাগ্যরাজের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করে একে তামিল চলচ্চিত্র জগতের অপূরণীয় ক্ষতি বলে উল্লেখ করেছেন।

মুখ্যমন্ত্রী বিজয় তাঁর শোকবার্তায় বলেন, অনন্য গল্প বলার ভঙ্গি, অসাধারণ চিত্রনাট্য এবং স্বাভাবিক অভিনয়ের মাধ্যমে ভাগ্যরাজ তামিল চলচ্চিত্রে এক অনন্য স্থান তৈরি করেছিলেন। তাঁর প্রয়াণে সেই জগতে এক অপূরণীয় শূন্যতা সৃষ্টি হয়েছে।

রাজ্যপাল আরলেকর বলেন, অভিনেতা, লেখক ও চলচ্চিত্র নির্মাতা হিসেবে ভাগ্যরাজের অসামান্য অবদান ভারতীয় সিনেমাকে সমৃদ্ধ করেছে এবং আগামী প্রজন্মের শিল্পীদের অনুপ্রাণিত করবে।

শনিবার সকালে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে অসুস্থ হয়ে পড়লে তাঁকে চেন্নাইয়ের একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। চিকিৎসকদের সব চেষ্টা সত্ত্বেও তাঁকে বাঁচানো সম্ভব হয়নি।

কয়েক দিন আগেই তিনি গোয়ায় চলচ্চিত্র পরিচালক সুন্দর সি. ও অভিনেত্রী খুশবু সুন্দর-এর মেয়ে অবন্তিকা সুন্দরের বিয়ের অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন।

তাঁর শেষকৃত্য চেন্নাইয়ের বেসান্ট নগরে অনুষ্ঠিত হবে।

১৯৫৩ সালের ৭ জানুয়ারি ইরোড জেলার ভেল্লানকোভিলে জন্মগ্রহণ করেন কৃষ্ণাস্বামী ভাগ্যরাজ। কিংবদন্তি পরিচালক ভারতীরাজা-র সহকারী হিসেবে চলচ্চিত্রজীবন শুরু করেন তিনি। ১৯৭৯ সালে সুভারিল্লাথা চিত্রাঙ্গাল ছবির মাধ্যমে পরিচালক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন।

পরবর্তীকালে আন্ধা ৭ নাটকাল, মুন্ধনাই মুদিচু, ধাওয়ানি কানাভুগাল এবং চিন্না ভিদু-র মতো একাধিক জনপ্রিয় চলচ্চিত্র নির্মাণ করে তামিল সিনেমায় চিত্রনাট্য রচনার নতুন ধারা তৈরি করেন। হাস্যরস, প্রেম, পারিবারিক আবেগ এবং সামাজিক বার্তাকে দক্ষতার সঙ্গে একত্রিত করার জন্য তিনি বিশেষভাবে সমাদৃত ছিলেন।

চার দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি অভিনেতা, গল্পকার, চিত্রনাট্যকার ও সংলাপ রচয়িতা হিসেবে কাজ করেছেন। তাঁর ঝুলিতে রয়েছে একাধিক ফিল্মফেয়ার পুরস্কার এবং তামিলনাড়ু রাজ্য চলচ্চিত্র পুরস্কার।

তাঁর প্রয়াণে শোক প্রকাশ করেছেন রজনীকান্ত, কমল হাসান, ভারতীরাজা, সত্যরাজ, রাঘব লরেন্স, কে. এস. রবিকুমার, খুশবু সুন্দর, সুন্দর সি.-সহ চলচ্চিত্র জগতের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি।পরিবারে রেখে গেলেন স্ত্রী তথা অভিনেত্রী পূর্ণিমা ভাগ্যরাজ, ছেলে শান্তনু ভাগ্যরাজ এবং মেয়ে সারন্যাকে।

ভারত-যুক্তরাজ্য সিইটিএ কার্যকরের আগে ব্যবসায়িক গাইড প্রকাশ করলেন পীযূষ গোয়েল

নয়াদিল্লি/লন্ডন, ২৭ জুন (আইএএনএস): ভারত-যুক্তরাজ্য সমন্বিত অর্থনৈতিক ও বাণিজ্য চুক্তি (সিইটিএ) কার্যকর হওয়ার আগে দুই দেশের ব্যবসায়ীদের চুক্তির সুবিধা সর্বাধিকভাবে কাজে লাগাতে সহায়তা করার লক্ষ্যে একটি ব্যবহারিক ব্যবসায়িক নির্দেশিকা প্রকাশ করলেন কেন্দ্রীয় বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী পীযূষ গোয়েল।

শনিবার জানানো হয়েছে, লন্ডনে ফিকি আয়োজিত এবং ইউকে ইন্ডিয়া বিজনেস কাউন্সিল (ইউকেআইবিসি)-এর সহযোগিতায় অনুষ্ঠিত এক অনুষ্ঠানে "ইউকে-ভারত সিইটিএ ব্যবসায়িক ব্যবহার ম্যানুয়াল — ভারতীয় এবং ইউকে ব্যবসার জন্য একটি ব্যবহারিক সক্রিয়করণ নির্দেশিকা" শীর্ষক এই নির্দেশিকা প্রকাশ করা হয়।

ইউকে ইন্ডিয়া বিজনেস কাউন্সিল (ইউকেআইবিসি) এবং এইচএসবিসি ইন্ডিয়া-র যৌথ উদ্যোগে তৈরি এই নির্দেশিকায় সিইটিএ-র বিভিন্ন বিধানকে সহজ ও ব্যবহারযোগ্য আকারে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। বিভিন্ন শিল্পক্ষেত্রভিত্তিক এই গাইড ব্যবসায়ীদের জন্য বাস্তবমুখী পরামর্শ দেবে এবং চুক্তির মাধ্যমে তৈরি হওয়া নতুন সুযোগগুলি কাজে লাগাতে সহায়তা করবে।

সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, এটি একটি 'লিভিং ডকুমেন্ট', যা ভবিষ্যতে প্রয়োজন অনুযায়ী হালনাগাদ করা হবে।

আগামী ১৫ জুলাই ভারত-যুক্তরাজ্য সিইটিএ কার্যকর হওয়ার কথা। এই চুক্তির ফলে দুই দেশের মধ্যে বাজারে প্রবেশাধিকার আরও বাড়বে, বাণিজ্যিক বাধা কমবে এবং অর্থনৈতিক সহযোগিতা আরও গভীর হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

অনুষ্ঠানে ড. কিশোর জয়ারামন বলেন, ভারত-যুক্তরাজ্য সিইটিএ বিশ্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক অংশীদারিত্বে নতুন অধ্যায়ের সূচনা করবে। তাঁর মতে, এই নির্দেশিকা জটিল বাণিজ্য চুক্তিকে ব্যবসায়ীদের জন্য সহজ ও বাস্তবসম্মত রূপরেখায় রূপান্তরিত করেছে।

অন্যদিকে, হিতেন্দ্র দাভে বলেন, এই চুক্তি ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে আরও নিশ্চিত পরিবেশ, উন্নত বাজার-প্রবেশ এবং বাণিজ্যিক সহযোগিতার সুযোগ তৈরি করবে। তিনি ব্যবসায়ীদের সীমান্ত পেরিয়ে বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে এই নির্দেশিকাকে কার্যকর হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করার আহ্বান জানান।সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে আরও জানানো হয়েছে, ২০২৫ সালের চতুর্থ ত্রৈমাসিক পর্যন্ত চার প্রান্তিকে ভারত ও যুক্তরাজ্যের দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যের পরিমাণ প্রায় ৪৭.৯ বিলিয়ন পাউন্ড (প্রায় ৫৬-৬০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার) ছুঁয়েছে, যা আগের বছরের তুলনায় প্রায় ১০ শতাংশ বেশি।

খান স্যারের আগাম জামিনের শুনানি ৩০ জুন পর্যন্ত স্থগিত, অন্তর্বর্তী সুরক্ষা বহাল

পাটনা, ২৭ জুন (আইএএনএস): জনপ্রিয় শিক্ষাবিদ ও খান গ্লোবাল স্টাডিজের ডিরেক্টর ফয়সাল খান (খান স্যার)-এর আগাম জামিনের আবেদনের শুনানি আগামী ৩০ জুন পর্যন্ত স্থগিত করেছে পাটনা সিভিল কোর্ট। শনিবার আদালত জানিয়েছে, পুলিশের জমা দেওয়া হালনাগাদ কেস ডায়েরি খতিয়ে দেখার জন্য সময় দেওয়া হয়েছে। পরবর্তী শুনানি পর্যন্ত খান স্যারের গ্রেফতারির বিরুদ্ধে অন্তর্বর্তী সুরক্ষা বহাল থাকবে।

শনিবারের শুনানিতে কদমকুয়াঁ থানার পুলিশ আদালতে হালনাগাদ কেস ডায়েরি জমা দেয়। আদালত তা পর্যালোচনার জন্য তিন দিনের সময় মঞ্জুর করে এবং চূড়ান্ত শুনানির দিন ৩০ জুন ধার্য করে।

খান স্যারের আইনজীবী অরবিন্দ কুমার মৌর শুনানি পিছিয়ে দেওয়ার বিরোধিতা করে বলেন, সরকারি পক্ষ ইতিমধ্যেই হালনাগাদ কেস ডায়েরি পেয়েছে, ফলে এদিনই শুনানি শেষ করা সম্ভব ছিল।

অন্যদিকে, সরকারি কেঁসুলি এবং রোশন আনন্দের পক্ষে আইনজীবী কেস ডায়েরির বিষয়বস্তু ও আইনি দিক খতিয়ে দেখার জন্য আরও সময় চান। আদালত সেই আবেদন মঞ্জুর করে শুনানি মুলতবি রাখে। আগামী ৩০ জুন খান স্যারের দুই ব্যক্তিগত নিরাপত্তারক্ষীর জামিনের আবেদনও শুনবে আদালত। গুলিচালনার ঘটনায় তাঁরা বর্তমানে বিচারবিভাগীয় হেফাজতে রয়েছেন।

পুলিশের জমা দেওয়া কেস ডায়েরি অনুযায়ী, তদন্তকারীদের দাবি, ২ জুনের গুলিচালনার ঘটনা আত্মরক্ষার্থে ছিল না; বরং আতঙ্ক সৃষ্টির উদ্দেশ্যে গুলি চালানো হয়েছিল। তদন্ত চলাকালীন ফয়সাল খানের নামও এফআইআরে যুক্ত করা হয়েছে বলে জানানো হয়েছে।

গত ২ জুন খান স্যারের কোচিং সেন্টারের বাইরে হিংসার ঘটনা ঘটে। প্রাথমিক অভিযোগে বলা হয়েছিল, কোচিং সেন্টারের এক নিরাপত্তারক্ষীকে মারধর করে গুরুতর জখম করা হয়। খান স্যার অভিযোগ করেছিলেন, জ্ঞান বিন্দু কোচিংয়ের সঙ্গে যুক্ত রোশন আনন্দ-সহ কয়েকজন এই হামলার জন্য দায়ী।

তবে পুলিশের দাবি, তদন্ত এবং সিসিটিভি ফুটেজে বাইরে থেকে গুলিচালনার অভিযোগের সমর্থনে কোনও প্রমাণ মেলেনি। বরং পরবর্তী ফুটেজে দেখা যায়, খান স্যারের দুই নিরাপত্তারক্ষী আকাশের দিকে গুলি ছুড়ছেন। সেই প্রমাণের ভিত্তিতেই তাঁদের গ্রেফতার করা হয়।

প্রতিরক্ষা পক্ষের দাবি, এই ঘটনায় খান স্যারকে মিথ্যা মামলায় জড়ানো হয়েছে এবং গুলিচালনার ঘটনায় তাঁর কোনও প্রত্যক্ষ ভূমিকা ছিল না। অন্যদিকে, পুলিশ কেস ডায়েরিতে থাকা তথ্যের ভিত্তিতে অভিযোগের পক্ষে সওয়াল করছে।

মধ্যপ্রদেশে চাঞ্চল্য: স্ত্রী ও দুই ছেলেকে কুঠার দিয়ে খুনের অভিযোগ, পরে ট্রেনের সামনে ঝাঁপ দিয়ে আত্মঘাতী স্বামী

মোরেনা, ২৭ জুন (আইএএনএস): মধ্যপ্রদেশের মোরেনা জেলায় এক ব্যক্তি তাঁর স্ত্রী ও দুই নাবালক ছেলেকে কুঠার দিয়ে কুপিয়ে হত্যার পর চলন্ত ট্রেনের সামনে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করেছেন বলে অভিযোগ। শনিবার পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনার প্রকৃত কারণ জানতে তদন্ত চলছে।

পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, দীর্ঘদিনের পারিবারিক অশান্তি বা আর্থিক সমস্যার জেরেই এই মর্মান্তিক ঘটনা ঘটতে পারে। তবে তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত কোনও নির্দিষ্ট কারণ নিশ্চিত করা হচ্ছে না।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, শুক্রবার গভীর রাতে বাসাইয়া থানার অন্তর্গত কিষাণপুর গ্রামে ঘটনাটি ঘটে। অভিযুক্ত বলরাম সিং কুশওয়াহা (৩৫) প্রথমে বাড়ির উঠোনে ঘুমিয়ে থাকা স্ত্রী রবিতা কুশওয়াহা (৩২)-কে কুঠার দিয়ে আঘাত করেন। এরপর তাঁদের দুই ছেলেআট বছরের আরাভ এবং পাঁচ বছরের দেবুকেও একইভাবে আক্রমণ করেন। মাথায় একাধিক আঘাতে ঘটনাস্থলেই তিনজনের মৃত্যু হয়।

বাড়িটি চারদিক থেকে উঁচু প্রাচীর দিয়ে ঘেরা থাকায় সারা রাত এই হত্যাকাণ্ড কারও নজরে আসেনি। শনিবার সকালে বাড়ির প্রধান ফটক বাইরে থেকে বন্ধ দেখে প্রতিবেশীদের সন্দেহ হয়। পরে তাঁরা ভিতরে উঁকি দিয়ে তিনটি দেহ দেখতে পেয়ে পুলিশকে খবর দেন।

পুলিশের দাবি, হত্যাকাণ্ডের পর বলরাম বাড়ি থেকে বেরিয়ে কাছের শিকারপুর রেলক্রসিংয়ে গিয়ে একটি চলন্ত ট্রেনের সামনে ঝাঁপ দেন। পরে রেল কর্তৃপক্ষ রেললাইন থেকে তাঁর দেহ উদ্ধার করে স্থানীয় পুলিশকে খবর দেয়। বাসাইয়া থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক বিবেক তোমর জানান, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে এলাকা ঘিরে ফেলে এবং প্রমাণ সংগ্রহ করে তদন্ত শুরু করে।

ডেপুটি সুপারিন্টেনডেন্ট অব পুলিশ বিজয় ভাদোরিয়া জানান, ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞদের দল ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে প্রমাণ সংগ্রহ করেছে। পরিবারের সদস্য, প্রতিবেশী এবং অন্যান্য সাক্ষীদের বয়ানও রেকর্ড করা হচ্ছে।প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, বলরাম বেঙ্গালুরুতে মার্বেল পালিশের কাজ করতেন এবং প্রায় এক মাস আগে গ্রামে ফিরেছিলেন। তদন্তকারীরা আরও খতিয়ে দেখছেন, ভাগবত কথা অনুষ্ঠানে তাঁর স্ত্রীর নাচের একটি হোয়াটসঅ্যাপ ভিডিও পাওয়ার পর তিনি মানসিকভাবে অস্থির হয়ে পড়েছিলেন কি না।

পুলিশ জানিয়েছে, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে দীর্ঘদিন ধরেই অশান্তি চলছিল। সেই কারণে কিছুদিন তাঁরা আলাদাও থাকছিলেন। রবিতা তিন দিন আগেই বাপের বাড়ি থেকে স্বামীর বাড়িতে ফিরেছিলেন।তবে পুলিশ স্পষ্ট করেছে, এগুলি তদন্তের প্রাথমিক তথ্যমাত্র। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট, ফরেন্সিক পরীক্ষার ফল এবং পূর্ণাঙ্গ তদন্ত শেষ হওয়ার পরই ঘটনার প্রকৃত কারণ সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যাবে।

মুখ্যমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

ত্রিপুরাকে বিশ্বের দরবারে নিয়ে যেতে কুইন আনারস এক বিশেষ ভূমিকা রাখছে।আজ নয়াদিল্লিতে আয়োজিত ত্রিপুরা গ্লোব্যাল পাইনাপেল ফেস্টিভ্যাল ২০২৬ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা বলেন, আমি এই আনারস উৎসব উপলক্ষে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি একটি বার্তা পাঠিয়েছেন। গতকাল রাতে আমি প্রধানমন্ত্রী প্রেরিত মেসেজ পেয়েছি। এই বার্তায় প্রধানমন্ত্রী ত্রিপুরা গ্লোব্যাল পাইনাপেল ফেস্টিভ্যাল উদ্বোধন উপলক্ষে ত্রিপুরা সরকারকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। সেই সঙ্গে উত্তর পূর্বাঞ্চল উন্নয়ন মন্ত্রক এবং সংশ্লিষ্টদের অভিনন্দন জানিয়েছেন তিনি। এই বার্তায় ত্রিপুরার বিখ্যাত কুইন আনারসের কথাও উল্লেখ করেছেন প্রধানমন্ত্রী মোদি। তিনি জানিয়েছেন এই আনারস উৎসব কৃষক, ব্যবসায়ী, এক্সপোর্টার, রিসার্চার সহ বিভিন্ন অংশের মানুষের জন্য উৎসাহব্যঞ্জক হয়ে উঠবে। এধরনের উদ্যোগের মাধ্যমে জীবিকা সহ নানা সম্ভাবনা উন্মোচন হবে এবং ত্রিপুরা আরো উন্নয়নের দিশায় এগিয়ে যাবে। আর বিকশিত ভারত গড়ে তোলার লক্ষ্যে ত্রিপুরাও একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলেও আশা প্রকাশ করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। আনারস উৎসব উপলক্ষে বিশেষ বার্তা পাঠানোর জন্য প্রধানমন্ত্রীকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানান ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা।

আলোচনায় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ভারতের পূর্বোত্তর কোণে এবং বাংলাদেশের তিনদিকের সীমান্ত দিয়ে ঘেরা ত্রিপুরা একটি সমৃদ্ধ কৃষি ভূমি হিসেবে পরিচিত। ত্রিপুরার জলবায়ুতে কৃষি জাতীয় ফসল বা ফলের মধ্যে আনারসের স্থান এখন দ্বিতীয়। এটা শুধু কৃষি উৎপাদন নয়, বরং রাজ্যের সাংস্কৃতিক পরিচয় এবং আর্থিক মুনাফার একটা নিদর্শন। ত্রিপুরায় আনারসের কাহিনী অনেক পুরনো। এই সুস্বাদু আনারস ত্রিপুরার উঁচু নিচু, পাহাড়ি সমতল এলাকায় প্রাকৃতিক পরিবেশে উৎপাদিত হয়ে থাকে। যুগ যুগ ধরে স্থানীয় আদিবাসী সম্প্রদায় ও কৃষকরা এই আনারস উৎপাদন করে আসছেন। তাদের হাত ধরেই আনারসের উৎপাদন এগিয়ে যাচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা তাঁর বক্তব্যে আরো বলেন, কৃষকদের হাত ধরেই বিখ্যাত কুইন প্রজাতির আনারস আজ বিশ্বব্যাপী সমাদৃত হয়েছে। ভারতের ভৌগোলিক অবস্থানের মধ্যেই এখন কুইন আনারসের স্বীকৃতি উপলব্ধ হয়েছে। ত্রিপুরায় ১২ হাজার হেক্টর জমিতে আনারসের চাষ হচ্ছে। সেখান থেকে উৎপাদিত আনারসের পরিমাণ প্রায় ১.৭৮ লক্ষ মেট্রিক টন। ২০১৮ সালের ৭ জুন ত্রিপুরা সরকার আনারসকে "রাজ্য ফল" হিসেবে ঘোষণা করে। ত্রিপুরার কুইন ও কিউ প্রজাতির আনারস পাহাড়ি এলাকায় ব্যাপকভাবে উৎপাদিত হয়ে থাকে। সারা দেশের মধ্যে ত্রিপুরার কুইন প্রজাতির আনারসের একটা আলাদা পরিচিতি রয়েছে। এই আনারস স্বাদে গন্ধে অতুলনীয়। ত্রিপুরার সাংস্কৃতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে আনারসের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে। জি আই ট্যাগ পাওয়ার পর আনারসের ভ্যালু চেইনে অনেক পরিবর্তন এসেছে। ২০১৮-১৯ সালে দুবাই, কাতার, ওমান ও বাংলাদেশে ৩৩ মেট্রিক টন কুইন ও কিউ প্রজাতির আনারস রপ্তানি করেছে ত্রিপুরা। এছাড়া জার্মানি ও রাশিয়ায় ৭৪ মেট্রিক টন আনারস রপ্তানি করা হয়েছে। সেই সঙ্গে দেশের অন্যান্য রাজ্যে ১৫,৪০০ মেট্রিক টন আনারস বিক্রি করা হয়েছে। ইউরোপের বাজার, বিশেষ করে যুক্তরাজ্য, জার্মানি জি আই ট্যাগ যুক্ত ত্রিপুরার কুইন আনারসে বিশেষ উৎসাহ দেখিয়েছে। বাংলাদেশ, নেপাল, ভুটানেও এর বড় বাজার রয়েছে। দক্ষিণ এশিয়ায় ত্রিপুরার কুইন প্রজাতির আনারসের ব্যাপক কদর রয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী আরো জানান, ত্রিপুরার আনারস ক্ষেত্র এক গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে। এক্ষেত্রে সরকারের নীতি, লজিস্টিক পরিকাঠামো এই ক্ষেত্রকে আরো সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। ত্রিপুরাকে বিশ্বের দরবারে নিয়ে যেতে কুইন আনারস এক বিশেষ ভূমিকা রাখছে।

অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় ডোনার প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার, ত্রিপুরার কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রী রতন লাল নাথ, সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য, কৃষি দপ্তরের সচিব অপূর্ব রায় সহ অন্যান্য শীর্ষ আধিকারিকগণ।

পলাতক

● প্রথম পাতার পর

আসাম রাইফেলস জানিয়েছে, কাস্টমস বিভাগের সঙ্গে সমন্বয় রেখে মাদক পাচার রোধ এবং সীমান্ত অঞ্চলে শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখতে ভবিষ্যতেও এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।

দ্বার উন্মোচিত হয়েছে ঃ রতন

● প্রথম পাতার পর

কুইন ও কিউ জাতের আনারস দেশের অন্যতম সেরা বলে বিবেচিত হয়। বিশেষ করে জনজাতি কৃষকদের চাষ করা কুইন জাতের আনারস ২০১৪ সালে জিআই ট্যাগ স্বীকৃতি লাভ করে এবং ২০১৮ সালে এটিকে ত্রিপুরার রাজ্য ফল হিসেবে ঘোষণা করা হয়।

তিনি আরও জানান, কুইন আনারসের অসাধারণ মিষ্টতা, মনোমুগ্ধকর সুগন্ধ এবং দীর্ঘদিন সতেজ থাকার বৈশিষ্ট্যের কারণে এটি আন্তর্জাতিক বাজারে ব্যাপক চাহিদাসম্পন্ন।

রতন লাল নাথ জানান, ২০১৮ সাল থেকে এখন পর্যন্ত প্রায় ৩৩ মেট্রিক টন আনারস দুবাই, কাতার, ওমান এবং বাংলাদেশে রপ্তানি করা হয়েছে। এছাড়া জার্মানি ও রাশিয়াতেও কনটেইনারে করে আনারস পাঠানো হয়েছে। দেশের অভ্যন্তরে আসাম, কর্ণাটক, পশ্চিমবঙ্গ, দিল্লি ও ওড়িশায় প্রায় ১৫ হাজার মেট্রিক টন আনারস সরবরাহ করা হয়েছে।

তিনি আরও জানান, কেন্দ্র সরকার ও ডোনার মন্ত্রকের সহায়তায়২৩৪ কোটি টাকার একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে, যার মাধ্যমে কুইন আনারসের বিপণন, প্রক্রিয়াকরণ এবং মূল্য সংযোজনমূলক কার্যক্রমকে আরও শক্তিশালী করা হবে।

এছাড়াও আগরতলা ও গোমতী জেলায় দুটি ব্রোমেলিন নিষ্কাশন কেন্দ্র স্থাপনের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। প্রতিটি কেন্দ্র থেকে বছরে ১২ থেকে ১৮ কোটি টাকা পর্যন্ত আয় হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে বলে জানান মন্ত্রী।

তিন দিনব্যাপী এই উৎসবে প্রতিদিন ত্রিপুরার ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও লোকশিল্পকে তুলে ধরে বর্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করা হয়েছে।

নাম বাদ ঃ ক্ষোভ

● প্রথম পাতার পর

গ্রামবাসীদের অভিযোগ, এই স্বাস্থ্যকেন্দ্র নির্মাণের জন্য লালসিংমুড়া এলাকার পক্ষ থেকে জমি দেওয়া হয়নি। তাঁদের দাবি, শিখরিয়া গ্রামের বাসিন্দারাই হাসপাতাল নির্মাণের জন্য জমি দিয়েছিলেন। সেই গ্রামের নাম সাইনবোর্ড থেকে বাদ দেওয়ায় তাঁরা নিজেদের বঞ্চিত ও অপমানিত বলে মনে করছেন।

স্থানীয় বাসিন্দারা অবিলম্বে সাইনবোর্ডে 'শিখরিয়া' গ্রামের নাম পুনরায় সংযুক্ত করার জন্য রাজ্য সরকারের কাছে আবেদন জানিয়েছেন। তাঁদের আশা, বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করে প্রশাসন দ্রুত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

উন্নয়ন মঞ্চের

● প্রথম পাতার পর

ফলাফল ঘোষণার পর নবনির্বাচিত সম্পাদক সুমন ভৌমিক বলেন, 'বিশালগড় বার অ্যাসোসিয়েশনের সকল সদস্যকে সঙ্গে নিয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করাই আমাদের প্রধান লক্ষ্য। আইনজীবীদের স্বার্থরক্ষা, বারের সার্বিক উন্নয়ন এবং পরিকাঠামোর সম্প্রসারণে আমরা সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাব।'

নির্বাচনের পুরো প্রক্রিয়া শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন হওয়ায় আইনজীবী মহলে সন্তোষ প্রকাশ করা হয়েছে। নবনির্বাচিত কমিটির নেতৃত্বে বিশালগড় বার অ্যাসোসিয়েশন আগামী দিনে আরও সক্রিয় ও উন্নয়নমুখী ভূমিকা পালন করবে বলে আশা প্রকাশ করেছেন সদস্যরা।

বাবার মৃত্যু

● প্রথম পাতার পর

এই ঘটনাকে ঘিরে আবারও পার্বত্য ত্রিপুরায় নেশার বাড়বাড়ন্ত নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশ। তবে ঘটনার প্রকৃত কারণ জানতে পুলিশ সব দিক খতিয়ে দেখছে।

মশাল মিছিল

● প্রথম পাতার পর

বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সড়ক পরিক্রমা করে মিছিলটি। হাতে জ্বলন্ত মশাল নিয়ে অংশগ্রহণকারীরা কর্মসংস্থান, মূল্যবৃদ্ধি রোধ এবং জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন দাবিতে স্লোগান তোলেন। ডিওয়াইএফআই-এর পক্ষ থেকে জানানো হয়, এই মশাল মিছিল বর্তমান পরিস্থিতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদের প্রতীক এবং যুবসমাজের অধিকার ও ন্যায্য দাবি আদায়ের সংগ্রামের বার্তা বহন করে।মিছিলে উপস্থিত ছিলেন সিপিআই(এম)-এর রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য ও সম্মেলন প্রস্তুতি কমিটির চেয়ারম্যান অমিতাভ দত্ত, সিপিআই(এম) ধর্মনগর মহকুমা সম্পাদক রতন রায়, বিধায়ক ইসলাম উদ্দিন, বিধায়ক শৈলেন্দ্র চন্দ্র নাথ, ডিওয়াইএফআই ধর্মনগর মহকুমা সম্পাদক অর্জুন নাথ, মহকুমা সভাপতি সানি চন্দসহ সংগঠনের অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।সংগঠনের দাবি, রাজ্যের বহু যুবক-যুবতী দীর্ঘদিন ধরে কর্মসংস্থানের অভাবে অনিশ্চয়তার মধ্যে জীবনযাপন করছেন। অন্যদিকে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্যবৃদ্ধি ও জ্বালানির দাম বৃদ্ধিতে সাধারণ মানুষের জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে। এসব ইস্যুকে সামনে রেখেই এবারের মহকুমা সম্মেলনে আগামী দিনের আন্দোলনের রূপরেখা ও কর্মসূচি নির্ধারণ করা হবে বলে সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে। উল্লেখ্য, রবিবার অনুষ্ঠিতব্য ডিওয়াইএফআই-এর ২২তম ধর্মনগর মহকুমা সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন সংগঠনের রাজ্য সভাপতি পলাশ ভৌমিকসহ রাজ্য ও জেলা স্তরের একাধিক নেতৃত্ব।

সিপিএমের প্রতিবাদ মিছিল

● প্রথম পাতার পর

মহকুমা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য অধীর ভৌমিক এবং রবীন্দ্রনগর অঞ্চল সম্পাদক মিজান মিয়া।

প্রায় দেড় ঘণ্টাব্যাপী চলা সভায় বক্তারা পেট্রোপণ্যের মূল্যবৃদ্ধি, বিদ্যুতের অতিরিক্ত বিল এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে অনিয়মের বিষয় তুলে ধরেন। শ্যামল চক্রবর্তী বলেন, মূল্যবৃদ্ধি ও বাড়তি বিদ্যুৎ বিলের চাপে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা দিন দিন কঠিন হয়ে উঠছে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে অনিয়মের কারণে মানুষের মধ্যে অসন্তোষও বাড়ছে বলে তিনি দাবি করেন।

অন্য বক্তারাও শ্রমজীবী, কৃষিজীবী ও সাধারণ মানুষকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে গণতান্ত্রিক আন্দোলনে সামিল হওয়ার আহ্বান জানান। অন্যায়, দুর্নীতি ও জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে সংগঠিত গণআন্দোলন গড়ে তোলার ওপরও জোর দেওয়া হয় সভা থেকে।এদিনের কর্মসূচিকে ঘিরে এলাকায় রাজনৈতিক মহলে আলোচনা শুরু হয়েছে। আয়োজকদের দাবি, কর্মসূচিতে বিপুল সংখ্যক মানুষের উপস্থিতি ছিল।

ফোরামের

● প্রথম পাতার পর

সেই সমস্যারও দ্রুত সমাধান হওয়া প্রয়োজন বলে তিনি উল্লেখ করেন। এদিনের বৈঠকে রাজ্যের মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী এবং স্বাস্থ্য সচিবের সাম্প্রতিক বক্তব্য নিয়েও চিকিৎসকদের একাংশ অসন্তোষ প্রকাশ করেন। ডা. তপন মজুমদার এবং ডা. কনক চৌধুরী জানান, স্বাস্থ্য সচিবের বক্তব্যে বলা হয়েছিল, যারা সরকারের সিদ্ধান্ত মানতে পারবেন না, তারা চাইলে স্বেচ্ছায় চাকরি ছেড়ে দিতে পারেন। এই মন্তব্যে চিকিৎসকদের মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টি হয়েছে।

ফোরামের সদস্যদের বক্তব্য, তারা যখন সরকারি চাকরিতে যোগদান করেছিলেন, তখন প্রাইভেট প্র্যাকটিসের উপর কোনও নিষেধাজ্ঞা ছিল না। দীর্ঘ প্রায় তিন দশক চাকরি করার পর হঠাৎ নীতিগত পরিবর্তনের পাশাপাশি এ ধরনের মন্তব্য চিকিৎসক সমাজের কাছে অসম্মানজনক বলে মনে করছেন অনেকেই।

তবে সবশেষে টিচার্স ফোরাম জানিয়েছে, চিকিৎসকদের স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট দাবিগুলি দ্রুত বিবেচনার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানানো হলেও, জনস্বার্থে এবং সরকারের সিদ্ধান্তকে সম্মান জানিয়ে প্রাইভেট প্র্যাকটিস বন্ধের সিদ্ধান্ত কার্যকর করা হয়েছে।

নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার

● প্রথম পাতার পর

উচ্চমাত্রার সতর্কতা বজায় রাখতে, নৌ-সতর্কবার্তা ও নিরাপত্তা সংস্থার নির্দেশ নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করতে এবং প্রযোজ্য সব নিরাপত্তা ব্যবস্থা কার্যকর করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

ডিজিএস আরও বলেছে, ভারতীয় নাবিক, জাহাজমালিক, জাহাজ পরিচালনাকারী সংস্থা, অপারেটর, আরপিএসএল সংস্থা এবং অন্যান্য সামুদ্রিক অংশীদারদের ডিজিএস, বিদেশ মন্ত্রক, বিদেশে ভারতীয় মিশন এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের জারি করা নির্দেশিকা নিয়মিত অনুসরণ করতে হবে। ভারতীয় নাবিকদের জড়িত কোনও ঘটনার খবর দ্রুত ডিজিএস কমিউনিকেশন সেন্টার এবং ক্রু শাখাকে জানাতে হবে।

এছাড়া, জাহাজে নিরাপত্তা-সংক্রান্ত কোনও ঘটনা নিয়ে প্রকাশিত খবর, ভিডিও বা সামাজিক মাধ্যমে ছড়ানো তথ্য সরকারি সূত্র থেকে যাচাই না করে প্রচার না করারও পরামর্শ দিয়েছে ডিজিএস।

সংস্থার মতে, এই পদক্ষেপগুলির মূল উদ্দেশ্য ভারতীয় নাবিকদের স্বার্থ ও নিরাপত্তা সুরক্ষিত রাখা।

ব্যবহার অযোগ্য বামুনিয়া অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র, শিক্ষিকার বাড়িতেই চলছে শিশুদের পাঠদান

কদমতলা, ২৭ জুন: উত্তর ত্রিপুরার ধর্মনগর মহকুমার কদমতলা আরডি ব্লকের ব্রজেন্দ্রনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের ১ নম্বর ওয়ার্ডের বামুনিয়া অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র দীর্ঘদিন ধরে ব্যবহার অযোগ্য অবস্থায় পড়ে রয়েছে। কেন্দ্রটির চারপাশ জঙ্গল ও আগাছায় ভরে যাওয়ায় স্থানীয়দের কাছে এটি এখন কার্যত 'ভূতের বাড়ি' হিসেবে পরিচিত হয়ে উঠেছে।

স্থানীয় বাসিন্দা ও অভিভাবকদের অভিযোগ, বহুদিন ধরে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রটি বন্ধ থাকলেও তা সংস্কারের জন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তরের পক্ষ থেকে কোনও কার্যকর উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। কেন্দ্রে যাওয়ার উপযুক্ত রাস্তা নেই, নেই প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো। ফলে ছোট ছোট শিশুদের সেখানে নিয়ে যেতে ভয় পাচ্ছেন অভিভাবকেরা।

অভিযোগ রয়েছে, বিষয়টি নিয়ে একাধিকবার কদমতলা ব্লক প্রশাসন এবং সিডিপিও দপ্তরে জানানো হলেও এখনও পর্যন্ত কেন্দ্রটি সংস্কারের কাজ শুরু হয়নি। এতে শিশুদের প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা ও পুষ্টি পরিষেবা ব্যাহত হচ্ছে বলে দাবি স্থানীয়দের।

এ বিষয়ে অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী শান্তি যাদব জানান, দীর্ঘদিন ধরেই কেন্দ্রটি সম্পূর্ণ ব্যবহার অযোগ্য হয়ে পড়েছে। সেখানে শিশুদের নিয়ে পাঠদান করা নিরাপদ নয়। তাই অভিভাবকদের অনুরোধ এবং এলাকার মানুষের সম্মতিতে তিনি নিজের বাড়িতেই বিকল্পভাবে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র চালু করে প্রতিদিন শিশুদের পাঠদান করে চলেছেন।

স্থানীয় বাসিন্দারা দ্রুত বামুনিয়া অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের সংস্কার, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা এবং প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো গড়ে তোলার দাবি জানিয়েছেন, যাতে শিশুদের নিরাপদ পরিবেশে শিক্ষা ও অন্যান্য সরকারি পরিষেবা নিশ্চিত করা যায়।

সরসপুর আমটিলা ভিনানজাপ্পা বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীদের হাতে সাইকেল তুলে দিল রাজ্য সরকার

কদমতলা, ২৭ জুন: উত্তর জেলার কদমতলা ব্লকের অন্তর্গত সরসপুর আমটিলা ভিনানজাপ্পা উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শনিবার আনুষ্ঠানিকভাবে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে সাইকেল বিতরণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। রাজ্য সরকারের শিক্ষা ক্ষেত্রে উন্নয়নমূলক উদ্যোগের অংশ হিসেবে ২০২৩-২৪ ও ২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষের মনোনীত ছাত্রছাত্রীদের হাতে এদিন সাইকেল তুলে দেওয়া হয়।

বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জানায়, দূরবর্তী এলাকা থেকে বিদ্যালয়ে আসা ছাত্রছাত্রীদের যাতায়াতের সুবিধা বৃদ্ধি, বিদ্যালয়ে উপস্থিতির হার বাড়ানো এবং শিক্ষার প্রতি আগ্রহ আরও বাড়িয়ে তুলতেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। রাজ্যব্যাপী চলমান সাইকেল বিতরণ কর্মসূচির অংশ হিসেবেই এদিন ভিনানজাপ্পা উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে এই কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিদ্যালয়ের টিচার-ইনচার্জ অভিজিৎ চক্রবর্তী, গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান অপর্ণা মালাকার, সমাজসেবী ও বিদ্যালয়ের এসএমসি কমিটির সদস্য পরিমল চন্দ্র নাথ, এসএমসি সদস্য রিতা ঘোষ, প্রদীপ চন্দ, গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান দিলীপ গোস্বামীসহ বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিরা।

অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, গ্রামীণ এলাকার শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ে নিয়মিত উপস্থিতি নিশ্চিত করতে এবং তাদের পড়াশোনায় আরও উৎসাহিত করতে রাজ্য সরকারের এই সাইকেল বিতরণ প্রকল্প অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। বিদ্যালয়ের টিচার-ইনচার্জ অভিজিৎ চক্রবর্তী জানান, ২০২৩-২৪ ও ২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষের মনোনীত শিক্ষার্থীদের মধ্যে সাইকেল বিতরণ করা হয়েছে। তিনি আশা প্রকাশ করেন, এই সাইকেল শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ে নিয়মিত যাতায়াতে সহায়ক হবে এবং তাদের শিক্ষাজীবন আরও সহজ ও গতিশীল করে তুলবে।

সাইকেল হাতে পেয়ে ছাত্রছাত্রীদের মুখে ছিল আনন্দের হাসি। সরকারের এই উদ্যোগে খুশি অভিভাবকরাও। তাঁদের আশা, এই প্রকল্প শিক্ষার্থীদের পড়াশোনার প্রতি আগ্রহ আরও বাড়িয়ে তুলবে এবং বিদ্যালয়ে নিয়মিত উপস্থিতি নিশ্চিত করতে সহায়ক হবে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

কমলপুরে সাংগঠনিক সফরে প্রদেশ কংগ্রেস নেতৃত্ব, মহিলা সংরক্ষণ নিয়ে স্বাক্ষর সংগ্রহে জোর

আগরতলা, ২৭ জুন: সাংগঠনিক কর্মসূচির অংশ হিসেবে শনিবার কমলপুর মহকুমার দক্ষিণ মানিকভাণ্ডারের এরারপাড়া চৌমুহনী এলাকায় সফর করেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশীষ কুমার সাহা, প্রদেশ মহিলা কংগ্রেস সভানেত্রী সর্বাণী ঘোষ চক্রবর্তীসহ দলের শীর্ষ নেতৃত্ব।

এদিনের কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন সর্বভারতীয় মহিলা কংগ্রেসের সম্পাদিকা তথা ত্রিপুরা মহিলা কংগ্রেসের পর্যবেক্ষক কিম হাওকিপ, স্থানীয় কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ এবং দলীয় কর্মী-সমর্থকরা।

সভায় মূলত মহিলা সংরক্ষণ সংক্রান্ত দাবির সমর্থনে স্বাক্ষর সংগ্রহ অভিযান নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। উপস্থিত নেতৃবৃন্দ এই কর্মসূচিকে তৃণমূল স্তরে আরও জোরদার করার আহ্বান জানান এবং বিষয়টির গুরুত্ব তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন।

এছাড়াও সভায় বক্তারা রাজ্য ও কেন্দ্রের ডাবল ইঞ্জিন সরকারের বিভিন্ন নীতি ও কর্মকাণ্ডের সমালোচনা করেন। একইসঙ্গে সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করতে কর্মী-সমর্থকদের ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার আহ্বান জানান প্রদেশ নেতৃত্ব।

২০৩৬ অলিম্পিককে সামনে রেখে রাজ্যজুড়ে ২০৩৬টি বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির সূচনা

আগরতলা, ২৭ জুন: ২০৩৬ সালে ভারতে অলিম্পিক আয়োজনের সম্ভাবনাকে সামনে রেখে ভারতীয় অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে রাজ্যব্যাপী ২০৩৬টি বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির আনুষ্ঠানিক সূচনা করা হয়েছে। শনিবার আগরতলার লোক ভবন প্রাঙ্গণে এই কর্মসূচির উদ্বোধন করেন রাজ্যপাল ইন্দ্র সেনা রেড্ডি নাল্লু।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে রাজ্যপাল পরিবেশ সংরক্ষণ ও সবুজায়নের গুরুত্ব তুলে ধরে বলেন, খেলাধুলার প্রসারের পাশাপাশি পরিবেশ রক্ষায় সকলকে এগিয়ে আসতে হবে। অলিম্পিকের আদর্শকে সামনে রেখে এই ধরনের উদ্যোগ সমাজে ইতিবাচক বার্তা পৌঁছে দেবে বলেও তিনি উল্লেখ করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের সচিব পি. কে. চক্রবর্তী, রাজ্যপালের সচিব উত্তম চাকমা, ত্রিপুরা অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের সচিব সুজিত রায়সহ দপ্তরের অন্যান্য আধিকারিক ও সংগঠনের প্রতিনিধিরা।

রাজ্যজুড়ে পর্যায়ক্রমে ২০৩৬টি চারা রোপণের মাধ্যমে পরিবেশ সংরক্ষণে জনসচেতনতা বৃদ্ধি এবং অলিম্পিক আন্দোলনের বার্তা মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়াই এই কর্মসূচির মূল লক্ষ্য বলে আয়োজকদের পক্ষ থেকে জানানো হয়।

ভেনেজুয়েলার ভূমিকম্প: ১৮ টন ত্রাণ পাঠাল পানামা, প্রস্তুত উদ্ধারকারী বিশেষ দল

পানামা সিটি, ২৭ জুন (আইএএনএস): ভয়াবহ ভূমিকম্পে বিধ্বস্ত ভেনেজুয়েলার জন্য প্রথম দফায় ১৮ টন মানবিক ত্রাণ পাঠিয়েছে পানামা। পাশাপাশি একটি বিশেষ অনুসন্ধান ও উদ্ধারকারী দলও পাঠানোর প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন পানামার প্রেসিডেন্ট হোসে রাউল মুলিনো।

স্থানীয় সময় শুক্রবার এক্স-এ করা এক পোস্টে মুলিনো জানান, পানামার জনগণের সহযোগিতায় ত্রাণসামগ্রী সংগ্রহ করা হয়েছে এবং প্রথম বিমানটি ১৮ টন মানবিক সহায়তা নিয়ে ভেনেজুয়েলার উদ্দেশে রওনা দিয়েছে। ত্রাণসামগ্রীর মধ্যে রয়েছে দীর্ঘদিন সংরক্ষণযোগ্য খাদ্য, বোতলজাত পানীয় জল, ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যবিধির সামগ্রী, প্রাথমিক চিকিৎসার সরঞ্জাম, টর্চ, ব্যাটারি এবং ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির জন্য অন্যান্য জরুরি প্রয়োজনীয় জিনিস।

এদিকে, পানামার জাতীয় সিভিল প্রোটেকশন সিস্টেমের নেতৃত্বে একটি বিশেষ অনুসন্ধান ও উদ্ধারকারী দলও প্রস্তুত করা হচ্ছে। সংস্থার প্রধান ওমর স্মিথ জানান, এই দলে প্রায় ৬০ জন প্রশিক্ষিত উদ্ধারকর্মী এবং অনুসন্ধান কাজে দক্ষ চারটি কুকুর থাকবে।

তিনি জানান, দলের কাছে ড্রোন, তাপ শনাক্তকারী বিশেষ সরঞ্জাম এবং রাসায়নিক, জৈব, তেজস্ক্রিয় ও পারমাণবিক ঝুঁকিপূর্ণ পরিস্থিতি মোকাবিলায় প্রশিক্ষিত কর্মীরাও থাকবেন।

স্থানীয় সংবাদমাধ্যমের খবর অনুযায়ী, এই উদ্ধার অভিযান প্রাথমিকভাবে সাত দিন চলবে। তবে ভেনেজুয়েলার পরিস্থিতি বিবেচনায় প্রয়োজনে সেই সময়সীমা বাড়ানো হতে পারে। প্রয়োজন হলে অতিরিক্ত উদ্ধারকর্মী নিয়ে দ্বিতীয় বিমানও পাঠানো হবে।

এদিকে, বুধবারের বিধ্বংসী ভূমিকম্পের পর ভেনেজুয়েলায় উদ্ধার ও ত্রাণ কার্যক্রমে সহায়তার জন্য ভারত, ডোমিনিকান প্রজাতন্ত্র, এল সালভাদর, কলম্বিয়া, মেক্সিকো, চিলি, ইকুয়েডর, স্পেন, জার্মানি, সুইৎজারল্যান্ড, কাতার এবং রাষ্ট্রসংঘ-সহ একাধিক দেশ থেকে প্রযুক্তিগত ও মানবিক সহায়তা পৌঁছাতে শুরু করেছে।

সরকারি সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, বুধবারের ভূমিকম্পে অন্তত ৯২০ জনের মৃত্যু হয়েছে এবং ৩,৩৬০ জনেরও বেশি মানুষ আহত হয়েছেন। ভূমিকম্পে দেশের মধ্য উপকূলীয় অঞ্চলের বিস্তীর্ণ এলাকায় ব্যাপক অবকাঠামোগত ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।

ব্রিকস ২০২৬-এ গ্লোবাল সাউথকেন্দ্রিক জ্বালানি নীতির রূপরেখা তুলে ধরলেন প্রধানমন্ত্রী মোদি

নয়াদিল্লি, ২৭ জুন (আইএএনএস): ব্রিকসের ২০২৬ সালের সভাপতিত্বকালে নিরাপদ, স্থিতিশীল, ন্যায্য এবং টেকসই বৈশ্বিক জ্বালানি ব্যবস্থার কেন্দ্রে 'গ্লোবাল সাউথ'-কে রাখার ভারতের দৃষ্টিভঙ্গির কথা তুলে ধরলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।

শনিবার কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎ ও আবাসন-নগর বিষয়ক মন্ত্রী মনোহর লাল খট্টর-এর একটি প্রবন্ধ এক্স-এ শেয়ার করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, শক্তিশালী অভ্যন্তরীণ নীতির পাশাপাশি আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বাড়ানোই একটি স্থিতিশীল জ্বালানি ব্যবস্থা গড়ে তোলার মূল ভিত্তি।

প্রধানমন্ত্রী লেখেন, ২০২৬ সালে ব্রিকসের সভাপতিত্ব গ্রহণের সময় ভারত এমন একটি বৈশ্বিক জ্বালানি ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে চায়, যেখানে গ্লোবাল সাউথ থাকবে কেন্দ্রবিন্দুতে। তাঁর মতে, শক্তিশালী জ্বালানি ব্যবস্থার জন্য শুধু দেশের অভ্যন্তরীণ নীতিই যথেষ্ট নয়, বরং আরও দৃঢ় আন্তর্জাতিক অংশীদারিত্বও প্রয়োজন।

নিজের প্রবন্ধে মনোহর লাল খট্টর বলেন, বিশ্বে জ্বালানি ক্ষেত্র দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, জ্বালানি নিরাপত্তা এবং পরিবেশগত স্থায়িত্বের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখতে উন্নয়নশীল দেশগুলির জন্য পারস্পরিক সহযোগিতা ও উদ্ভাবন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি জানান, ব্রিকসের সভাপতিত্বকালে ভারত জ্বালানি প্রাপ্তি, পরিচ্ছন্ন জ্বালানিতে রূপান্তর, প্রযুক্তি এবং উদ্ভাবনের মতো ক্ষেত্রে উদীয়মান অর্থনীতিগুলির মধ্যে সহযোগিতা আরও জোরদার করার চেষ্টা করবে। মন্ত্রী আরও উল্লেখ করেন, বিদ্যুৎ পরিষেবার সম্প্রসারণ, অ-জীবাশ্ম জ্বালানি থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধি এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানির প্রসারে ভারত উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি করেছে। দেশের মোট স্থাপিত বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতার ৫০ শতাংশেরও বেশি এখন অ-জীবাশ্ম জ্বালানি উৎস থেকে আসছে, যা জাতীয়ভাবে নির্ধারিত অবদান (এনডিসি)-র লক্ষ্যমাত্রার আগেই অর্জিত হয়েছে।

খট্টর আরও বলেন, কয়লা গ্যাসিফিকেশন, সবুজ হাইড্রোজেন, বৈদ্যুতিক যানবাহন, বিদ্যুৎ সঞ্চালন নেটওয়ার্কের সম্প্রসারণ, স্মার্ট মিটার এবং 'ইন্ডিয়া এনার্জি স্ট্যাক'-এর মতো ডিজিটাল প্রযুক্তি দেশের জ্বালানি নিরাপত্তা ও বিদ্যুৎ ব্যবস্থার আধুনিকীকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

চণ্ডীপুরে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক কৃতীদের সংবর্ধনা, সম্মানিত প্রায় ৪০০ পড়ুয়া

আগরতলা, ২৭ জুন: ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষের মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রথম ও দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীদের সংবর্ধনা জানাতে চণ্ডীপুর বিধানসভা কেন্দ্রের শ্রীরামপুরের বিবেকানন্দ হলে এক কৃতি সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

চণ্ডীপুর বিজেপি মণ্ডলের যুব মোর্চার উদ্যোগে আয়োজিত অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন রাজ্য সরকারের সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের মন্ত্রী টিংকু রায়।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন চণ্ডীপুর যুব মোর্চার সভাপতি বাবলু দেব, পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান শম্পা দাস পাল, বিমল কর, চণ্ডীপুর মণ্ডল সভাপতি পিন্টু ঘোষসহ বিজেপির অন্যান্য নেতৃবৃন্দ ও বিশিষ্ট ব্যক্তিরা।

এদিন চণ্ডীপুর বিধানসভা এলাকার প্রায় ৩০০ জন এবং কৈলাসহর মহকুমার প্রায় ১০০ জন, মোট প্রায় ৪০০ জন প্রথম ও দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীকে সংবর্ধনা প্রদান করা হয়।

অনুষ্ঠানে অতিথিরা কৃতী শিক্ষার্থীদের অভিনন্দন জানিয়ে তাঁদের আগামী দিনের শিক্ষা ও কর্মজীবনের সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করেন। পাশাপাশি কঠোর পরিশ্রম, শৃঙ্খলা ও অধ্যবসায়ের মাধ্যমে সমাজ ও রাজ্যের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখার আহ্বানও জানান।

অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারিদের আবাস গৃহ "আশ্রয়" পরিদর্শনে রাজ্যপাল

আগরতলা, ২৭ জুন : রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেডি নান্নু আজ সকালে কুঞ্জবনস্থিত অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারিদের আবাস গৃহ "আশ্রয়" পরিদর্শন করেন। রাজ্যপাল সেখানে গিয়ে পৌঁছালে সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের বিশেষ সচিব তপন কুমার দাস এবং আবাসিকগণ তাঁকে স্বাগত জানান। রাজ্যপাল আবাসিকদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন। রাজ্যপাল আবাসিকদের শারীরিক ও মানসিকভাবে সুস্থ থাকার জন্য উৎসাহিত করেন। সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে যুক্ত থাকার জন্যও তিনি তাদের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি আশ্রয় আবাস গৃহের বিভিন্ন সুযোগ সুবিধাগুলিও ঘুরে দেখেন।

পরিদর্শনের সময় বিশেষ সচিব আশ্রয় আবাস গৃহের বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা এবং আবাসিকদের বিষয়ে রাজ্যপালকে বিস্তারিত অবহিত করেন। সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তা এল রাঞ্চলও রাজ্যপালের পরিদর্শনের সময় উপস্থিত ছিলেন।

নিম্নমানের রাস্তার কাজ পরিদর্শনে ধর্মনগরের বিধায়ক জহর চক্রবর্তী, তদন্ত ও ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ

ধর্মনগর, ২৭ জুন: রাস্তা নির্মাণে নিম্নমানের কাজের অভিযোগের ভিত্তিতে শনিবার বিভিন্ন এলাকা পরিদর্শন করেন ৫৬ ধর্মনগর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক জহর চক্রবর্তী। তাঁর সঙ্গে ছিলেন পূর্ত দপ্তরের এসডিও-সহ সংশ্লিষ্ট আধিকারিকরা।

স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, চন্দ্রপুর শ্রীপল্লী থেকে ভাগ্যপুর পর্যন্ত প্রায় ১০ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত সড়কের কাজে একাধিক ত্রুটি রয়েছে এবং কাজের মান সন্তোষজনক নয়। অভিযোগের ভিত্তিতে বিধায়ক ঘটনাস্থলে গিয়ে রাস্তার অবস্থা খতিয়ে দেখেন এবং কাজের মান নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেন।

এরপর তিনি সোনাড়োবাসা এলাকায় নির্মিত প্রায় ৩ কিলোমিটার ইট-সলিং রাস্তার কাজও পরিদর্শন করেন। সেখানেও নির্মাণকাজের মান নিয়ে প্রশ্ন তোলেন স্থানীয়রা। অভিযোগ শুনে বিধায়ক সংশ্লিষ্ট দপ্তরকে বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেন।

পরিদর্শন শেষে জহর চক্রবর্তী বলেন, উন্নয়নমূলক প্রকল্পে নিম্নমানের কাজ কোনওভাবেই বরদাস্ত করা হবে না। সরকারি অর্থের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করতে এবং সাধারণ মানুষের স্বার্থ রক্ষায় দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা ও ঠিকাদারদের জবাবদিহির আওতায় আনা হবে। অভিযোগ প্রমাণিত হলে সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশও দেওয়া হয়েছে।

উল্লেখ্য, প্রতিবেদনে স্থানীয়দের অভিযোগ এবং বিধায়কের বক্তব্য তুলে ধরা হয়েছে। অভিযোগগুলির বিষয়ে সংশ্লিষ্ট ঠিকাদার বা অভিযুক্ত পক্ষের প্রতিক্রিয়া পাওয়া গেলে তা পৃথকভাবে প্রকাশযোগ্য।

ত্রিপুরা স্টেট কো-অপারেটিভ ব্যাংকের ৪৩তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত

আগরতলা, ২৭ জুন: ত্রিপুরা স্টেট কো-অপারেটিভ ব্যাংক লিমিটেডের ৪৩তম বার্ষিক সাধারণ সভা শনিবার আগরতলার নজরুল কলাক্ষেত্রে অনুষ্ঠিত হয়। প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন উপস্থিত অতিথিরা।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের অর্থমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায়, সমবায় দপ্তরের মন্ত্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া, ত্রিপুরা স্টেট কো-অপারেটিভ ব্যাংকের চেয়ারম্যান নাগাধিরাজ দত্তসহ ব্যাংকের অন্যান্য পদাধিকারী, সমবায় প্রতিনিধি এবং বিশিষ্ট অতিথিরা।

সভায় ব্যাংকের বার্ষিক কার্যক্রম, আর্থিক অগ্রগতি এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করা হয়। পাশাপাশি সমবায় ব্যাংকিং ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী ও জনমুখী করে তুলতে বিভিন্ন দিক নিয়েও মতবিনিময় হয়। বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থিত অতিথিরা সমবায় আন্দোলনের গুরুত্ব তুলে ধরে রাজ্যের আর্থিক উন্নয়নে ত্রিপুরা স্টেট কো-অপারেটিভ ব্যাংকের ভূমিকার প্রশংসা করেন।

অবকাঠামোগত সংকটে গোলসিংপাড়া অর্জুন প্রসাদ রোয়াজা পাড়া এসবি স্কুল, সংস্কারের দাবিতে সরব অভিভাবকরা

আগরতলা, ২৭ জুন: দক্ষিণ ত্রিপুরার পোয়াংবাড়ি ব্লকের গোলসিংপাড়া গ্রামের অর্জুন প্রসাদ রোয়াজা পাড়া এসবি স্কুল দীর্ঘদিন ধরে অবকাঠামোগত নানা সমস্যায় জর্জরিত। বিদ্যালয়ের বাউন্ডারি ওয়াল না থাকা এবং স্কুল ভবনের টিনের ছাউনি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় চরম দুর্ভোগে পড়েছেন শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা।

স্থানীয়দের অভিযোগ, বর্ষাকালে নষ্ট টিনের ছাউনি দিয়ে শ্রেণিকক্ষে বৃষ্টির পানি ঢুকে পড়ায় নিয়মিত পাঠদান ব্যাহত হচ্ছে। পাশাপাশি বিদ্যালয়ের চারপাশে বাউন্ডারি ওয়াল না থাকায় শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তা নিয়েও উদ্বেগ বাড়ছে।

অভিযোগ রয়েছে, বিষয়টি একাধিকবার সংশ্লিষ্ট দপ্তরের নজরে আনা হলেও এখনও পর্যন্ত কোনো স্থায়ী সমাধানের উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। ফলে দিন দিন সমস্যা আরও প্রকট আকার ধারণ করছে।

শিক্ষার্থীদের নিরাপদ ও উপযুক্ত শিক্ষার পরিবেশ নিশ্চিত করতে অবিলম্বে বিদ্যালয়ের বাউন্ডারি ওয়াল নির্মাণ এবং ক্ষতিগ্রস্ত টিনের ছাউনি পরিবর্তনের দাবি জানিয়েছেন অভিভাবক ও এলাকাবাসী। তাঁদের আশঙ্কা, দ্রুত সংস্কারকাজ শুরু না হলে বর্ষা মৌসুমে পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে উঠবে।

এ বিষয়ে দ্রুত প্রশাসনিক হস্তক্ষেপ এবং প্রয়োজনীয় সংস্কারমূলক পদক্ষেপ গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

ডিএম আদালতের রায়ের পরও পিতৃসম্পত্তি রক্ষায় মুখ্যমন্ত্রীর দ্বারস্থ সংখ্যালঘু পরিবার, পুলিশ কনস্টেবল ও শাসকদলীয় নেত্রীর বিরুদ্ধে হুমকির অভিযোগ

আগরতলা, ২৭ জুন: পশ্চিম ত্রিপুরার নন্দননগর মসজিদপাড়ার এক সংখ্যালঘু পরিবার নিজেদের পিতৃসম্পত্তি রক্ষা এবং নিরাপত্তার দাবিতে রাজ্যের পুলিশমন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ড. মানিক সাহার হস্তক্ষেপ চেয়েছেন। পরিবারটির অভিযোগ, জেলা শাসকের আদালতের রায় তাদের পক্ষে এলেও এখনও তারা বিভিন্ন ধরনের হুমকি ও চাপের মুখে রয়েছেন।

অভিযোগকারী বিল্লাল হোসেইনের দাবি, ইন্দ্রনগর মৌজার খতিয়ান নম্বর ২৮৮১/১-২-এর পৈতৃক জমি দখলের চেষ্টা হলে তিনি আইনের আশ্রয় নেন। দীর্ঘ আইনি প্রক্রিয়ার পর পশ্চিম ত্রিপুরার জেলা শাসক ড. বিশাল কুমারের আদালত জমির মালিকানা বিল্লাল হোসেইনের পক্ষেই বহাল রাখে।

তবে আদালতের রায়ের পর থেকেই স্থানীয় এক শাসকদলীয় নারী নেত্রী সম্পা এবং রানীরবাজার থানায় কর্মরত পুলিশ কনস্টেবল করিম মিয়া তাকে ও তার পরিবারকে জমি ছেড়ে দেওয়ার জন্য বিভিন্নভাবে হুমকি দিচ্ছেন বলে অভিযোগ করেন বিল্লাল হোসেইন। এমনকি বাড়িতে হামলা ও প্রাণনাশের হুমকিও দেওয়া হয়েছে বলেও তার দাবি।

পরিবারটির আরও অভিযোগ, শুধু তাদেরই নয়, ওই জমির পাশের বাসিন্দা ধনবাবু রিয়াং, সামেন্দ্র দেববর্মা, নিলামা দেববর্মা, জোসেপ দেববর্মা, চন্দ্র দেববর্মা এবং সুরজ দেববর্মার পরিবারকেও ভয়ভীতি প্রদর্শন করা হচ্ছে।

এই পরিস্থিতিতে বিল্লাল হোসেইন নিজের ও পরিবারের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার পাশাপাশি পৈতৃক সম্পত্তি রক্ষায় রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী, পুলিশ প্রশাসন এবং জেলা প্রশাসনের হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন।

স্থানীয়দের একাংশের দাবি, পরিস্থিতির দ্রুত সমাধান না হলে যে কোনও সময় অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটতে পারে। তারা জানিয়েছেন, অভিযুক্ত পুলিশ কনস্টেবলের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবিতে নন্দননগরের জাতি, জনজাতি ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বাসিন্দারা ঐক্যবদ্ধভাবে ত্রিপুরা পুলিশের মহাপরিচালকের (ডিজিপি) কাছে স্মারকলিপি প্রদান করবেন। উল্লেখ্য, অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে আনা অভিযোগের বিষয়ে তাদের বা পুলিশের পক্ষ থেকে এখনও কোনও আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

লায়ন্স ক্লাব অব ধর্মনগরের ২০২৫-২৬ বর্ষে ৪৩টি জনকল্যাণমূলক কর্মসূচি, উপকৃত প্রায় ১৯ হাজার মানুষ

ধর্মনগর, ২৭ জুন: সমাজসেবাকে মূল লক্ষ্য করে ২০২৫-২৬ লায়নিস্টিক বর্ষে (১ জুলাই ২০২৫ থেকে ৩০ জুন ২০২৬) স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পরিবেশ সংরক্ষণ, সমাজকল্যাণ ও যুব উন্নয়নসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে ৪৩টি জনকল্যাণমূলক কর্মসূচি সফলভাবে বাস্তবায়ন করেছে লায়ন্স ক্লাব অব ধর্মনগর। ক্লাবের দাবি, এসব উদ্যোগে সরাসরি উপকৃত হয়েছেন ১৮ হাজার ৯৯২ জন মানুষ।

শনিবার ধর্মনগরে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে এই তথ্য তুলে ধরেন গুয়াহাটি লায়ন্স ক্লাবের প্রাক্তন সভাপতি ও বর্তমান আইডি-ইন-ডিস্ট্রিক্ট কো-অর্ডিনেটর মহাবীর প্রসাদ আগরওয়াল। এ সময় উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন ডিস্ট্রিক্ট গভর্নর শুভঙ্কর সেন, প্রথম সহ-সভাপতি দীপঙ্কর বিশ্বাস এবং ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক নির্মাল্য চক্রবর্তী। ক্লাব সূত্রে জানানো হয়, এক বছরে মোট ১,২৬২ জন সদস্য বিভিন্ন কর্মসূচিতে অংশ নেন। স্বেচ্ছাসেবামূলক কর্মঘণ্টা ছিল ৩,৭৪৮। স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পরিবেশ, সমাজকল্যাণ এবং যুব উন্নয়নকে কেন্দ্র করেই সারা বছর ধরে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়।

লায়নিস্টিক বর্ষের শুরুতে ১ জুলাই ২০২৫ বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির মাধ্যমে পরিবেশ সংরক্ষণের বার্তা দেওয়া হয়। পাশাপাশি ক্লাবের স্থায়ী প্রকল্প হিসেবে ২৪ ঘণ্টার অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা, অক্সিজেন পরিষেবা, পানীয় জল প্রকল্প, "বিজয় লক্ষ্মী" আত্মনির্ভর প্রকল্প, লায়ন্স টেকনো পাথ এবং লায়ন্স চিলড্রেন পার্ক পরিচালিত হয়েছে।

স্বাস্থ্য পরিষেবার অংশ হিসেবে স্বাধীনতা দিবসে আয়োজিত রক্তদান শিবিরে ৪৪ ইউনিট রক্ত সংগ্রহ করে ধর্মনগর ব্লাড ব্যাংকে প্রদান করা হয়।

মাংসের দোকানে পুলিশের তল্লাশি

● আটের পাতার পর

মদসহ বিভিন্ন নেশাজাতীয় সামগ্রী উদ্ধার করা হয়েছে বলে দাবি করা হয়েছে। তবে উদ্ধার হওয়া সামগ্রীর প্রকৃতি এবং অভিযোগের সত্যতা তদন্তের পরই নিশ্চিত হওয়া যাবে।

ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে কলেজ টিলা থানার পুলিশ। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় উত্তেজনা ছড়ালেও বর্তমানে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে বলে জানা গেছে। তদন্ত শেষ হওয়ার পরই ঘটনার প্রকৃত চিত্র স্পষ্ট হবে।

আগরতলায় ইইএফআই-এর

● আটের পাতার পর

অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ার্স-এর ব্যানারে বহুদিবসীয় জাতীয় আন্দোলনের প্রস্তুতির কথাও জানানো হয়।

বৈঠকে আগামী ৩ ও ৪ অক্টোবর কলকাতায় অনুষ্ঠিতব্য ইইএফআই-এর জেনারেল কাউন্সিল সভার প্রস্তুতি নিয়েও আলোচনা হয়।

বৈঠক শেষে প্রতিনিধিরা জানান, বিদ্যুৎ খাতকে বেসরকারিকরণের হাত থেকে রক্ষা, কর্মচারীদের অধিকার সংরক্ষণ এবং সাধারণ মানুষের জন্য সাশ্রয়ী মূল্যে মানসম্মত বিদ্যুৎ পরিষেবা নিশ্চিত করতে সংগঠন ভবিষ্যতেও ঐক্যবদ্ধভাবে আন্দোলন চালিয়ে যাবে।

সোনামুড়ায় পুলিশের বড় সাফল্য, উদ্ধার ২৪

● আটের পাতার পর

শনাক্ত করতে তদন্ত শুরু হয়েছে।

সোনামুড়া থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক (ওসি) ইন্সপেক্টর তাপস দাস জানান, পরিত্যক্ত স্থান থেকে প্রায় ২ কেজি ৫০০ গ্রাম ওজনের ২৪ হাজার ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করা হয়েছে। যার বাজারমূল্য আনুমানিক ২০ লক্ষাধিক টাকা হবে। পাশাপাশি ৪২০টি ট্যাপেনটাডল ট্যাবলেট উদ্ধার করা হয়েছে। মূলত বাংলাদেশে পাচার করার উদ্দেশ্যেই নেশাসামগ্রী পরিত্যক্ত জায়গায় মজুত রাখা হয়েছিল। মাদক পাচারচক্রের সঙ্গে জড়িতদের চিহ্নিত করতে তদন্ত জোরদার করা হয়েছে।

অলিম্পিক দিবস উপলক্ষে লোক

● আটের পাতার পর

করার আবেদন জানিয়েছে।

রাজ্য সরকারও রাজ্যে ক্রীড়া পরিকাঠামো উন্নয়নে বেশ কিছু উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এরফলে তরুণ ক্রীড়াবিদদের জন্য আরও ভালো সুযোগ তৈরি হবে এবং রাজ্যের ক্রীড়াবিদরা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরের ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ ও সাফল্য অর্জনে সক্ষম হবেন বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

আজ এই বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি আয়োজন করার উদ্দেশ্য হল পরিবেশ সংরক্ষণ এবং প্রকৃতি রক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করা। লোকভবন থেকে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

8th-6th page -2022 darpan print.pmd 1
28-06-2026, 01:06

অঙ্গন

এ ডিভিশনের টার্গেট নিয়েই এবার শক্তিশালী দল গঠন করলো ত্রিবেণী সংঘ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ জুন: আগামী বছর এ ডিভিশনে খেলার সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও টার্গেট সামনে রেখেই এবার মরশুমের শক্তিশালী ফুটবল দল গঠন সম্পন্ন করলো স্থানীয় ত্রিবেণী সংঘ। ক্লাব সূত্রের খবর, দলকে সাফল্যের শিখরে পৌঁছে দিতে এবার টিম ম্যানেজারের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব সঁপে দেওয়া হয়েছে তন্ময় ধরের কাঁধে। পাশাপাশি, ফুটবলারদের মাঠের রণকৌশল ও সঠিক দিশা দেখানোর জন্য প্রধান কোচ হিসেবে দলের দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন অভিজ্ঞ সমরজিৎ দেববর্মা। আগামী দিনে মাঠের লড়াইয়ে নিজেদের সেরাটা উজার করে দিতে দলের খেলোয়াড়রা ইতিমধ্যেই প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছেন। ক্লাব ম্যানেজমেন্ট ও ফুটবলারদের মধ্যে এই নতুন মরশুমকে ঘিরে এক আলাদা উন্মাদনা তৈরি হয়েছে।এবারের আসরে চ্যাম্পিয়ন হয়ে আগামী বছর এ ডিভিশনের টিকিট পাকা করতে অত্যন্ত সুপরিকল্পিতভাবে ফুটবলারদের বেছে নিয়েছেন ম্যানেজার তন্ময় ধর। তাঁর দুর্দান্ত ও অক্লান্ত প্রয়াসে দলটিতে স্থানীয় প্রতিভার পাশাপাশি ভিন রাজ্যের প্রতিভাবান ফুটবলারদের এক চমৎকার ভারসাম্য তৈরি হয়েছে। এবার ত্রিবেণী সংঘের ঘোষিত মূল দলে ফরোয়ার্ড লাইনে থাকছেন জাভেদ ডারলং, নাইসা জমাতিয়া, অমিত জমাতিয়া, জন জমাতিয়া এবং মিজোরামের দুই প্রমিজিং তারকা রিচার্জ ও জুয়ালা। মাঝমাঠ অর্থাৎ মিডফিল্ড সামলানোর দায়িত্বে রয়েছেন ভক্তসাধন জমাতিয়া, কাচাং জমাতিয়া, সুবন দেববর্মা ও সুকান্ত জমাতিয়া। অন্যদিকে, দলের রক্ষণভাগ তথা ডিফেন্সকে দুর্ভেদ্য করে তুলতে থাকছেন শিবা দেববর্মা, মঙ্গল সিং জমাতিয়া, বিরু দেববর্মা, জনি জমাতিয়া, বুলেমিনি জমাতিয়া, আচাই জমাতিয়া এবং মিজোরামের মনপুইয়া। একঝাঁক লড়াকু ফুটবলারদের নিয়ে গঠিত এই দলটির পারফরম্যান্স নিয়ে অত্যন্ত আশাবাদী টিম ম্যানেজার তন্ময় ধর। তিনি দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করে জানান, এবার মাঠে নিজেদের সেরা খেলাটা মেলে ধরে এই দলটি আগামী বছর ক্লাবকে এ ডিভিশনে নিয়ে যেতে সক্ষম হবে।

দেম্বেলের হ্যাটট্রিক, নরওয়েকে ৪-১ ব্যবধানে হারিয়ে গ্রুপ শীর্ষে এমবাপের ফ্রান্স

উসমান দেম্বেলে- কিলিয়ান এমবাপে জুটির দাপটে দাঁড়াতেই পারল না আর্লিং হালান্ডহীন নরওয়ে। ম্যাচের ফল ফ্রান্সের পক্ষে ৪-১। চারটি গোলই হল ৩২ মিনিটের মধ্যে। তার মধ্যেই বিশ্বকাপের দ্বিতীয় দ্রুততম হ্যাটট্রিক করলেন দেম্বেলে। অন্য দিকে, ১০ জনের ইরাককে ৫-০ ব্যবধানে উড়িয়ে দিল সেনেগাল। দু'টি ম্যাচ শুরুর আগেই ভেনেজুয়েলায় ভূমিকম্পে নিহতদের শ্রদ্ধা জানিয়ে ১ মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।

নরওয়েকে প্রথমেই কোণঠাসা করে দেওয়াই ছিল দিদিয়ের দেশঁর দলের লক্ষ্য। আগ্রাসী মেজাজে শুরু করে ফ্রান্স। নিজেদের মধ্যে ছোট ছোট পাস খেলে দ্রুত আক্রমণে উঠছিল দু'বারের বিশ্বচ্যাম্পিয়নেরা। ২৫ সেকেন্ডেই এমবাপের শট বারে লেগে ফিরে আসে। তবে ফল আসে দ্রুতই। ৭ মিনিটেই ফ্রান্সকে এগিয়ে দেন দেম্বেলে। এমবাপের কাছ থেকে বল পেয়ে বক্সের মাথা থেকে নেওয়া দুর্দান্ত শটে গোল করেন দেম্বেলে। ২০ মিনিটে ফ্রান্সের দ্বিতীয় গোলও এমবাপে-দেম্বেলে যুগলবন্দির ফল। মাঝমাঠে বল ধরে দেম্বেলেকে বল বাড়ান এমবাপে। বক্সের ঠিক বাইরে থেকে নরওয়ের তিন জন ডিফেন্ডারের বাধা টপকে গোল করেন দেম্বেলে। নরওয়ের গোলরক্ষক চেষ্টা করেও আটকাতে পারেননি। ৩২ মিনিটে হ্যাটট্রিক পূর্ণ করেন প্যারিস সঁ জরমঁ তারকা। এ বার বক্সের ভিতরে অঁরেলিয়েঁ চুয়ামেনির কাছ থেকে বল পেয়ে বাঁ পায়ের বাঁক খাওয়ানো শটে নরওয়ের গোল রক্ষককে পরাস্ত করেন দেম্বেলে। আর্জেন্টিনার লিয়োনেস মেসি, কানাডার জোনাথন ডেভিডের পর তৃতীয় ফুটবলার হিসাবে এ বারের বিশ্বকাপে হ্যাটট্রিক করলেন ফরাসি তারকা।

বিশ্বকাপের ইতিহাসে দ্রুততম হ্যাটট্রিকের রেকর্ড অস্ট্রিয়ার এরিক প্রবস্টের দখলে। ১৯৫৪ সালের বিশ্বকাপে তৎকালীন চেকোশ্লোভাকিয়ার বিরুদ্ধে ২৪ মিনিটে হ্যাটট্রিক সম্পূর্ণ করেছিলেন তিনি। দেম্বেলের ৩২ মিনিটের হ্যাটট্রিকটি বিশ্বকাপের দ্বিতীয় দ্রুততম। ১৯৮৬ সালের বিশ্বকাপে পোল্যান্ডের বিপক্ষে ইংল্যান্ডের গ্যারি লিনেকারের ৩৫ মিনিটে করা হ্যাটট্রিক চলে গেল তালিকায় তৃতীয় স্থানে।

নরওয়ের ফুটবলারেরা শুরুতে প্রতি আক্রমণমূলক ফুটবল খেলার চেষ্টা করলেও তিন গোল খাওয়ার পর বেশ রক্ষণাত্মক হয়ে যান। আট-ন'জন মিলে ডিফেন্সে নেমে বক্সের মধ্যে পায়ের জঙ্গল তৈরি করে ফ্রান্সের আক্রমণ আটকানোর চেষ্টা করছিলেন তাঁরা। তবে ফ্রান্সের দ্বিতীয় গোলের ১ মিনিট পরেই নরওয়ের হয়ে ব্যবধান কমিয়ে ছিলেন থেলোগার্ড। গোলের পর সেন্টার থেকে দ্রুত আক্রমণে ওঠে সেনেগাল। বক্সের ঠিক ভিতরে বল পান অসগার্ড। অল্প ডান দিকে দৌড়ে দুরন্ত শটে গোল করেন তিনি। যদিও লাভ হয়নি। দেম্বেলের তৃতীয় গোলের পর নরওয়ের ফুটবলারেরা ডিফেন্স ছেড়ে ওঠার সাহস পাননি। তবে হালান্ড মাঠে থাকলে কী হল বলা মুশকিল। নকআউটের কথা ভেবে তাঁকে এ দিন বিশ্রাম দিয়েছিলেন নরওয়ে কোচ স্টাল সোলবাকেন।

বড় ব্যবধানে জিতলেও গোলের বেশ কয়েকটি সুযোগ নষ্ট করেছে ফ্রান্স। তিনটি প্রায় একের বিরুদ্ধে এক পরিস্থিতিতে গোল করতে পারেননি দেম্বেলেরা। কঠিন প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে সমস্যা হতে পারে। দ্বিতীয়ার্ধে নরওয়ের রক্ষণ ভাঙতেও বেশ বেগ পেতে হয়েছে দেশঁর দলকে। দ্বিতীয়ার্ধের সংযুক্ত সময় হেড দিয়ে ফ্রান্সের হয়ে চতুর্থ গোলটি করেন ডেজিরে ডুয়ে। প্রথমার্ধেই পেনাল্টি থেকে ব্যবধান কমানোর সুযোগ পায় নরওয়ে। স্ট্রান্ড লারসেনের দুর্বল শট আটকে দেন ফরাসি গোলরক্ষক। গ্রুপ 'আই' চ্যাম্পিয়ন হওয়ায় পরের রাউন্ডে ফ্রান্সের সম্ভাব্য প্রতিপক্ষ সুইডেন। রানার্স হওয়ায় নরওয়েকে খেলতে হবে সম্ভবত আইভোরি কোস্টের সঙ্গে।

ইরাককে ৫-০ ব্যবধানে হারিয়ে গ্রুপ 'আই'-এ তৃতীয় স্থানে শেষ করল সেনেগাল। নকআউটে তাদের যাওয়া নির্ভর করবে অন্য গ্রুপগুলির ফলাফলের উপর। ১৩ মিনিটে লাল কার্ড দেখেন ইরাকের রেবিন সুলাকা। গোল করার কাছাকাছি জায়গায় চলে যাওয়া সাদিয়ো মানেকে ফাউল করায় মাঠ ছাড়তে হয় তাঁকে। তবে তার আগেই ৪ মিনিটে সেনেগালকে এগিয়ে দেন হাবিব দিয়ারা। ৫৬ মিনিটে দ্বিতীয় গোল ইসমাইলা সারের। ইরাকের রক্ষণ ভাগের ভুল কাজে লাগান তিনি। ৫৯ মিনিটে তৃতীয় গোল পরিবর্ত হিসাবে নামা পাপে গেয়ের। ৭১ মিনিটে নিজের দ্বিতীয় গোল করে সেনেগালকে ৪-০ ব্যবধানে এগিয়ে দেন গেয়ে। ৮২ মিনিটে পঞ্চম গোল ইলিমান এনদিয়ায়ের।

বিশ্বকাপের মাঝে দুই শিবিরে অশান্তি ! কোচের সঙ্গে মতানৈক্য, নির্দেশ মানছেন না দু'দলের ফুটবলারেরা

কোচের সঙ্গে মতের মিল হচ্ছে না ফুটবলারদের। পছন্দ হচ্ছে না কোচের পরিকল্পনা। এই নিয়ে কোচের সঙ্গে ফুটবলারদের দ্বন্দ্ব শুরু হয়েছে। বিশ্বকাপের গ্রুপ পর্বের খেলাও এখনও শেষ হয়নি। তার মাঝেই দুই শিবিরে অশান্তির খবর পাওয়া যাচ্ছে। জার্মানি ও উরুগুয়ে দলের অন্দরের অবস্থা ভাল নয় বলেই খবর।

গ্রুপ পর্বের নিজেদের শেষ ম্যাচ হেরেছে জার্মানি। ২ মিনিটের মাথায় জার্মানিকে এগিয়ে দিয়েছিলেন লেরয় সানে। কিন্তু সেই অগ্রগমন ধরে রাখতে পারেনি তারা। দুই অর্ধে দু'টি গোল করে জিতেছে ইকুয়েডর। ম্যাচ শেষে হারের দায় দলের ফুটবলারদের উপর চাপিয়েছেন জার্মানির কোচ জুলিয়ান নাগেলম্যান। তিনি বলেন, "আমরা খুব ভাল শুরু করেছিলাম। কিন্তু গোলটা করার পরেই কেমন গুটিয়ে গেলাম। ইকুয়েডরের হারানোর কিছু ছিল না। তাই ওরা যে মরিয়া চেষ্টা করবে সেটা আমরা জানতাম। কিন্তু আমাদের ফুটবলারদেরও হাই প্রেসিং ফুটবল খেলতে হত। সেটা হল না। ওদের জায়গা দিলাম। তাতে হারতে হল।"

কোচের মতে, পরিকল্পনায় ভুল হয়েছে তাঁদের। কিন্তু তা মানতে নারাজ দলের দুই ফুটবলার ডেনিজ উন্ডাভ ও জোশুয়া কিমিচ। তাঁদের মতে, ইকুয়েডরের ফুটবলারেরা তাঁদের থেকে অনেক বেশি জেতার তাগিদ দেখিয়েছেন। তাই তাঁরা জিতেছেন। উন্ডাভ বলেন, "আমার মনে হয় ওরা জেতার জন্য মরিয়া ছিল। আরও আরও আক্রমণাত্মক খেলেছে। নিজেদের ১০০ শতাংশ দিয়েচে। প্রতিটা বলের জন্য দৌড়েছে। আমরা সেটা করতে পারিনি। পরিকল্পনায় কোনও ভুল ছিল না।" একই কথা শোনা গিয়েছে কিমিচের মুখে। তিনি বলেন, "একটাই পার্থক্য ছিল। আমাদের থেকেও ওদের জেতার তাগিদ ছিল বেশি। তাই ওরা জিতেছে। যোগ্য দল হিসাবে জিতেছে।" দুই ফুটবলারের কথা থেকে পরিষ্কার, কোচের সঙ্গে একমত নন তাঁরা। এই পরস্পর বিরোধী মন্তব্যের পরেই জার্মানির শিবিরে ভাঙনের জল্পনা শুরু হয়েছে।

গ্রুপের শেষ ম্যাচে নামার আগে উরুগুয়ে শিবিরে সমস্যা দেখা দিয়েছে। কোচ মার্সেলো বিয়েলসার কোচিং পদ্ধতি পছন্দ হচ্ছে না ফুটবলারদের। তিনি অত্যধিক পরিশ্রম করাচ্ছেন। তাতে ম্যাচে নামার আগে ফুটবলারেরা ক্লান্ত হয়ে পড়ছেন বা তাঁদের চোট লাগছে বলে অভিযোগ।

উরুগুয়ের এক সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, সের্জিয়ো রোশেট, মানুয়েল উগার্তে, রদ্রিগো বেন্টানকুর ও ফেদেরিকো ভালভার্দে নাকি আলাদা করে কোচ বিয়েলসার সঙ্গে বৈঠক করেছেন। শনিবার ভারতীয় সময় ভোরে স্পেনের বিরুদ্ধে গ্রুপের শেষ ম্যাচ খেলতে নামবে উরুগুয়ে। এই ম্যাচের উপরেই তাদের নকআউটের ভাগ্য নির্ভর করছে। গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচের আগে তাই সতর্ক ফুটবলারেরা।

জানা গিয়েছে, ফুটবলারেরা কোচকে জানিয়েছেন, অনুশীলনে চাপ কমাতে। তাতে ম্যাচের সময় ফুটবলারেরা তরতাজা থাকবেন। পাশাপাশি স্পেনের বিরুদ্ধে রক্ষণ সামলে প্রতিআক্রমণে ওঠার পরিকল্পনাও জানিয়েছেন তাঁরা। বিয়েলসা সাধারণত আক্রমণাত্মক ফুটবল পছন্দ করেন। সেটা করতে গিয়ে কাবো ভার্দের কাছে ২ গোল খেতে হয়েছে উরুগুয়েকে। স্পেনের বিরুদ্ধে যাতে সেই সমস্যা না হয়, সেই বিষয়ে সতর্ক ফুটবলারেরা। যদিও এখনও পর্যন্ত বিয়েলসা বা উরুগুয়ের কোনও ফুটবলার এই বিষয়ে মুখ খোলেননি।

চার দিনে দ্বিতীয় জয় পাকিস্তানের বিরুদ্ধে, প্রো লিগে পিছিয়ে পড়েও ৭-১ ব্যবধানে জিতলেন হরমনপ্রীতেরা

এফআইএইচ প্রো লিগের আগের ম্যাচে হাড্ডিহাড্ডি লড়াই হয়েছিল। পাকিস্তানকে ৪-৩ ব্যবধানে হারিয়েছিল ভারত। দু'দেশের দ্বিতীয় ম্যাচেও হল ৮ গোল। তবে এ বার একচেটিয়া দাপট দেখাল ভারতীয় হকি দল। হরমনপ্রীত সিংহেরা পিছিয়ে পড়েও জিতলেন ৭-১ ব্যবধানে। ভারতের হয়ে গোল করলেন ছ'জন। শুক্রবার পাকিস্তানকে দাঁড়াতেই দিল না ভারত। প্রথম থেকেই পাক রক্ষণকে চাপে ফেলে দেন সুখজিৎ সিংহ, যুগরাজ সিংহেরা। ইংল্যান্ডের কাছে শুট আউটে হারার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে দুর্দান্ত ভাব ঘুরে দাঁড়াল গত দু'টি অলিম্পিক্সে ব্রোঞ্জজয়ীরা। যদিও এক সময় ০-১ ব্যবধানে পিছিয়ে ছিল ভারতই। ১৩ মিনিটে পাকিস্তানকে এগিয়ে দেন আবু মহম্মদ। সেট পিস থেকে তাঁর ড্র্যাগ ফ্লিক আটকাতে পারেননি ভারতের গোলরক্ষক মোহিত। খেলার গতির বিপরীতেই গোল পেয়ে যায় পাকিস্তান।২০ মিনিটে সমতা ফেরায় ভারত। হরমনপ্রীতের শট সুখজিতের স্টিকে দিক পরিবর্তন করে গোলে ঢুকে যায়। সমতা ফেরানোর পর খেলার গতি আরও বাড়িয়ে দেন ভারতীয়েরা। গোলের সুযোগও তৈরি হতে থাকে। ভারতের আগ্রাসী হকির সামনে ভেঙে পড়তে থাকে পাক রক্ষণ। ২৩ মিনিটে মনদীপ সিংহ এবং ২৫ মিনিটে দিলপ্রীত সিংহ সহজ সুযোগ নষ্ট করেন। ২৬ মিনিটে হরমনপ্রীতের দুর্দান্ত শটে ২-১ ব্যবধানে এগিয়ে যায় ভারত। প্রথমার্ধে আর গোল হয়নি।দ্বিতীয়ার্ধেও আগ্রাসী হকি ধরে রাখে ভারতীয় দল। যেখানে প্রথমার্ধ শেষ করেছিল, সেখান থেকেই দ্বিতীয়ার্ধ শুরু করে ক্রেগ ফুলটনের দল। ৩৩ মিনিটে পর পর দু'টি পেনাল্টি কর্নার পায় ভারত। পাকিস্তানের এক ডিফেন্ডার শরীর দিয়ে বল আটকালে পেনাল্টি স্ট্রোক পায় ভারত। ৩৫ মিনিটে গোল করতে ভুল করেননি হার্দিক সিংহ। পরের মিনিটেই ভারতকে ৪-১ ব্যবধানে এগিয়ে দেন যুগরাজ।

দীপ্তনু-র দুর্দান্ত বোলিংয়ে অমরপুরকেহারালো বিলোনিয়া

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ জুন।।বল হাতে বিধ্বংসী দীপ্তনু পাল। দীপ্তনুর আগুন ঝরানো বোলিংয়ে জয় দিয়ে আসর শুরু করলো বিলোনিয়া মহকুমা। ৬ উইকেটে পরাজিত করলো অমরপুর মহকুমাকে। মেলাঘরের শহীদ কাজল ময়দানে অনুষ্ঠিত হয় ম্যাচটি। তাতে বিজয়ী দলের দীপ্তনু ৬ উইকেট দখল করে সকলের নজর কেড়ে নেয়। এদিন সকালে টসে জয়লাভ করে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে অমরপুর মহকুমা মাত্র ৯৮ রান করতে সক্ষম হয়। দলের পক্ষে আদ্রিয়ান মালাকার ৪৪ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৯, শুভজিৎ শীল ৩৬ বল খেলে দুটি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৩ এবং আয়ুশ দেবনাথ ৩৫ বল খেলে একটি বাউন্ডারির সাহায্যে ১২ রান করে। দল অতিরিক্ত খাতে পায় ৩৫ রান। বিলোনিয়া মহকুমার পক্ষে দীপ্তনু পাল ২২ রানে ৬ টি উইকেট দখল করে। জবাবে খেলতে নেমে বিলোনিয়া মহকুমা ২৭ ওভারে ৪ উইকেট হারিয়ে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয়। দলের পক্ষে আকাশ হোসেন ৫০ বল খেলে ৭ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৩৩ রানে অপরাজিত থেকে যায়। এছাড়া অর্কনীড় দত্ত ৪৭ বল খেলে ৪ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ২১ রান করে। দল অতিরিক্ত খাতে পায় ১৮ রান।

তৃতীয় ডিভিশন লিগ ফুটবলে জয়ের সারণীতে ইয়ুথ ক্লাব

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ জুন।।জয়ে জয়ে এগুচ্ছে ইয়ুথ ক্লাব। শনিবার অনেকটা ঘাম ছড়িয়ে পরাজিত করে কেশব সংঘ কে। রাজ্য ফুটবল সংস্থা আয়োজিত তৃতীয় ডিভিশন লিগ ফুটবলে। উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে শনিবার বিকেলে অনুষ্ঠিত হয় ম্যাচটি। শক্তির বিচারে উৎপল চৌধুরীর দল ইয়ুথ ক্লাব এগিয়েছিল তার সকলের জানা।। দেখার ছিল ম্যাচে কতটা আধিপত্য দেখাতে পারেন দলীয় ফুটবলাররা। ২২ মিনিটের মাথায় রাহুল জমাতিয়া গোল করে এগিয়ে দেন ইয়ুথ ক্লাবকে। গোল পেতে দ্বিগুণ উৎসাহে আক্রমণের গতি বাড়াতে থাকেন ইয়ুথ ক্লাবের ফুটবলাররা ২৯ মিনিটে আকাশ সরকার গোল করে ব্যবধান বাড়ান। প্রথমার্ধের খেলা শেষ হওয়ার দু মিনিট আগে দলের পক্ষে তৃতীয় এবং নিজের দ্বিতীয় গোল করেন রাহুল জমাতিয়া। বিরতির পর বেঁচে ফেরার চেষ্টা করেন কেশব সংঘের ফুটবলাররা। ৫৪ মিনিটে সালমা জমাতিয়া গোল করে ব্যবধান কমান। এরপর আক্রমণ প্রতি আক্রমণে দু- ডালের ফুটবলাররা গেলেও জাল নাড়াতে ব্যর্থ হয়েছে। খেলা পরিচালনা করেন তাপস দেবনাথ।

লুডো প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন চন্দ্রিমা প্রেস ক্লাবে শুরু ইনডোর গেমসের আসর

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ জুন: সাংবাদিকদের পারস্পরিক সৌহার্দ্য ও ক্রীড়া চেতনা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আজ থেকে অত্যন্ত উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে শুরু হয়েছে আগরতলা প্রেস ক্লাবের স্পোর্টস ফেস্টের ইনডোর গেমসের আসর। এবারের উৎসবের প্রথম ইনডোর গেমস হিসেবে আয়োজিত লুডো প্রতিযোগিতাকে ঘিরে সংবাদমাধ্যমের কর্মীদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যায়। ক্লাব প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত এই প্রতিযোগিতার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে প্রতিযোগীদের উৎসাহিত করেন আগরতলা প্রেস ক্লাবের সহ-সভাপতি শ্রীমতি চিত্রা রায়, কোষাধ্যক্ষ রঞ্জন রায়, সহ-সম্পাদক কমল চৌধুরী এবং স্পোর্টস কমিটির কনভেনার তথা সহ-সম্পাদক অভিষেক দে।সাংবাদিক খেলোয়াড়দের অংশগ্রহণে আয়োজিত এই লুডো প্রতিযোগিতায় প্রতিটি ম্যাচেই লক্ষ্য করা গেছে টানটান উত্তেজনা। দীর্ঘ লড়াই ও হাড্ডাহাড্ডি প্রতিযোগিতা শেষে এবারের ইভেন্টে চ্যাম্পিয়নের গৌরব অর্জন করেছেন চন্দ্রিমা সিরকার। রানার্স আপ হয়েছেন সন্তোষ গোপ এবং তৃতীয় স্থান অধিকার করেছেন সিশান চক্রবর্তী। খেলা শেষে উপস্থিত ক্লাবের পদস্থ কর্মকর্তা ও অতিথিবৃন্দ বিজয়ী ও সফল প্রতিযোগীদের অভিনন্দন জানান। আগামী দিনগুলিতে ইনডোর গেমসের অন্যান্য আকর্ষণীয় ইভেন্টগুলিও ক্লাব প্রাঙ্গণে ধারাবাহিকভাবে অনুষ্ঠিত হবে বলে ক্লাব কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে জানানো হয়েছে।

কৈলাসহরকে ২ রানে হারিয়ে লংতরাইভ্যালির রোমাঞ্চকর জয়

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা,২৭ জুন।।দুরন্ত লড়াই। হার না মানা মানসিকতাই শেষ পর্যন্ত জয় পেলো লংতরাইভ্যালি মহকুমা। রোমাঞ্চকর ম্যাচে ২ রানে পরাজিত করলো কৈলাসহর মহকুমাকে। রাজ্য অনূর্ধ ১৫ ক্রিকেটে। তালতলা স্কুল মাঠে শনিবার অনুষ্ঠিত হয় ম্যাচটি। এদিন সকালে প্রথমে ব্যাট করার সুযোগ পেয়ে লংতরাইভেলি মহকুমা ১৭৪ রান করে। দলের পক্ষে সন্দীপ রায় ১০৪ বল খেলে ৫ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৪৫, করণ রূদপিনি ৬০ বল খেলে দুটি বাউন্ডারির সাহায্যে ২৪,:আকাশ চাকমা ১২ বল খেলে দুটি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৬, দীপাঞ্জন দাস ২৩ বল খেলে দুটি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৬, মেগ দেববর্মা ১৮ বল খেলে দুটি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৪ রান করে। দল অতিরিক্ত খাতে পায় ৩৬ রান। কৈলাসহর মহকুমার পক্ষে অনুজ দে ২০ রানে, কিষান দাস ২১ রানে, পীযূষ দাস ২৩ রানে এবং রাজদীপ সিনহা ৩৭ রানে ২ টি করে উইকেট দখল করে। জবাবে খেলতে নেমে দুরন্ত লড়াই করলেও কৈলাসহরের ইনিংস গুটিয়ে যায় ১৭২ রানে। দলের পক্ষে দেবার্ঘ্য দাস ৫৭ বল খেলে ৬ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৩৫, আয়ুষ্মান সিনহা ৫৯ বল খেলে দুটি বাউন্ডারির সাহায্যে ২০, হর্শীত পাল ১৮ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৭ এবং অনুজ দে ১৯ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৩ রান করে। দল অতিরিক্ত খাতে পায় ৪৬ রান। লংতরাইভেলি মহকুমার পক্ষে নীরব চাকমা ২৩ রানে ৩ টি, দীপাঞ্জন দাস ২২ রানে, আকাশ চাকমা ৩০ রানে এবং জ্যাকসন ত্রিপুরা ৪১ রানে ২ টি করে উইকেট দখল করে।

এগিয়ে চল সংঘ আয়োজিত ওপেন যোগা প্রতিযোগিতা সম্পন্ন

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ জুন: সমাজের বুকে যোগচর্চার প্রসার এবং নতুন প্রতিভা বিকাশের লক্ষ্যে এগিয়ে চলো সংঘের উদ্যোগে আজ অত্যন্ত উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে সফলভাবে সম্পন্ন হলো ওপেন যোগা প্রতিযোগিতা ২০২৬। স্থানীয় ক্লাব প্রাঙ্গণে আয়োজিত এই আকর্ষণীয় প্রতিযোগিতার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আগরতলা পুর নিগমের কর্পোরেটর জাহ্নবী দাস চৌধুরী। এছাড়াও অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে প্রতিযোগীদের উৎসাহিত করেন পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা পরিষদের সভাধিপতি বিশ্বজিৎ শীল সহ ক্লাবের পদস্থ কর্মকর্তা ও অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। আজকের এই আসরকে কেন্দ্র করে সকাল থেকেই খুদে যোগাভ্যাসকারী ও ক্রীড়াপ্রেমীদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা লক্ষ্য করা গেছে। এবারের প্রতিযোগিতায় বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা প্রায় ১০০-রও বেশি প্রতিযোগী অংশ নিয়ে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের লড়াইয়ে নামে। মোট ৬টি বিভাগে এই প্রতিযোগিতার আসর বসেছিল, যার মধ্যে ছিল ৮ বছর পর্যন্ত (ছেলে ও মেয়ে), ৮ বছরের ঊর্ধ্বে (ছেলে ও মেয়ে) এবং ১২ বছরের ঊর্ধ্বে (ছেলে ও মেয়ে) বিভাগ। এছাড়া প্রতিযোগিতার বিশেষ আকর্ষণ হিসেবে ছিল আর্টিস্টিক সিঙ্গেল যোগা, যা ১১ বছর পর্যন্ত এবং ১১ বছরের ঊর্ধ্বেএই দুটি বিভাগে অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিটি বিভাগেই প্রতিযোগীরা অসাধারণ দক্ষতা, শৃঙ্খলা ও নিখুঁত শারীরিক ভারসাম্যের সাথে যোগাসন প্রদর্শন করে উপস্থিত বিচারক ও দর্শকদের মুগ্ধ করে। এই সফল আয়োজনকে সার্থক করে তোলার জন্য উপস্থিত সকল অতিথি, বিচারকমণ্ডলী, অভিভাবক এবং স্বেচ্ছাসেবকদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেছে এগিয়ে চলো সংঘ কর্তৃপক্ষ।

রাজ্য ক্রিকেটে মোহনপুরকে হারিয়ে জয়ে শুরু জিরানিয়ার

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ জুন।। শুভজিৎ দাসের দায়িত্বশীল ব্যাটিং। তাতেই জয় দিয়ে আসর শুরু করলো জিরানীয়া মহকুমা। ৭ উইকেটে পরাজিত করলো মোহনপুর মহকুমাকে। রাজ্য অনূর্ধ ১৫ ক্রিকেটে।আমতলী স্কুল মাঠে শনিবার অনুষ্ঠিত হয় ম্যাচটি। তাতে বিজয়ী দলের শুভজিৎ দাস ৭৩ রান করে। এদিন সকালে টসে জয়লাভ করে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে মোহনপুর মহকুমা ১৪০ রান করে নির্ধারিত ৫০ ওভারে ৯ উইকেটে হারিয়ে। দলের পক্ষে ওপেনার অগ্রজিৎ সরকার ১২০ বল খেলে ৫ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৩৯, অভিজিৎ চক্রবর্তী ৭২ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ২২ রান করে। দলের আর কোনও ব্যাটসম্যান দুই অংকের রানে পা রাখতে পারেনি। দল অতিরিক্ত খাতে পায় ৩৬ রান। জিরানিয়া মহকুমার পক্ষে বিজয় দাস ১৫ রানে এবং ওঙ্কার দেবনাথ ২৬ রানে ২ টি করে উইকেট দখল করে। জবাবে খেলতে নেমে জিরানিয়া মহকুমা ৩৩ ওভারে ৩ উইকেট হারিয়ে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয়। দলের পক্ষে ওপেনার শুভজিৎ দাস ১১১ বল খেলে ১০ টি বাউন্ডারি ও ৪ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৭৩, ওঙ্কার দেবনাথ ৪৮ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৬ এবং শুভ্রনীল সাহা ১৪ বল খেলে দুটি বাউন্ডারির সাহায্যে ১১ রান করে। দল অতিরিক্ত খাতে পায় ২৮ রান।

রাজ্য ক্রিকেটে আমবাসাকে হারিয়ে বিশালগড় জয়ী

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ জুন।।জয় দিয়ে আসর শুরু করলো বিশালগড় মহকুমা। ৭ উইকেটে পরাজিত করলো আমবাসা মহকুমাকে। রাজ্য অনূর্ধ ১৫ ক্রিকেটে। প্রীতম সরকারের অপরাজিত অর্ধশতরানে। নীপকো মাঠে অনুষ্ঠিত হয় ম্যাচটি। এদিন সকালে টসে জয়লাভ করে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে আমবাসা মহকুমা মাত্র ১০৯ রান করতে সক্ষম হয়। দলের পক্ষে ওপেনার শুভ দাস ৫৯ বল খেলে ৭ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৩৩, সৌরদ্বীপ পাল ২৭ বল খেলে ৪ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৯ এবং সাওয়ান ২০ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১০ রান করে। দলের আর কোনও ব্যাটসম্যান দুই অংকের রানে পা রাখতে পারেনি। দল অতিরিক্ত খাতে পায় ২৫ রান। বিশালগড় মহকুমার পক্ষে দ্বীপ শীল ২৬ রানে, শুভজিৎ দাস ৩৬ রানে ৩ টি করে, সমরজিৎ চৌধুরী ৪ রানে এবং রোহিত ভৌমিক ১১ রানে ২ টি করে উইকেট দখল করে। জবাবে খেলতে নেমে বিশালগড় মহকুমা ২৮.৫ ওভারে ৩ উইকেট হারিয়ে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয়। একসময় মাত্র ২৩ রানে ৩ উইকেট হারানোর পর দলের হয়ে রুখে দাঁড়ায় প্রীতম সরকার এবং বিল্টু দাস। ঠান্ডা মাথায় ব্যাট করে দুজন দলকে জয় এনে দেয়। প্রীতম ৭৯ বল খেলে ৯ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৫০ রানে এবং বিল্টু ৬৩ বল খেলে ৫ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৩১ রানে অপরাজিত থেকে যায়। দল অতিরিক্ত খাতে পায় ১৮ রান। আমবাসা মহকুমার পক্ষে শুভ দাস ২২ রানে ২ টি উইকেট দখল করে।

সি-ডিভিশন ফুটবলে উমাকান্ত কোচিং সেন্টারকে হারালো এডিসি

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ জুন।।জয়ে ফিরলো টি টি এ এ ডি সি। পরাজিত করলো উমাকান্ত কো ডিচিং সেন্টার কে। রাজ্য ফুটবল সংস্থা আয়োজিত লং তরাই তৃতীয় ডিভিশন লিগ ফুটবলে। উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ম্যাচে টি টি এ এ ডি সি জয়লাভ করে ২-০ গোলে। দু- দলের কাছেই ম্যাচটি ছিল নিয়ম রক্ষার। আসর থেকে আগেই ছিটকে গিয়েছিল দু দল। গ্রুপ পর্যায়ে ভালো জায়গা থাকার লক্ষ্যেই মুখোমুখি হয়েছিল এদিন দু''দল। তাতে আসরে আত্মপ্রকাশ করা টি টি এ এ ডি সি দলের ফুটবলাররা শুরু থেকেই পর্যাপ্ত প্রাধান্য নিয়ে খেলতে থাকে। বল দখলের লড়াইয়ে ছিলো এগিয়ে। ম্যাচের ১৭ মিনিটের মাথায় বিপ্লব দেববর্মা - র গোলে এগিয়ে যায় টি টি এ এ ডি সি। গোল হজম করার পর ম্যাচে ফেরার লক্ষ্যে উমাকান্ত কোচিং সেন্টারের ফুটবলাররা ক্রমাগত আক্রমণ করলেও আক্রমণ ভাগের ফুটবলারদের ব্যর্থতায় জাল নাড়াতে পারেনি। ৭৪ মিনিটে টি টি এ এ ডি সি - র জয় নিশ্চিত করে দেন সাচলং দেববর্মা। খেলা পরিচালনা করেন শিব শংকর জমাতিয়া। আসরে ৬ ম্যাচ খেলে চতুর্থ জয় পেলো টি টি এ এ ডি সি।

সরকারি আয়ুর্বেদিক কলেজ পরিদর্শনে স্বাস্থ্য সচিব

শীঘ্রই শুরু হচ্ছে বিএএমএস পাঠ্যক্রম

উদয়পুর, ২৭ জুন: ত্রিপুরায় প্রথমবারের মতো সরকারি আয়ুর্বেদিক মেডিকেল কলেজে বিএএমএস পাঠক্রম শুরু হতে চলেছে। গোমতী জেলার চন্দ্রপুর সমন্বিত আয়ুষ হাসপাতালকে আপাতত কলেজের অস্থায়ী ক্যাম্পাস হিসেবে গড়ে তোলা হচ্ছে। অন্যদিকে, তেপানিয়ায় প্রায় ৭০ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত হবে অত্যাধুনিক স্থায়ী ক্যাম্পাস।

শনিবার স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের সচিব কিরণ গিট্টে চন্দ্রপুর সমন্বিত আয়ুষ হাসপাতাল এবং তেপানিয়ায় প্রস্তাবিত মেডিকেল কলেজের স্থায়ী ক্যাম্পাস পরিদর্শন করেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন জাতীয় স্বাস্থ্য মিশন (এনএইচএম) ও জাতীয় আয়ুষ মিশনের মিশন ডিরেক্টর সাজু ওয়াহিদ, স্বাস্থ্য অধিকর্তা দেবশ্রী দেববর্মা, পূর্ত দপ্তরের মুখ্য প্রকৌশলী সঞ্জয় দাস, অতিরিক্ত জেলা শাসক সুভাষ আচার্য, গোমতী জেলার সিএমও ডাঃ কমল রিয়াং-সহ অন্যান্য আধিকারিকরা।

পরিদর্শন শেষে সচিব জানান, আগামী ১৫ দিনের মধ্যে চন্দ্রপুর সমন্বিত আয়ুষ হাসপাতালে পৃথক শ্রেণিকক্ষ, ছাত্র-ছাত্রীদের হোস্টেলসহ প্রয়োজনীয় অবকাঠামো প্রস্তুত করা হবে। প্রথম পর্যায়ে ৬০ জন শিক্ষার্থী নিয়ে বিএএমএস পাঠক্রম শুরু হবে। কলেজের অধ্যক্ষ ও শিক্ষক নিয়োগের প্রক্রিয়াও ইতোমধ্যে শুরু হয়েছে। নিট-ইউজি পরীক্ষার ফল প্রকাশের পর জাতীয় নিয়ম অনুযায়ী ভর্তি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হবে।

কিরণ গিট্টে বলেন, এখন থেকে ত্রিপুরার ছাত্র-ছাত্রীদের বিএএমএস ডিগ্রি অর্জনের জন্য আর রাজ্যের বাইরে যেতে হবে না। পাশাপাশি আগরতলায় হোমিওপ্যাথি শিক্ষার সম্প্রসারণ এবং অমরপুর কলোনিতে নতুন হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজ চালুর প্রস্তুতিও চলছে। এর ফলে রাজ্যের শিক্ষার্থীরা বিএএমএস ও বিএইচএমএস-সহ বিভিন্ন আয়ুষ শাখায় উচ্চশিক্ষার সুযোগ নিজ রাজ্যেই পাবেন।

স্থায়ী ক্যাম্পাস সম্পর্কে তিনি জানান, তেপানিয়ায় প্রায় ৭০ কোটি টাকা ব্যয়ে একাডেমিক ভবন, নিজস্ব শিক্ষণ হাসপাতাল, ছাত্রাবাস এবং আবাসিক পরিকাঠামো সমন্বিত আধুনিক আয়ুর্বেদিক মেডিকেল কলেজ গড়ে তোলা হবে। ইতোমধ্যে জমি হস্তান্তরের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। জাতীয় সড়কের নিকটবর্তী হওয়ায় এই ক্যাম্পাসে যাতায়াতও সহজ হবে।

স্বাস্থ্য সচিব আরও জানান, এদিন অর্থমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায়ের সঙ্গে প্রকল্পটি নিয়ে ইতিবাচক আলোচনা হয়েছে। প্রকল্পের কাজ দ্রুত সম্পন্ন করার পাশাপাশি সংযোগ সড়ক প্রশস্ত করার বিষয়েও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর উদ্যোগ এবং কেন্দ্র সরকারের সহযোগিতায় এই প্রকল্প দ্রুত বাস্তবায়নের পথে এগোচ্ছে বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

এদিকে, ত্রিপুরায় সরকারি আয়ুর্বেদিক মেডিকেল কলেজ চালুর খবর প্রকাশ্যে আসতেই অভিভাবক, শিক্ষার্থী এবং গোমতী জেলার স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ ও আনন্দের পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে।

বিশালগড় গুলিকাণ্ডে আরও দুই অভিযুক্ত গ্রেপ্তার

বিশালগড়, ২৭ জুন: বিশালগড়ের বহুল আলোচিত ঠিকাদারের বাড়িতে গুলিকাণ্ডের ঘটনায় আরও দুই অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ধৃতদের নাম অমন দেব ও রাহুল দেবনাথ। শনিবার গভীর রাতে গোপন সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে বিশালগড় থানার পুলিশ অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেপ্তার করে।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, অফিসটিলা এলাকায় অমন দেবের বাড়ি ঘিরে ফেলে বিশাল পুলিশ বাহিনী। পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে অমন দেব ও রাহুল দেবনাথ পালানোর চেষ্টা করলে তাদের আটক করা হয়।

জানা গেছে, এই ঘটনায় আগে গ্রেপ্তার হওয়া রণবীর দেবনাথের ঘনিষ্ঠ সহযোগী হিসেবে পরিচিত অমন দেব ও রাহুল দেবনাথ দীর্ঘদিন ধরেই পলাতক ছিল। বিশালগড় বাইপাস-সহ বিভিন্ন এলাকায় জমি দখল, সন্ত্রাস ও অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের একাধিক মামলায় তাদের নাম রয়েছে বলে পুলিশ সূত্রের দাবি।

পুলিশের দাবি, অভিযুক্তদের গতিবিধির উপর দীর্ঘদিন ধরে নজরদারি চালানো হচ্ছিল। শনিবার গভীর রাতে তারা বাড়িতে ফিরতেই অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়। ধৃতদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। গুলিকাণ্ড এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মামলার তদন্তে তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে বলে পুলিশ জানিয়েছে।

উল্লেখ্য, অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ওঠা অন্যান্য অভিযোগের তদন্ত এখনও চলমান। আদালতে দোষ প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত আইন অনুযায়ী তারা অভিযুক্ত হিসেবেই বিবেচিত হবেন।

এক মাসব্যাপী আইনি ইন্টার্নশিপের সমাপ্তি, আগরতলা প্রেস ক্লাবে সমাপনী অনুষ্ঠান

আগরতলা, ২৭ জুন: কনজিউমার প্রোটেকশন অ্যাসোসিয়েশনের অঙ্গপ্রতিষ্ঠান 'আশা একাডেমি ফর লিগ্যাল স্কিল ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড রিসার্চ'-এর উদ্যোগে ইকফাই বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের ১০০ জন শিক্ষার্থীর জন্য আয়োজিত এক মাসব্যাপী ইন্টার্নশিপ কর্মসূচির সমাপ্তি উপলক্ষে শুক্রবার আগরতলা প্রেস ক্লাবে 'সংবিধান ও আইনের শাসন' শীর্ষক সমাপনী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানে ইন্টার্নশিপে অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীরা সাংবিধানিক অধ্যয়ন, আইনি গবেষণা, অ্যাডভোকেসি দক্ষতা এবং আইন ও শাসনব্যবস্থার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে অর্জিত ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন। বক্তারা সংবিধানের মূল্যবোধ, আইনের শাসন, গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের সুরক্ষা, ন্যায়বিচার এবং জবাবদিহিতার গুরুত্ব নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ইকফাই বিশ্ববিদ্যালয়ের ফ্যাকাল্টি অব ল-এর অধ্যক্ষ ড. নবারুণ ভট্টাচার্য, ড. দেবব্রত রায়, ড. স্বরূপ মুখার্জি এবং ড. শুভলক্ষ্মী মুখার্জি। তাঁরা শিক্ষার্থীদের পেশাগত আইনি শিক্ষার পাশাপাশি সাংবিধানিক সচেতনতা ও নৈতিক মূল্যবোধ অর্জনের ওপর গুরুত্বারোপ করেন। এদিন 'সংবিধান ও আইনের শাসন' বিষয়ক বক্তৃতা প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করেন বিদীপ্তা রায়, দ্বিতীয় হন নবজিৎ ঘোষ এবং তৃতীয় স্থান অর্জন করেন সৌরভ পাল। এছাড়া 'ইন্টার্নশিপ অভিজ্ঞতা' বিষয়ক বক্তৃতা প্রতিযোগিতায় প্রথম হন নবজিৎ ঘোষ, দ্বিতীয় তুষি ত্রিপুরা এবং তৃতীয় সৌরভ পাল। অনুষ্ঠানের শেষে সকল অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীর হাতে ইন্টার্নশিপ সম্পন্ন করার সনদপত্র তুলে দেওয়া হয়। পুরো কর্মসূচি অ্যাডভোকেট অমৃত লাল সাহার তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়। রিঙ্কু সরকার, মৃগাঙ্ক দাস এবং স্বেচ্ছাসেবক দলের সহযোগিতায় অনুষ্ঠানটি সফলভাবে সম্পন্ন হয়।

এসসি ও ওবিসিদের ১১ দফা দাবিতে ২৯ জুন কর্পোরেশন ঘেরাওয়ের ডাক

আগরতলা, ২৭ জুন: তপশিলি জাতি (এসসি) ও অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণির (ওবিসি) বিভিন্ন দাবি আদায়ে আগামী ২৯ জুন আগরতলার লেক চৌমুহনীস্থিত এসসি-ওবিসি কর্পোরেশন ঘেরাও কর্মসূচির ডাক দিয়েছে প্রদেশ কংগ্রেসের এসসি ও ওবিসি বিভাগ। শনিবার আয়োজিত এক যৌথ সাংবাদিক সম্মেলনে এই কর্মসূচির ঘোষণা করেন প্রদেশ কংগ্রেসের এসসি ডিপার্টমেন্টের চেয়ারম্যান নিরঞ্জন দাস এবং ওবিসি ডিপার্টমেন্টের চেয়ারম্যান মনোরঞ্জন দেবনাথ।

সাংবাদিক সম্মেলনে নেতারা জানান, এসসি সম্প্রদায়ের স্বার্থে সরকারি সব শূন্যপদ দ্রুত পূরণ, এসসি কর্পোরেশনের মাধ্যমে বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করা, গ্যারান্টার ছাড়াই গাড়ি, অটো ও রিকশা কেনার জন্য ঋণ প্রদান, শিক্ষিত বেকারদের মাসিক ৫ হাজার টাকা ভাতা, তপশিলি ইঞ্জিনিয়ারদের ঠিকাদারি কাজের জন্য ৩০ লক্ষ টাকা ঋণ এবং প্রাথমিক থেকে বিশ্ববিদ্যালয় স্তর পর্যন্ত বিনামূল্যে শিক্ষার ব্যবস্থা চালুর দাবি জানানো হয়েছে। পাশাপাশি রেগা শ্রমিকদের দৈনিক মজুরি ৫০০ টাকা করার দাবিও তোলা হয়।

ওবিসি সম্প্রদায়ের দাবির মধ্যে রয়েছে, ওবিসি কর্পোরেশন থেকে ঋণ গ্রহণের ক্ষেত্রে সরকারি কর্মচারীর গ্যারান্টারের বাধ্যবাধকতা বাতিল, রাজ্য বাজেটে ওবিসিদের জন্য বৃত্তি ও পেশাগত উন্নয়নমূলক প্রকল্প চালু, ওবিসি ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিল গঠন, ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়, জিরানিয়ার এনআইটি-সহ সমস্ত কেন্দ্রীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ২৭ শতাংশ সংরক্ষণ কার্যকর করা এবং ওবিসি শিক্ষিত বেকারদের মাসিক ৫ হাজার টাকা বেকার ভাতা চালুর দাবি।

নেতারা জানান, এই ১১ দফা দাবি বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে আগামী ২৯ জুন এসসি-ওবিসি কর্পোরেশন ঘেরাও কর্মসূচি পালন করা হবে। আন্দোলনের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করাই এই কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য বলে তাঁরা উল্লেখ করেন।

ধর্মনগরে জুয়েলার্সে দুঃসাহসিক চুরি, নগদ লক্ষাধিক টাকা ও সোনার অলঙ্কার উধাও

ধর্মনগর, ২৭ জুন: ধর্মনগর শহরের বিবেকানন্দ রোড সংলগ্ন এলাকায় একটি জুয়েলার্সের দোকানে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। গভীর রাতে দুষ্কৃতীরা দোকানে হানা দিয়ে নগদ লক্ষাধিক টাকা এবং কয়েক ভরি সোনার অলঙ্কার নিয়ে পালিয়ে যায় বলে অভিযোগ।

দোকানের কর্ণধার সুমন্ত দাস জানান, শনিবার সকালে পাশের একটি দোকানের মালিক তাঁকে ফোন করে জানান যে তাঁর দোকানের শাটার ও ভেতরের অংশ ভাঙা অবস্থায় রয়েছে। খবর পেয়ে তিনি দ্রুত দোকানে এসে দেখেন, চোরেরা দোকানের ভেতরে তছনছ চালিয়েছে।

তিনি জানান, প্রাথমিক হিসাব অনুযায়ী দোকানের ক্যাশ বাক্স থেকে প্রায় এক লক্ষ টাকা চুরি হয়েছে। পাশাপাশি কারিগরের ড্রয়ারে রাখা আনুমানিক ৩ থেকে ৪ ভরি সোনার অলঙ্কারও দুষ্কৃতীরা নিয়ে গেছে বলে তাঁর দাবি।

ঘটনার খবর পেয়ে ধর্মনগর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্ত শুরু করে। পুলিশ দোকানের সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ করেছে এবং ফুটেজ খতিয়ে দেখে অভিযুক্তদের শনাক্ত করার চেষ্টা চলছে।

ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনার সমস্ত দিক খতিয়ে দেখে তদন্ত এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

রাজ্যের গ্রামীণ অর্থনীতিকে সমৃদ্ধ করতে

ত্রিপুরা রাজ্য সমবায় ব্যাংক কাজ করে চলেছে: অর্থমন্ত্রী

আগরতলা, ২৭ জুন : গ্রামীণ অর্থনীতিকে শক্তিশালী করা সমবায়ের মূল উদ্দেশ্য। ত্রিপুরা রাজ্য সমবায় ব্যাংক রাজ্যের গ্রামীণ এলাকার মানুষের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এই ব্যাংক কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পে অংশ নিয়ে ক্ষুদ্র, প্রান্তিক চাষি ও বেকার যুবক-যুবতীদের আত্মনির্ভর করার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। আজ আগরতলার নজরুল কলাক্ষেত্রে ত্রিপুরা রাজ্য সমবায় ব্যাংক এর ৪৩তম বার্ষিক সাধারণ সভার উদ্বোধন করে একথা বলেন অর্থমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহরায়। সমবায় মন্ত্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়াও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এবং বক্তব্য রাখেন।

সমবায় ব্যাংক এর বার্ষিক সাধারণ সভায় অর্থমন্ত্রী বলেন, রাজ্যের গ্রামীণ অর্থনীতিকে সমৃদ্ধ করতে এই ব্যাংক কাজ করে চলেছে। এই ব্যাংক এর ক্রেডিট ডিপোজিট রেশিও ৬৬ শতাংশ। যা রাজ্যের গড় সিডি রেশিও থেকে বেশি। ব্যাংক এর গ্রাহক পরিষেবার মানোন্নয়ন, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ও সাধারণ মানুষের জন্য বিভিন্ন ঋণদান প্রকল্প আরও সহজ করার বিষয়ে তিনি গুরুত্ব আরোপ করেন। প্রসঙ্গক্রমে তিনি দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতির কথাও তুলে ধরেন। তিনি বলেন, ভারত বর্তমানে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে চতুর্থ স্থানে রয়েছে।

অনুষ্ঠানে সমবায়মন্ত্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া বলেন, গ্রামীণ অর্থনীতির বিকাশ এবং রাজ্যকে আর্থিক দিক দিয়ে শক্তিশালী করা সমবায়ের মূল উদ্দেশ্য। তিনি বলেন, বিকশিত ভারত গঠনে সমবায়েরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে তিনি বলেন, রাজ্যের বিভিন্ন স্বসহায়ক গোষ্ঠী সমবায় ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে ব্যবসা করে নিজেদের আত্মনির্ভর করে তুলছে।

অনুষ্ঠানে অতিথিগণ ত্রিপুরা রাজ্য সমবায় ব্যাংক এর বার্ষিক প্রতিবেদনের আবরণ উন্মোচন করেন। অর্থমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহরায় বোতাম টিপে এই ব্যাংক এর বিক্রমনগর শাখার নতুন এটিএম কাউন্টারের উদ্বোধন করেন। অ্যাপেল স্টোরে মোবাইল ব্যাংকিং পরিষেবার উদ্বোধন করেন সমবায় মন্ত্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া। অনুষ্ঠানে ত্রিপুরা রাজ্য সমবায় ব্যাংক এর পক্ষ থেকে তাদের লভ্যাংশের ১৬ লক্ষ ৮৩ হাজার ৬০ টাকা রাজ্য সরকারকে ডিভিডেন্ট হিসেবে প্রদান করে। অনুষ্ঠানে সমবায় দপ্তরের সচিব তাপস রায় এবং নাবার্ডের জেনারেল ম্যানেজার তনুশ্রী ভট্টাচার্য বক্তব্য রাখেন। সমবায় ব্যাংক এর চেয়ারম্যান নাগাধিরাজ দত্ত ২০২৫-২৬ অর্থবছরের প্রতিবেদন তুলে ধরেন। স্বাগত বক্তব্য রাখেন ব্যাংকের ম্যানেজিং ডিরেক্টর ভজন চন্দ্র রায়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পর আগরতলার পোষ্ট অফিস চৌমুহনীস্থিত সমবায় ব্যাংক এর প্রধান কার্যালয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে ব্যাংকের চেয়ারম্যান নাগাধিরাজ দত্ত এবং ম্যানেজিং ডিরেক্টর ভজন চন্দ্র রায় জানান, ২০২৫-২৬ অর্থবছরে এই ব্যাংক ১৬৬.০৮ কোটি টাকা মুনাফা করেছে। যা গত অর্থবছরের চেয়ে ৪০ শতাংশ বেশি। ব্যাংকের নিট মুনাফা ৭৮.০৮ কোটি টাকা। যা গত অর্থবছরের চেয়ে ১০৩ শতাংশ বেশি। ব্যাংকের মোট ব্যবসার পরিমাণ ৬৯৫০.৯২ কোটি টাকা। যা গত অর্থবছরের চেয়ে প্রায় ২৮৯.১১ কোটি টাকা বেশি। বর্তমানে ব্যাংকের শাখা রয়েছে ৬৭টি। এটিএম পরিষেবা রয়েছে ১২টি।

আমবাসা রেল স্টেশনে ফের সাফল্য, ৩ কেজি গাঁজাসহ বিহারের এক মহিলা আটক

আগরতলা, ২৭ জুন: নেশা বিরোধী অভিযানে ফের বড় সাফল্য পেল রেল পুলিশ। গোপন সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে আমবাসা রেল স্টেশন থেকে প্রায় ৩ কেজি শুকনো গাঁজাসহ বিহারের এক মহিলাকে আটক করা হয়েছে।

শনিবার আগরতলা রেল পুলিশ ও আমবাসা রেল পুলিশের যৌথ উদ্যোগে এই অভিযান পরিচালিত হয়। স্টেশনে সন্দেহজনকভাবে ঘোরাফেরা করা ওই মহিলার ব্যাগ তল্লাশি চালাতেই উদ্ধার হয় গাঁজার প্যাকেটগুলি। পরে তাকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে পুলিশ। প্রাথমিকভাবে জানা গেছে, ধৃত মহিলার বাড়ি বিহারে।

রেল পুলিশ সূত্রে খবর, উদ্ধার হওয়া গাঁজার উৎস কোথায় এবং তা কোথায় পাচার করা হচ্ছিল, সেই বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য জানতে ধৃতকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। তার বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনের সংশ্লিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে।

ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে রেল পুলিশ। ত্রিপুরাকে নেশামুক্ত করার লক্ষ্যে মাদকবিরোধী অভিযান আগামী দিনেও একইভাবে অব্যাহত থাকবে বলে জানিয়েছে রেল পুলিশ প্রশাসন।

অলিম্পিক দিবস উপলক্ষে লোক ভবনে বৃক্ষরোপণ করলেন রাজ্যপাল

আগরতলা, ২৭ জুন : আন্তর্জাতিক অলিম্পিক দিবস উদযাপন উপলক্ষে আজ সকালে লোক ভবনে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। ত্রিপুরা অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে রাজ্যপাল ইন্দ্র সেনা রেড্ডি নাল্লু লোক ভবন চত্বরে একটি অর্জুন গাছের চারা রোপণ করেন। যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের সচিব ড. পি. কে. চক্রবর্তী এবং রাজ্যপালের সচিব ইউ. কে. চাকমাও গাছের চারা রোপণ করে এই কর্মসূচিতে অংশ নেন। অনুষ্ঠানে ত্রিপুরা অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের সচিব সুজিত চক্রবর্তী, বিশিষ্ট জিমন্যাস্ট ও অর্জুন পুরস্কারপ্রাপ্ত কোচ মন্টু দেবনাথ এবং অ্যাসোসিয়েশনের অন্যান্য সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন।

সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে রাজ্যপাল ইন্দ্র সেনা রেড্ডি নাল্লু বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির দূরদর্শী নেতৃত্বে সারা দেশে খেলাধুলার প্রসার ও উন্নয়নের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। ক্রীড়া প্রতিভা বিকাশে এবং ক্রীড়া পরিকাঠামো শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের খেলো ইন্ডিয়া কর্মসূচি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। ভারত ২০৩৬ সালে অলিম্পিক প্রতিযোগিতার আয়োজন

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

স্ত্রীকে নিয়ে পালানোর অভিযোগ অভিযুক্তের বিরুদ্ধে থানায় মামলা

আগরতলা, ২৭ জুন: আমতলী থানার অন্তর্গত সূর্যমনিনগর এলাকার এক বাসিন্দা তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে পালিয়ে যাওয়া এবং নগদ অর্থ ও স্বর্ণালংকার আত্মসাতের অভিযোগে এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন।

অভিযোগকারী হাছন সরকারের দাবি, প্রায় নয় বছর আগে তিনি কমলাসাগর এলাকার স্বপন নমঃ-এর মেয়ে রাখি নমঃ-কে সামাজিকভাবে বিয়ে করেন। তাঁদের একটি সাত বছরের পুত্র সন্তান রয়েছে।

হাছন সরকারের অভিযোগ, সম্প্রতি তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে সূর্যমনিনগরের জয়কালী কলোনি এলাকার বাসিন্দা রাধারমন দেবের প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। গত ২৫ জুন তাঁর স্ত্রী বাড়ি থেকে চলে যান। অভিযোগ, যাওয়ার সময় তিনি ঘরে থাকা প্রায় ৩ লক্ষ টাকা নগদ এবং প্রায় ৫ ভরি স্বর্ণালংকার, যার আনুমানিক মূল্য প্রায় ৮ লক্ষ টাকা, সঙ্গে নিয়ে যান।

অভিযোগকারী জানান, বাড়িতে ফিরে স্ত্রীকে না পেয়ে বিভিন্ন জায়গায় খোঁজাখুঁজির পর প্রথমে তিনি থানায় নিখোঁজ ডায়েরি করেন। পরে জানতে পারেন, তাঁর স্ত্রী রাধারমন দেবের সঙ্গে চলে গিয়েছেন বলে দাবি করেন তিনি। এরপর শনিবার বিকেলে হাছন সরকার আমতলী থানায় রাধারমন দেবের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে তিনি আরও দাবি করেন, রাধারমন দেব একজন 'কুখ্যাত জমি মাফিয়া' এবং বিভিন্নভাবে ভয়ভীতি দেখিয়ে অর্থ আদায় ও জমি কেনাবেচার ক্ষেত্রে অনিয়মের সঙ্গে জড়িত। এসব অভিযোগেরও সুষ্ঠু তদন্তের দাবি জানান তিনি।

তবে উল্লেখ্য, রাধারমন দেবের বিরুদ্ধে আনা সব অভিযোগই অভিযোগকারীর দাবি। এ বিষয়ে অভিযুক্তের কোনও প্রতিক্রিয়া এখনও পাওয়া যায়নি। পুলিশ অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করেছে এবং তদন্তের পরই ঘটনার প্রকৃত সত্যতা জানা যাবে।

কাঁঠালিয়া মাছ বাজারের আবর্জনায় নাজেহাল থানা কর্মী ও সাধারণ মানুষ, স্থায়ী সমাধানের দাবি

কাঁঠালিয়া, ২৭ জুন: কাঁঠালিয়া বাজারে দীর্ঘদিন ধরে নির্দিষ্ট আবর্জনা ফেলার স্থান না থাকায় প্রতিদিনই মাছ বাজারসহ বিভিন্ন এলাকার বর্জ্য যত্রতত্র ফেলা হচ্ছে। এর ফলে বাজার সংলগ্ন থানা চত্বরে তীব্র দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়ে চরম ভোগান্তির মুখে পড়ছেন পুলিশ কর্মী ও সাধারণ মানুষ।

স্থানীয়দের অভিযোগ, থানার পাশের একটি খোলা জায়গা কার্যত আবর্জনা ফেলার স্থানে পরিণত হয়েছে। বিশেষ করে মাছ বাজারের বর্জ্য সেখানে ফেলা হওয়ায় দুর্গন্ধে পরিবেশ দূষিত হচ্ছে। এতে থানায় কর্মরত পুলিশ সদস্যদের পাশাপাশি বাজারে আসা ক্রেতা-বিক্রেতারাও সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন।

স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশের দাবি, থানার পাশের ওই খোলা জায়গাটি পরিকল্পিতভাবে ব্যবহার করা হলে সেখানে পণ্যবাহী যানবাহনের জন্য একটি পার্কিং জোন গড়ে তোলা সম্ভব। কিন্তু যথাযথ পরিকল্পনার অভাবে একদিকে যেমন সেখানে আবর্জনা ফেলা হচ্ছে, অন্যদিকে সম্ভাবনাময় জায়গাটিও অব্যবহৃত থেকে বাজারের সৌন্দর্য নষ্ট করছে।

স্থানীয় বাসিন্দা এবং পুলিশের একাংশের দাবি, কাঁঠালিয়া ব্লক প্রশাসন দ্রুত একটি সুষ্ঠু ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ করলে এই সমস্যার স্থায়ী সমাধান সম্ভব। তাঁদের মতে, নির্দিষ্ট বর্জ্য ব্যবস্থাপনার পাশাপাশি পার্কিংয়ের ব্যবস্থা করা গেলে বাজার এলাকায় পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশ ফিরবে এবং যানবাহন পার্কিং সমস্যারও সমাধান হবে।

সোনামুড়ায় পুলিশের বড় সাফল্য, উদ্ধার ২৪ হাজার ইয়াবা ও ৪২০ ট্যাপেনটাডল ট্যাবলেট

আগরতলা, ২৭ জুন: নেশা বিরোধী অভিযানে ফের বড় সাফল্য পেল সোনামুড়া থানার পুলিশ। শুক্রবার গভীর রাতে কুলুবাড়ী সীমান্ত সড়ক এলাকা থেকে বিপুল পরিমাণ মাদকদ্রব্য উদ্ধার করা হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, সোনামুড়া থানার পুলিশের একটি টহলদল কুলুবাড়ী সীমান্ত সড়ক এলাকায় মোবাইল ডিউটি চলাকালীন একটি পরিত্যক্ত স্থান থেকে প্রায় ২ কেজি ৫০০ গ্রাম ওজনের ২৪ হাজার ইয়াবা ট্যাবলেট এবং ৪২০টি ট্যাপেনটাডল ট্যাবলেট উদ্ধার করে। পরে সমস্ত আইনি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে উদ্ধার হওয়া মাদকদ্রব্য বাজেয়াপ্ত করে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। ঘটনার পর মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে একটি মামলা রুজু করেছে সোনামুড়া থানার পুলিশ। উদ্ধার হওয়া বিপুল পরিমাণ মাদকের প্রকৃত মালিক বা পাচারচক্রের সঙ্গে জড়িতদের

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

আগরতলায় ইইএফআই-এর উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় বৈঠক, বিদ্যুৎ কর্মীদের জাতীয় আন্দোলনের কৌশল নিয়ে ঐকমত্য

আগরতলা, ২৭ জুন: ইলেকট্রিসিটি এমপ্লয়িজ ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়া (ইইএফআই)-এর উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলির একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক শনিবার আগরতলায় অনুষ্ঠিত হয়। ফেডারেশনের জাতীয় সহ-সভাপতি সুভাষ লাম্বার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই বৈঠকে বিদ্যুৎ খাতের বর্তমান পরিস্থিতি, কেন্দ্রের প্রস্তাবিত বিদ্যুৎ (সংশোধনী) বিল এবং ভবিষ্যৎ আন্দোলনের রূপরেখা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। সংগঠনের দাবি, ত্রিপুরায় এই প্রথম এ ধরনের আঞ্চলিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হলো।

বৈঠকে মেঘালয়, অসম, ওড়িশা, ত্রিপুরা এবং পশ্চিমবঙ্গের প্রতিনিধিরা অংশ নেন। আলোচনায় দেশের বিদ্যুৎ খাতের বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ, বিদ্যুৎ (সংশোধনী) বিল, শ্রম সংহিতা, বেসরকারিকরণের নীতি, পুরনো পেনশন প্রকল্প এবং বিদ্যুৎ কর্মী ও চুক্তিভিত্তিক কর্মীদের স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলি গুরুত্ব পায়।

সুভাষ লাম্বা বলেন, দেশের ২৭ লক্ষ বিদ্যুৎ কর্মী, কৃষক এবং বিদ্যুৎ গ্রাহকদের বিরোধিতা সত্ত্বেও কেন্দ্র সরকার বিদ্যুৎ (সংশোধনী) বিল সংসদে পাশ করানোর উদ্যোগ নিচ্ছে বলে সংগঠনের আশঙ্কা। তিনি এই বিলের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ গণআন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান।

বৈঠকে উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলির দায়িত্বপ্রাপ্ত অরিন্দম রায় আলোচ্যসূচি উপস্থাপন করেন। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন ইইএফআই-এর সহ-সভাপতি বেলা পাত্র, প্রণয় নায়ক, ত্রিপুরা বিদ্যুৎ কর্মচারী ইউনিয়নের সভাপতি রণবীর রায়, সাধারণ সম্পাদক সুব্রত গাঙ্গুলি-সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

বৈঠক শুরুর আগে ত্রিপুরা এমপ্লয়িজ কো-অর্ডিনেশন কমিটির পক্ষ থেকে চেয়ারম্যান রণজিৎ রুদ্র পাল এবং সাধারণ সম্পাদক মহুয়া রায় উপস্থিত প্রতিনিধিদের স্মারক প্রদান করে স্বাগত জানান।

বৈঠকে সর্বসম্মতিক্রমে একাধিক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। এর মধ্যে রয়েছে বিদ্যুৎ (সংশোধনী) বিল ও বিদ্যুৎ খাতের বেসরকারিকরণের বিরুদ্ধে গণসচেতনতা অভিযান, জুলাই মাসে শ্রম সংহিতা, বেতন সংশোধন ও পুরনো পেনশন প্রকল্পের দাবিতে দুই সপ্তাহব্যাপী প্রচার কর্মসূচি এবং আগস্ট মাসে রাজ্যজুড়ে বিদ্যুৎ দপ্তরের সামনে অবস্থান-বিক্ষোভ।

এছাড়া চুক্তিভিত্তিক কর্মীদের সমস্যা নিয়ে ৩১ আগস্টের মধ্যে রাজ্যস্তরের সম্মেলন আয়োজন এবং প্রয়োজনে অক্টোবর বা নভেম্বর মাসে সর্বভারতীয় ধর্মঘটের প্রস্তুতির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। একইসঙ্গে, বিদ্যুৎ (সংশোধনী) বিল সংসদে পাশ হলে নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে ন্যাশনাল কো-অর্ডিনেশন কমিটি অফ ইলেকট্রিসিটি এমপ্লয়িজ

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

মাংসের দোকানে পুলিশের তল্লাশি, চোলাই মদ ও নেশাজাতীয় সামগ্রী উদ্ধারের দাবি

আগরতলা, ২৭ জুন: আড়ালিয়া শালবন এলাকায় গতকাল রাতের বিক্ষিপ্ত ঘটনাকে ঘিরে নতুন মোড় এসেছে। অভিযোগের ভিত্তিতে শনিবার পুলিশের উপস্থিতিতে একটি মাংসের দোকানে তল্লাশি চালিয়ে চোলাই মদ ও নেশাজাতীয় সামগ্রী উদ্ধার করা হয়েছে বলে দাবি করা হয়েছে। এ ঘটনায় প্রবীর মজুমদার নামে এক ব্যক্তিকে আটক করে থানায় নিয়ে গেছে পুলিশ।

প্রতাপগড় যুব মোর্চার সভাপতি মনিশ চক্রবর্তী জানান, শুক্রবার রাতে যুব মোর্চার দুই কর্মী বিশ্বজিৎ দেবনাথ ও বিনয় দেবনাথ বাড়ি ফেরার পথে শালবাগ এলাকার ওই মাংসের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা কয়েকটি মোটরসাইকেল সরানোর অনুরোধ করেন। অভিযোগ, এরপর দোকান থেকে কয়েকজন বেরিয়ে এসে তাদের উপর হামলা চালায়।

মনিশ চক্রবর্তীর দাবি, ওই মাংসের দোকানের আড়ালে দীর্ঘদিন ধরে চোলাই মদ ও বিভিন্ন নেশাজাতীয় দ্রব্যের অবৈধ কারবার চলছিল। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে স্থানীয় বাসিন্দাদের উপস্থিতিতে এবং পুলিশের সহযোগিতায় দোকানটিতে তল্লাশি চালানো হয়।

অভিযান চলাকালীন চোলাই

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

আগরতলা মেডিকেল কলেজে শুরু দুই দিনের 'লিভারকন' লিভার রোগ প্রতিরোধে সচেতনতার উপর জোর

আগরতলা, ২৭ জুন: লিভার রোগ প্রতিরোধে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং বিজ্ঞানসম্মত জীবনযাপনের গুরুত্ব তুলে ধরতে আগরতলা সরকারি মেডিকেল কলেজে শুরু হয়েছে দুই দিনের 'লিভারকন'। হেপাটাইটিস ফাউন্ডেশন অব ত্রিপুরার উদ্যোগে আয়োজিত নবম লিভারকনের উদ্বোধন করেন প্রখ্যাত লিভার রোগ বিশেষজ্ঞ পদ্মশ্রী ডা. ওয়াই কে চাওলা।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের সচিব কিরণ গিট্টে। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন এনএইচএম-এর মিশন ডিরেক্টর সাজু ওয়াহিদ, এজিএমসি-র অধ্যক্ষ ডা. তপন মজুমদার, টিএমসি-র অধ্যক্ষ ডা. অরিন্দম দত্ত, হেপাটাইটিস ফাউন্ডেশন অব ত্রিপুরার ডিরেক্টর ডা. প্রদীপ ভৌমিক, সভাপতি ডা. এন. এল. ভৌমিক এবং আয়োজক সম্পাদক ডা. প্রণব দত্ত।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে স্বাস্থ্য সচিব কিরণ গিট্টে জানান, রাজ্যে লিভার রোগের উন্নত চিকিৎসা পরিকাঠামো গড়ে তোলার লক্ষ্যে জিবি হাসপাতালে বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। তিনি বলেন, ভবিষ্যতে সেখানে লিভার ও বোন ম্যারো প্রতিস্থাপনের ব্যবস্থা চালুর পাশাপাশি সুপার স্পেশালিটি কোর্সও শুরু করার পরিকল্পনা রয়েছে। তিনি আরও জানান, আগামী আগস্ট মাসে উদয়পুরে আয়ুর্বেদিক মেডিকেল কলেজের উদ্বোধন করা হবে।

হেপাটাইটিস ফাউন্ডেশন অব ত্রিপুরার গত ২৪ বছরের জনসচেতনতামূলক কর্মকাণ্ডের প্রশংসা করে কিরণ গিট্টে বলেন, এই সংস্থার ভূমিকা রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিষেবাকে আরও শক্তিশালী করেছে।

পদ্মশ্রী ডা. ওয়াই কে চাওলা রাজ্য সরকারকে হেপাটাইটিস ফাউন্ডেশনের সঙ্গে যৌথভাবে 'প্রিভেন্টিভ হেপাটোলজি'-র উপর ফেলোশিপ কোর্স চালুর পরামর্শ দেন। পাশাপাশি তিনি মদ্যপান থেকে বিরত থাকা এবং স্বাস্থ্যসম্মত জীবনযাপন অনুসরণের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। মেডিকেল কলেজের কেএলএস অডিটোরিয়ামে প্রথম দিনের বৈজ্ঞানিক অধিবেশনে কমিউনিটি হেপাটোলজি-সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়। এতে অংশ নেন ডা. ওয়াই কে চাওলা, ডা. মহেশ গোয়েঙ্কা, ডা. অজিত সিং ভাদুরিয়া, ডা. শুভব্রত গাঙ্গুলী, ডা. আকাশ রায়, ডা. ভাস্কর জ্যোতি বড়ুয়া, ডা. বি. বি. রেওয়ারি-সহ দেশের বিশিষ্ট লিভার বিশেষজ্ঞরা।

আয়োজকদের দাবি, এবারের সম্মেলনে প্রায় ২৫০ জন চিকিৎসক এবং ১৫০ জন স্বাস্থ্যকর্মী অংশগ্রহণ করেছেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এইচএফটি ইনস্টিটিউট অব নার্সিং সায়েন্সেস-এর ছাত্রীরা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করেন। রবিবার সকাল ৯টা থেকে সম্মেলনের দ্বিতীয় দিনের বৈজ্ঞানিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হবে।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas